সমসাময়িক ভারত

প্রথম কল্প—দ্বিতীয় খণ্ড

প্রাচীন ভারত

প্রাচীন-ভারত

(দ্বিতীয় খণ্ড)

(শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
মহাশয় লিখিত ভূমিকা সহ)

—*—

শ্রী যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

—*—

প্রকাশক

শ্রীনলিনাক্ষ রায়

মেসার্স সমাদ্দার ব্রাদার্স

মোরাদপুর, পাটনা

১৯২০

মূল্য ১॥০ টাকা

নিবেদন

"সমসাময়িক ভারত" গ্রন্থাবলীর প্রথম কল্প—প্রাচীন ভারতের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল।

পূজনীয় মাননীয় কাশীমবাজারাধিপতি এই গ্রন্থাবলী প্রকাশে আমাকে যেরূপ সাহায্য ও উৎসাহ দিতেছেন, তাহা আমার পক্ষে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। তাঁহার মহিমান্বিত নামের সহিত আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ জড়িত রহিল।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় ইহার ভূমিকা লিখিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

পাটলিপুত্র

বৈশাখ, ১৩২০

শ্রীশঃ

সাহিত্য-ক্ষেত্রের দ্বারে

অর্থনীতি হস্তে

প্রবেশাধিকারের প্রয়াস-কালে

যে মহাত্মা

আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে সেই ক্ষমতা প্রদান করেন,

যিনি

বঙ্গভাষার

বর্ত্তমান বিক্রমাদিত্যরূপে

সাহিত্য-সেবীর আশ্রয়-স্থল,—

অশেষ গুণভাজন, পূজ্যপাদ,

মাননীয়

শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে

ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ

এই গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত হইল।

পাটলিপুত্র,
১৩২০

সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা

প্রথম খণ্ড

	বিষয়	পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

চতুর্থ খণ্ড

পঞ্চম খণ্ড

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

মহাশয় লিখিত।

পরিচয়

পরিচয়

কল্যাণভাজন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় "প্রাচীন ভারত" প্রকাশ করিতেছেন। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে পূর্ব্বতন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ কি লিখিয়া গিয়াছেন, এই গ্রন্থে তাহাই প্রকাশিত হইতেছে, ইহার ২য় খণ্ডের ভূমিকা লিখিবার জন্য আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু এই খণ্ডের অর্থাৎ মেগস্থেনিসের ভারতকাহিনীর প্রকৃত পরিচয় দিবার আমি অধিকারী নহি। প্রথমতঃ কোন গ্রন্থের প্রকৃত পরিচয় দিতে হইলে সেই মূল গ্রন্থের আলোচনা একান্ত আবশ্যক। এবিষয়ে মূলগ্রন্থ দেখিয়া আলোচনা করা দূরের কথা,—তাহা কেবল ভারতবাসী বলিয়া নহে, ইউরোপীয় প্রধান প্রধান ঐতিহাসিকগণের মধ্যেও অনেকেরই দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। বলিতে কি, মেগস্থেনিসের মূলগ্রন্থ একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার খণ্ডিত অংশ-বিশেষ যেরূপে সংগৃহীত হইয়া জর্ম্মণ-ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, সমাদ্দার মহাশয়ের ভূমিকায় তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় আছে, এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। তবে একথাও আমি বলিতে বাধ্য, কথায় বলে,— "সাত নকলে আসল খাস্তা।" অনুবাদের অনুবাদ, তস্য অনুবাদ, তাহার উপর নির্ভর করিয়া একখানি লুপ্ত গ্রন্থের পরিচয় দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ মনে করি। তবে আজ কাল, ভাল একখানি গ্রন্থ লেখা হইলেই গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় দিবার জন্য ভূমিকা লেখাটা যেন 'প্রথা' হইয়া পড়িয়াছে। এ প্রথা ভাল

কি মন্দ, তাহা আমি বিচার করিতেছি না। তবে যেখানে গ্রন্থকার সুপরিচিত, বিশেষ কারণ ব্যতীত সেরূপ স্থলে বৃথা একটা লম্বা চৌড়া ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয় না। এই কারণে সমাদ্দার মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধ থাকিলেও আমি তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে অসমর্থ। তবে তিনি যে সাধু উদ্দেশ্যে ভারতের পুরাকথা স্বদেশবাসীকে জানাইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহার সেই উদ্দেশ্যের কতকটা অনুকূল হইবে ভাবিয়া এখানে কিছু "পরিচয়" দিতেছি।

মেগস্থেনিস্ ভারতে আসিয়াছিলেন, কিছুকাল পাটলিপুত্রে বাস করিয়াছিলেন,—প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমক ঐতিহাসিকগণ যখন অনেকেই এ সংবাদ দিয়াছেন, তখন তাঁহাদের কথাটা একবারে অগ্রাহ্য করিবার নহে। মেগস্থেনিসের লুপ্তগ্রন্থ হইতে অনেকেই অল্পাধিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সেই বিবরণই প্রধানতঃ আমাদের অবলম্বন।

গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকগণের মত

মেগস্থেনিসের অনুবর্ত্তী হইয়া দিওদোরস্, এরিয়ান্, জষ্টিনস্, প্লুটার্ক প্রভৃতি পূর্ব্বতন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ আলেক্‌সান্দরের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী প্রাচ্যভূপতিগণের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

(৩২৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) মহাবীর আলেক্‌সান্দর যখন পঞ্চনদ-প্রান্তে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি সেনাপতি ফিজিয়াসের নিকট জানিতে পারেন যে, সিন্ধুর পরপারে মরুভূমির মধ্য দিয়া ১২ দিনের পথ গমন করিলে গঙ্গাতীরে পৌছান যায়।

তাহার পরপারে Xandramesএর রাজ্য, তাঁহার ২০ হাজার অশ্বারোহী, ২ লক্ষ পদাতিক, ২০০০ রথ ও ৪০০০ হস্তী আছে। প্রথমে আলেক্‌সান্দর এ কথা বিশ্বাস করেন নাই। পরে Porusকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহার সন্দেহ দূর হইল। Porus আরও বলেন, গাঙ্গ্যপ্রদেশের সেই রাজা অতি নীচবংশোদ্ভব নাপিতের পুত্র। নাপিত অতি সুপুরুষ ছিল, তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া রাণী তাহার সহবাস করেন। সেই দুষ্টা রাজাকে মারিয়া ফেলে। তাই এক্ষণে তাহার পুত্র রাজা হইয়াছে।[১]

আলেক্‌সান্দরের শিবিরে আসিয়া Sandrokottus তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু তাঁহার কথায় রুষ্ট হইয়া আলেক্‌সান্দর তাঁহাকে বধ করিতে আদেশ দেন। তিনি কোনরূপে পলাইয়া রক্ষা পান, নানাস্থানে ঘুরিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া অবশেষে এক স্থানে বসিয়া পড়েন। এই সময়ে একটী প্রচণ্ড সিংহ লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া তাঁহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যায়। পশুরাজ কোন অনিষ্ট করিল না দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে ভাবী আশার সঞ্চার হইল। তিনি সাম্রাজ্যস্থাপনের আশায় বহু ডাকাতের দল সংগ্রহ করিলেন। (৩২৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) পুরুষ ও তক্ষশিলের উপর পঞ্জাব-শাসনের ভার দিয়া আলেক্‌সান্দর ভারত পরিত্যাগ করেন। এ সময়ে সমস্ত গ্রীকসৈন্য তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। তৎপরে ফিলিপের হত্যার পর তিনি সেনাপতি ইউডেমাস্‌কে দেশীয় নৃপতিগণের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য ভারতে পাঠাইয়া দেন। আলেক্‌সান্দরের

(১) Diodorus Siculus.

ভারতত্যাগের অল্পকাল পরে Sandrokottus দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদলের সাহায্যে সিন্ধুনদ-প্রবাহিত জনপদ অধিকার করিতে থাকেন। ইউ-ডেমাস্ নিজে রাজা হইবার আশায় ইউমেনিসের দ্বারা Porusকে মারিয়া ফেলেন। এই হত্যাকাণ্ডে Sandrokottus লিপ্ত ছিলেন। অল্পকাল পরে যখন ইউডেমস্ নিজে সেনাপতির সাহায্যার্থ সসৈন্যে গবিনি রণক্ষেত্রে গমন করেন। সেই অব-কাশে Sandrokottus সমস্ত দেশীয় সামন্তবর্গকে উত্তেজিত করিয়া ভারত হইতে গ্রীকদিগকে তাড়াইয়া সমস্ত পঞ্জাব অধিকার করেন। যে সময়ে ভারতপ্রান্তে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলি ঘটিতেছিল; সেই সময় সলুকাস্ বাবিলন্ অধিকার করিয়া ক্রমে সমস্ত বাক্ত্রিয় প্রদেশে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি ভারত-প্রবেশের আয়োজন করিতে থাকেন। ভারত-প্রান্তে সান্দ্রোকোত্তসের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। পরিশেষে উভয়ে মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হন। সলুকাস্ সান্দ্রোকোত্তসের সহিত প্রায় (৩০৩ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে) বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া-ছিলেন।[২]

উদ্ধৃত বিবরণী হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, আলেক্‌সান্দরের সময় অর্থাৎ ৩২৬ খৃষ্টাব্দে যিনি প্রাচ্যভারতের অধীশ্বর ছিলেন, তাঁহার নাম Xandrames, নাপিতের ঔরসে পাটরাণীর গর্ভে তাঁহার জন্ম। আলেক্‌সান্দরের সমসাময়িক অথচ তাঁহার ভারত-পরিত্যাগের কিছু পরে যিনি প্রথমতঃ পঞ্জাব অধিকার করিয়া

(২) Justinus.

ক্রমশঃ ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁহার নাম Sandrokottus[৩]। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ Sandrokottusকে ১ম মৌর্য্যাধিপ চন্দ্রগুপ্ত স্থির করিয়া তাঁহা হইতেই ভারতের প্রকৃত ঐতিহাসিক যুগারম্ভ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইরূপে গ্রীক-ঐতিহাসিক-বর্ণিত Xandrames ভারতপ্রসিদ্ধ নব নন্দের একতম নন্দরূপে পরিচিত হইয়াছেন।[৪]

এখন দেখা যাউক, আমাদের ভারতীয় আখ্যায়িকায় উক্ত নন্দ ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে কে নাপিতপুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন? গ্রীকবর্ণনার সহিত কাহার মিল আছে?

জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র তাঁহার ত্রিষষ্টিশলাকা পুরুষচরিতে পরিশিষ্ট-পর্ব্বে পাটলিপুত্রাধিপ ১ম নন্দকে দিবাকীর্ত্তি নামক এক নাপিতের ঔরসে এক গণিকার গর্ভজাত বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজবংশের সহিত ইঁহার কোন সম্বন্ধের কথা লেখেন নাই। হিন্দু পুরাণমতে শেষ ক্ষত্রিয়-নৃপতি মহানন্দির

(৩) জষ্টিনস্ লিখিয়াছেন—এই রাজা অতি নীচ গর্ভজাত, দৈববলেই ইনি রাজা হইয়াছিলেন।

(৪) Vincent A. Smith's Early History of India, (2nd ed.) p. 36-37.

অধুনা কেহ কেহ Xandrames স্থলে Nandrus পাঠ স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু পূর্ব্বতন লেখকেরা কেহই এই পাঠ স্বীকার করেন নাই। এরূপ স্থলে স্বেচ্ছাক্রমে Xandrames পাঠ গ্রহণ করা চলে না। ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্টস্মিথ বলেন, Nandrus পাঠ ঠিক নহে, যেখানে ঐ শব্দ আছে তথায় Alexandrum হইবে। (Early His. India, p. 115.)

এক শূদ্রা পত্নীর গর্ভে মহাপদ্ম-নন্দ নামে এক পুত্র জন্মে, তিনিই বলপূর্ব্বক রাজ্য অধিকার করিবেন। তাঁহার ৮ পুত্র, তন্মধ্যে একজনের নাম সুমালী। (বিষ্ণুপুরাণ ২।৪।৪-৬)

মহাবংশটীকা ও উত্তরবিহারের অথকথায় লিখিত আছে, কালাশোকের মৃত্যুর পর তাঁহার ৯ পুত্র রাজত্ব করিতে থাকেন। এই সময় এক অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি দস্যুদলে মিশিয়া ক্রমে দস্যুনায়ক হইয়া অবশেষে পাটলিপুত্র অধিকার করিয়া বসিলেন, এই ব্যক্তিই নন্দনামে পরিচিত। ইনি এবং ইঁহার অপর আট ভ্রাতা নবনন্দ নামে পরিচিত। তন্মধ্যে শেষ বা নবম নন্দের নাম ধননন্দ। তিনি ২৮ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। চাণক্যের কৌশলে এই ধননন্দই নিহত হন। এই ধননন্দের সময় মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়।

বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার চন্দ্রগুপ্তকে নন্দের মুরানাম্নী পত্নীর পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু মুদ্রারাক্ষসে ২য় অঙ্কে "মন্যে স্থিরাং মৌর্য্যকুলস্য লক্ষ্মীং" এবং ৪র্থ অঙ্কে "মৌর্য্যোঽসৌ স্বামিপুত্রঃ" ইত্যাদি উক্তি হইতে চন্দ্রগুপ্তকে মৌর্য্যবংশীয় এক রাজপুত্র বলিয়া মনে হইবে।

বৌদ্ধাচার্য্য বুদ্ধঘোষ-রচিত বিনয়পিটকের সমন্তপসাদিকা নাম্নী টীকায় ও মহানাম-স্থবিরকৃত মহাবংশটীকায় লিখিত আছে যে, তক্ষশিলাবাসী চাণক্য পাটলিপুত্রে ধননন্দের নিকট নিতান্ত অবমানিত হইয়া রাজকুমার পর্ব্বতের সাহায্যে গুপ্তভাবে বিন্ধ্যারণ্যে চলিয়া আসেন। এখানে তিনি বিপুল অর্থ সংগ্রহ করেন।

তদ্দ্বারা তাঁহার অপর এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার ইচ্ছা হইল। এই সময়ে ঘটনাক্রমে কুমার চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার নয়নপথে পতিত হইলেন। চন্দ্রগুপ্তের মাতা মোরিয়নগরাধিপের পট্টমহিষী ছিলেন। এক দুর্দ্দান্ত রাজা মোরিয়রাজকে বিনাশ করিয়া মোরিয়নগর অধিকার করেন। সে সময়ে তাঁহার পাটরাণী গর্ভবতী ছিলেন। তিনি বহুকষ্টে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পুষ্পপুরে পলাইয়া আসেন। যথাকালে সেই রাণীর একটী পুত্র-সন্তান জন্মিল, সেই পুত্রই চন্দ্রগুপ্ত। চাণক্য আপনার প্রভূত অর্থবলে পাটলিপুত্রে আগমনপূর্ব্বক ধননন্দকে নিহত করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে পুষ্পপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। হেমচন্দ্রের পরিশিষ্টপর্ব্বে লিখিত আছে, চাণক্য একজন শ্রাবক ও সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তিনি অর্থোপার্জ্জনের আশায় নন্দরাজের রাজধানী পাটলিপুত্রের সভায় আগমন করেন। এখানে তিনি বিশেষরূপে অবমানিত হন। তাহাতে ব্রাহ্মণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নন্দের বধসাধনে প্রতিজ্ঞা করেন। ময়ুর-পোষক গ্রামের মহত্তরের ঘরে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়। চাণক্য এই চন্দ্রগুপ্ত ও পর্ব্বতের সাহায্যে নন্দকে সমূলে উচ্ছেদ করেন।

এখন গ্রীকবিবরণী ও ভারতীয় আখ্যায়িকা মিলাইলে গ্রীকবর্ণিত Xandramesকে নন্দরাজ এবং Sandrokottusকে চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ হেমাচার্য্যের পরিশিষ্টপর্ব্বে যিনি নাপিত দিবাকীর্ত্তির পুত্র বলিয়া

পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহাকেই যদি আমরা Xandrames ধরিয়া লই, তাহা হইলে তৎপরেই আমরা মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তকে পাইতেছি না। কারণ নাপিতের ঔরসজাত ১ম নন্দের পর তাঁহার ৮টী পুত্র দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন, তৎপরে চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়। এরূপ স্থলে চন্দ্রগুপ্ত কখনই আলেক্‌সান্দরের শিবিরে উপস্থিত হইতে পারেন না। গ্রীক-ঐতিহাসিকগণ উভয়কেই রাজবংশীয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, এবং উভয়েরই চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছেন, কিন্তু কেহই চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠাতা ভারতপ্রসিদ্ধ চাণক্যের আভাসমাত্র দিয়া যান নাই। এদিকে ভারতীয় হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ কোন প্রাচীন লেখকই চন্দ্রগুপ্তের সহিত যবনরাজকন্মার বিবাহপ্রসঙ্গ আদৌ উত্থাপন করেন নাই।

পৌরাণিকদিগের মতে 'নন্দান্তং ক্ষত্রিয়কুলং।' তাঁহারা চন্দ্রগুপ্তকে 'বৃষল' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এদিকে জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থানুসারে পঞ্জাব অঞ্চলে কোন রাজবংশে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এরূপস্থলে চন্দ্রগুপ্তের সহিত নন্দবংশের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় না। আধুনিক টীকাকারগণ নন্দবংশের সহিত চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্টা করিলেও তাহা প্রাচীন সম্মত নহে। বৌদ্ধগ্রন্থবর্ণিত মোরিয়-রাজমহিষী হয়ত পাটলিপুত্রে আসিয়া নন্দরাজের দাসী হইয়াছিলেন, তাহা হইতেই চন্দ্রগুপ্ত নন্দের শূদ্রাপুত্র বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত হইয়া থাকিবে। হেমচন্দ্র প্রাচীন জৈনশাস্ত্রানুসারে লিখিয়াছেন

যে, মহাবীর-স্বামীর মোক্ষ হইতে ১৫৫ বর্ষ পরে (অর্থাৎ ৩৭২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) মৌর্য্যাধিপ চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক ঘটে।

ব্রহ্মাণ্ডাদি প্রাচীন পুরাণমতে চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বর্ষ এবং তৎপরে তাঁহার পুত্র বিন্দুসার ২৫ বর্ষ রাজত্ব করেন। এরূপস্থলে চন্দ্রগুপ্ত ৩৭২ হইতে ৩৪৯ খৃঃ পূঃ এবং বিন্দুসার ৩৪৯ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে ৩২৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবার কথা। গ্রীক-ঐতিহাসিকগণের মতে মহাবীর আলেক্‌সান্দর ৩২৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পঞ্জাবে পদার্পণ করেন। সুতরাং ভারত-আখ্যায়িকা অনুসারে তৎকালে চন্দ্রগুপ্তের পরিবর্ত্তে আমরা তৎপুত্র বিন্দুসারকে প্রাচ্য ভারতের সিংহাসনে দেখিতে পাই। কিন্তু গ্রীকঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন, আলেক্‌সান্দরের সময়ে যিনি প্রাচ্যভারতের সিংহাসনে

(৫) ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্টস্মিথ জৈনগ্রন্থ হইতে নবনন্দের যে ১৫৫ বর্ষ রাজত্বের কথা লিখিয়াছেন (Early History of India, p. 36) তাহা প্রকৃত-প্রস্তাবে তাঁহার বুঝিবার ভুল। ১৫৫ বর্ষকে মহাবীরের মোক্ষাব্দ ধরিলে আর কোন গোল থাকে না। ঐ বর্ষেই নন্দবংশের উচ্ছেদ ও চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বাস্তবিক জৈনগ্রন্থমতে বীরমোক্ষ হইতে ৬০ বর্ষ পরে ১ম নন্দের অভিষেক এবং বীরমোক্ষের ১৫৫ বর্ষ পরে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক হইয়াছিল—

"অনন্তরং বর্দ্ধমানস্বামিনির্ব্বাণবাসরাৎ।
গতায়াং ষষ্টিবৎসর্য্যামেষ নন্দোঽভবন্নৃপঃ॥" (পরিশিষ্টপর্ব্ব ৬।৪২)
"এবং চ শ্রীমহাবীরমুক্তে র্বর্ষশতে গতে।
পঞ্চপঞ্চাশদধিকে চন্দ্রগুপ্তোঽভবন্নৃপঃ॥" (ঐ ৮।৩৩৯)

অধিষ্ঠিত ছিলেন, নাপিতের সংস্রবে তাঁহার জন্ম হইলেও তাঁহার মাতা প্রাচ্যভারতাধীশ্বরের মহিষী বটেন, সুতরাং তিনি রাজপুত্র হইতেছেন। কিন্তু মৌর্য্যরাজ বিন্দুসারের মাতা পিতা সম্বন্ধে এরূপ কোন প্রবাদ প্রচলিত নাই। এরূপস্থলে বিন্দুসারকেই বা আলেক্‌সান্দরের সমসাময়িক প্রাচ্যাধিপতি বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যায়। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বিনয়পিটকের টীকায় চন্দ্রগুপ্ত মোরিনগরাধিপের পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণের মতে মোরিয়নগর হিন্দুকুশ ও চিত্রলের মধ্যবর্ত্তী উদ্যানদেশের মধ্যে ছিল। Porus পুরুষক বা পুরুষপুর (বর্ত্তমান পেশাবর) অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন।[৬] আলেক্‌সান্দর তাঁহারই নিকট প্রাচ্যাধিপতির সংবাদ পাইয়াছিলেন। এরূপস্থলে মনে হয় যে, পুরুষরাজ চিত্রলের অধিপতি পার্ব্বত্য রাজবংশের সংবাদ রাখিতেন, এই কারণেই তাঁহার বংশধরদিগকে নীচবংশীয় বলিয়া পরিচিত করা কিছু বিচিত্র নহে। দিব্যাবদান ও অশোকাবদান পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের মাতা কিছুকাল বিন্দুসারের

(৬) আধুনিক ঐতিহাসিকগণ পঞ্জাবের ভিতর Porusএর রাজ্য স্বীকার করেন, কিন্তু গ্রীকইতিহাসে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র Gandaris বা গান্ধারের অধীশ্বর বলিয়া পরিচিত হওয়ায় Porusশব্দে পুরুষ বা পুরুষপুরই বুঝাইতেছে। বলাবাহুল্য পুরুষপুর বা বর্ত্তমান পেশাবর বহুকাল গান্ধারের রাজধানী বলিয়া পরিচিত ছিল।

রাজান্তঃপুরে নাপিতানীর কার্য্য করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া মৌর্য্যসম্রাট্ তাঁহাকেই পাটরাণী করেন। সম্ভবতঃ সেই মহিষী নাপিতকুলেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। বৌদ্ধ-গ্রন্থকার বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিপালক সম্রাট্ অশোককে নাপিতকন্যার গর্ভজাত বলিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত ছিলেন। এ কারণে তিনি নাপিত-কন্যাকে ব্রাহ্মণ-কন্যারূপে পরিচিত করিয়া থাকিবেন।

হয়ত মেগস্থেনিস পাটলিপুত্রে অবস্থানকালে মৌর্য্যসম্রাটের প্রকৃত জন্মকথা শুনিয়া গিয়া নিজগ্রন্থে লিখিয়া থাকিবেন। প্রথমেই লিখিয়াছি যে, মেগস্থেনিসের মূলগ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহার আখ্যায়িকা অনেকটা বিকৃত হইয়া দিওদোরস্ ও জষ্টিনস্ প্রভৃতির গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে, তাই অশোকের স্থানে বিন্দুসার নাপিত বলিয়া গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকের নিকট পরিচিত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। অশোকাবদানে লিখিত আছে, 'অশোকের পূর্ব্বে পট্টমহিষীর গর্ভে বিন্দুসারের সুসীম নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। অশোকের দুর্ব্ব্যবহারে তাঁহার উপর বিন্দুসার বিশেষ অসন্তুষ্ট ছিলেন। তক্ষশিলানগরবাসীরা বিন্দু-সারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে, বিন্দুসার সেইখানেই অশোককে নির্ব্বাসিত করেন। পথে অশোক বহুদলবল সংগ্রহ করিয়া তক্ষশিলায় উপস্থিত হন। নগরবাসিগণ তাঁহার সাজসজ্জা দেখিয়া বিনাযুদ্ধে তাঁহাকে তক্ষশিলা ছাড়িয়া দিল ও তাঁহার যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিল। এদিকে বিন্দুসারের মন্ত্রী খল্লাটক জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সুসীমের আচরণে কিছু বিরক্ত হইয়া তাঁহাকেই

তক্ষশিলায় পাঠাইবার জোগাড় করিলেন এবং অশোককে রাজা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকেই আবার রাজধানীতে আনাইলেন। এদিকে বিন্দুসারের আয়ুঃ শেষ হইয়া আসিল। অমাত্যগণ অশোককে ভাল করিয়া সাজাইয়া রাজার সম্মুখে আনিল এবং যে পর্য্যন্ত সুসীম ফিরিয়া না আসে, সে পর্যান্ত তাঁহাকে রাজাসন দিবার জন্য অনুরোধ করা হইল, বিন্দুসার বড়ই রুষ্ট হইলেন। অশোক বলিলেন, যদি ধর্ম্ম থাকে, তবে আমিই রাজা হইব। অনতিবিলম্বে অশোকের পট্টবন্ধ হইল। দেখিতে দেখিতে বিন্দুসারের মুখ দিয়া উষ্ণ শোণিত নির্গত হইয়া প্রাণ বাহির হইল।'

উদ্ধৃত বিবরণী হইতে বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, অশোকের প্রথম জীবন ভাল ছিল না। যে সময় তক্ষশিলাবাসী বিন্দুসারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, সেই সময় অশোক তক্ষশিলায় নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। আমরা মহাবীর আলেক্সান্দরের জীবনী হইতে অবগত হই, যে সময় (৩২৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) তিনি পঞ্জাবে পদার্পণ করেন, এই সময় Taxilus (তক্ষশিলারাজ) বহুমূল্য উপহার লইয়া আলেক্সান্দরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পার্ব্বত্যগণের বিরুদ্ধে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। উপরে যে তক্ষশিলাবাসীর বিদ্রোহের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা ভারতীয় অধীশ্বরের বিরুদ্ধে আলেক্সান্দরের পক্ষ সমর্থন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক তৎকালে গ্রীক-শিবিরে Sandrakottus এর আগমনকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই Sandrakottusকে তক্ষশিলায় নির্ব্বাসিত অশোক বলিয়া মনে করিতে আপত্তি কি? পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া অশোক প্রথমে মাকিদনবীরের সাহায্য-লাভাশায় গ্রীকশিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এ সময়ে আলেক্‌সান্দর তক্ষশিলারাজের বন্ধু এবং তক্ষশিলার পরামর্শেই তিনি অশোকের প্রাণদণ্ডাদেশ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু মহাভাগ্যবান্ অশোক সে যাত্রা কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া নিজ সৌভাগ্যান্বেষণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অশোকাবদান হইতে পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে যে, অশোক পথে বহুদলবল সংগ্রহ করিয়া তক্ষশিলায় আগমন করেন। তক্ষশিলাবাসী সহজেই তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা হইতে জানা যায়, পূর্ব্বোক্ত তক্ষশিলারাজের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মাকিদনবীরের নিকট আনুগত্য দেখাইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন।[৭] সম্ভবতঃ সেই সময় হইতেই তাঁহার বিরুদ্ধে অশোকের যুদ্ধোদ্যোগ চলিতেছিল। আলেক্‌সান্দর ভারত-পরিত্যাগকালে সমস্ত গ্রীকসৈন্য সঙ্গে লইয়া যান। সুতরাং এ সময়ে অশোকের অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে ইউ-ডেমসের ষড়যন্ত্রে পুরুষরাজ নিহত হন। গ্রীকঐতিহাসিকগণ

(৭) ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট স্মিথ লিখিয়াছেন, তক্ষশিলারাজের আনুগত্য-প্রদর্শনের কারণ পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণের শত্রুতা ও আক্রমণ-নিবারণের আশা।

(Early History of India, p. 56.)

লিখিয়াছেন, সেই হত্যাকাণ্ডে Sandrakottus লিপ্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ এই বিপ্লবের কালে অশোক পুরুষপুর ও তক্ষশিলা অধিকার করিয়া বসেন। তক্ষশিলারাজ যবনের পক্ষাবলম্বন করায় স্থানীয় সামন্তবৃন্দ ও অধিবাসিবৃন্দ সকলেই বোধ হয় তাঁহার প্রতি বিরক্ত ছিলেন। এ সময়ে গ্রীকসৈন্য ভারত ত্যাগ করায় তাঁহারা নির্ভয়ে মৌর্য্যরাজ-পুত্রের পক্ষাবলম্বন করিয়া থাকিবেন, এইরূপে সহজেই অশোক পঞ্জাবের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

অশোকাবদানে বিন্দুসারের রক্তবমনদ্বারা যেরূপ মৃত্যুসংবাদ লিখিত হইয়াছে, তাহা যেন একটা ঘোরতর ষড়যন্ত্রের আভাস। বিন্দু-সারের অশোককে রাজা করিবার ইচ্ছা ছিল না। গ্রীকইতিহাসের উপর নির্ভর করিলে বলিতে হয়, অশোকের মাতা নাপিতানীর চেষ্টায় বিন্দুসারের হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হইয়াছিল। সেই ষড়যন্ত্রের ফলেই অশোক ন্যায্য অধিকারী না হইলেও পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সিংহলের পালি-মহাবংশে লিখিত আছে, বুদ্ধের নির্ব্বাণ হইতে ২১৮ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩২৪ খৃঃ পূঃ অব্দে অশোকের রাজ্যারম্ভ। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ৩২৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তিনি গ্রীকশিবিরে উপস্থিত ছিলেন। ৩২৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে আলেক্‌সান্দর ভারত পরিত্যাগ করেন এবং তৎপরবর্ষে পুরুষরাজের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে অশোক পঞ্জাবের কিয়দংশ অধিকার করিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষিত করিবেন, তাহা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক যেরূপে সমস্ত ভারতের সম্রাট্

হইয়াছিলেন, তাহা এস্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই। এখন ভারতীয় পুরাকাহিনীর অনুবর্ত্তী হইলে বলিতে হয় যে, তাঁহারই সহিত সলুকাসের সংঘর্ষ হইয়াছিল এবং এই অশোকের সহিতই গ্রীক-নরপতি বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। অশোক যে যবন-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা গির্ণার হইতে আবিষ্কৃত রুদ্রদামের শিলালিপি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। ঐ লিপিতে সম্রাট্ অশোকের শ্যালক যবনরাজ তুর্ষাস্পের নামোল্লেখ রহিয়াছে।[৮] এই তুর্ষাস্পের নাম দেখিয়া কোন কোন পুরাবিদ্ বলিতে চান যে স্পষ্ট 'যবনরাজ' শব্দ থাকিলেও তাঁহার নাম দ্বারা তাঁহাকে কোন পারসিক বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু যাঁহারা মহাবীর আলেক্-সান্দরের জীবনেতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, মাকিদন-বীর যখন পারস্যে ফিরিয়া আসেন, তখন ১০০০০ গ্রীকবীর পারসিক্ রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া প্রভুর অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যবন ও পারসিক মধ্যে বিবাহ পারস্যাধিপ দারয়বুসের সময় (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) হইতে প্রচলিত হইয়াছিল। তাই সম্রাট্ অশোকের শ্যালক যবনরাজ বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহার নামের সহিত পারসিক গন্ধ রহিয়াছে। এই যবনরাজ তুর্ষাস্পই সম্ভবতঃ আলেক-সান্দরের নিযুক্ত কাবুলের ক্ষত্রপ (Satrap) Tyriaspes। মাকিদনবীর ইহার আচরণে বিরক্ত হইয়া পরে ইহাকে পদচ্যুত করেন। সলুকাসের সহিত ইহার আত্মীয়তা থাকা অসম্ভব নহে।

(৮) Indian Antiquary, Vol. VII. p. 260.

সমস্ত সীমান্তপ্রদেশ মৌর্য্যসম্রাটের অধিকারভুক্ত হইলে তুর্যাস্প সুরাষ্ট্রের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আলেক্‌সান্দরের সময়ে যখন তিনি Satrap হইয়াছিলেন, তখন হইতেই ভারতবাসীর নিকট তিনি 'যবনরাজ' বলিয়া অভিহিত হন।

মেগস্থেনিস্, এরিয়ান্ প্রভৃতির গ্রন্থে আলেক্‌সান্দরের সমকালে ভারতের বিভিন্ন জনপদের যে সকল অধিপতিগণের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই তত্রত্য রাজগণের প্রকৃত নাম বলিয়া স্বীকার করা যায় না। গ্রীক-ঐতিহাসিকগণ সেই সেই জনপদের নামে সেই সেই জনপদের নৃপতিগণকে পরিচিত করিয়াছেন। নিম্নে আমরা কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি,—

Taxilus = তক্ষশিলা

Porus = পুরুষ (পুরুষপুর)

Musicunus = মূষিক

Abisaris = অভিসার

এইরূপ আরও প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে, এমন কি, যিনি Sandracottus নামে গ্রীক-ইতিহাসে পরিচিত হইয়াছেন, মেগস্থেনিসের গ্রন্থে তিনিও Palimbothros অর্থাৎ পাটলিপুত্র নামেও অভিহিত হইয়াছেন।[১] সুতরাং গ্রীক-ইতিহাস-বর্ণিত Sandrokottus নামটীকে পূর্ব্বোক্ত তক্ষশিলা-পুরুষাদির ন্যায় জনপদবাচী

(১) Mc Crindle's Ancient India as described by Megasthenes, p. 67.

ও তজ্জনপদের রাজা বলিয়া গ্রহণ করা যায় কিনা, তাহাও বিবেচ্য। চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে এই স্থান তাঁহার নামানুসারে 'চন্দ্রগুপ্তপুর' নামেও পরিচিত হইতে পারে। যেমন পুরুষপুরের অধিপতি Porus হইয়াছেন, সেইরূপ চন্দ্রগুপ্তপুরের অধিপতিও Sandrokottus নামে অভিহিত হইতে পারেন। অথবা Sandrokottusশব্দকে যদি চান্দ্রগুপ্ত বা চন্দ্রগুপ্তের[১০] বংশীয় বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলেও অশোককে পাওয়া যায়। অশোকের কাল্‌সি-গিরিলিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণও 'দেবানাং প্রিয়' নামে অভিহিত হইতেন।[১১] অশোকের অনুশাসনে সর্ব্বত্রই তাঁহার 'প্রিয়দর্শী' নাম পাইয়াছি। মহাবংশে ও দীপবংশে তাঁহার 'প্রিয়দর্শন' নাম দৃষ্ট হয়। আবার মুদ্রারাক্ষসে চন্দ্রগুপ্তের নামের সহিত 'প্রিয়দর্শন' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল কারণেই আমি মনে করি,—গ্রীক-ইতিহাস হইতে পঞ্জাবের বহু নৃপতির নামের ন্যায় পাটলিপুত্রাধিপের প্রকৃত ডাকনাম উক্ত হয় নাই। সম্রাট্‌ অশোকের অনুশাসনে অন্তিওক, অন্তিকিনি, মক, তুরময় ও অলিকসুন্দর এই কয়জন গ্রীক নরপতির নাম পাইতেছি। গ্রীক-ইতিহাসের সাহায্যে আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, উক্ত পঞ্চ যবন-নৃপতি ৩২৪ খৃঃ পূঃ হইতে ২৮৭ খৃঃ পূঃ মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন।[১২]

(১০) সংস্কৃত গ্রন্থে "চান্দ্রগুপ্ত" শব্দের প্রয়োগও আছে। যথা—
"চান্দ্রগুপ্তং রথবরমারোঢ়ু মুপচক্রমে।"
হেমচন্দ্রের পরিশিষ্টপর্ব্ব ৮।৩২২।

(১১) Epigrapuia Indica, Vol II. p. 447-72.

(১২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, ১মাংশ, ১০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ৩২৪খৃঃপূঃ সমকালে অশোকের প্রথম রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটে। ব্রহ্মাণ্ডাদি পুরাণমতে তিনি ৩৭বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন। এরূপ স্থলে ২৮৭ খৃঃ পূঃ অব্দে তাঁহার রাজ্যাবসান স্বীকার করিতে হয়। অশোকের বানপ্রস্থ অবস্থায় সুবর্ণগিরি হইতে তাঁহার যে অনুশাসন-লিপি প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে ২৫৬ অঙ্ক দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার ফ্লিট ঐ অঙ্ককে বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দ ও তাঁহার 'বিবাস' বা সংসারত্যাগের বর্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।[১৩] পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দ প্রচলিত ছিল, সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে বহু পূর্ব্বকাল হইতে অদ্যাপি সেই নির্ব্বাণাব্দ চলিয়া আসিতেছে। ঐ সকল বৌদ্ধ জনপদে ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দেই বুদ্ধনির্ব্বাণ স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।[১৪] এরূপ স্থলে বুদ্ধনির্ব্বাণের ২১৮ বর্ষ পরে অর্থাৎ

(১৩) Journal of the Royal Asiatic Society, 1910, p. 1308.

(১৪) আধুনিক পাশ্চাত্য পুরাবিদ্গণের মতে ৪৮৭ বা ৪৬৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধের নির্ব্বাণ। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই—

১, বসুবন্ধুচরিতরচয়িতা পরমার্থ আচার্য্য বৃষগণ ও বিন্ধ্যবাসকে বুদ্ধনির্ব্বাণের দশশতাব্দী পরবর্ত্তী লিখিয়াছেন। উক্ত উভয় বৌদ্ধাচার্য্য তাঁহাদের মতে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

২, কাণ্টনে ৪৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিন্দুযুক্ত তারিখ প্রচলিত ছিল, ঐ সময়ে ৯৭৫ বিন্দু হইয়াছিল।

৩, খোতনে কিংবদন্তী আছে যে, বুদ্ধনির্ব্বাণের ২৫০ বর্ষ পরে ধর্ম্মাশোক বিদ্যমান ছিলেন, তিনি চীনের মহাপ্রাচীরনির্ম্মাতা চীনসম্রাট্ শে-হুং-তির সমসাময়িক। ২৪৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে শেহুংতি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

(Vincent A. Smith's Early History of India, p. 42-43.)

৩২৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে অশোকের প্রথম রাজ্যলাভ এবং বুদ্ধনির্ব্বাণের ২৫৬ বর্ষ পরে অর্থাৎ ২৮৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার সংসারত্যাগের আভাষ পাইতেছি।

উক্ত যে কএকটী কারণে তাঁহারা সিংহলের মত অগ্রাহ্য করিতেছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। বৃষগণ ও বিন্ধ্যবাস ঠিক কোন সময়ে ছিলেন, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। তৎপরে অনির্দ্দিষ্ট কতকগুলি ফোঁটার উপর নির্ভর করিয়া একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত মনে করি না। ৩য় প্রবাদের মূল্যও পূর্ব্ববৎ। এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী হইতে এখনও পর্য্যন্ত যে অব্দ নিঃসন্দিগ্ধভাবে সিংহল,ব্রহ্ম ও শ্যামদেশে প্রচলিত রহিয়াছে,কেবল প্রবাদ বা গ্রন্থগত বলিয়া নহে, ঐসকল স্থান হইতে আবিষ্কৃত সুপ্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতেও যখন আমরা পূর্ব্বাপর ৫৪৩ খৃঃ অব্দে বুদ্ধনির্ব্বাণ পাইতেছি, গয়ার মহাবোধি হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতেও যখন ঐ সময়ে বুদ্ধনির্ব্বাণের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, এমন কি ভারতবাসী চট্টগ্রামের বৌদ্ধগণও যে ৫৪৩ খৃঃ অব্দকেই বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দের আরম্ভকাল বলিয়া বরাবর স্বীকার করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদের প্রাচীন ও অপ্রাচীন সকল ধর্ম্মগ্রন্থেই ইহার সমর্থন রহিয়াছে, তখন উহা কখনই উপেক্ষণীয় নহে। বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থে শাক্যবুদ্ধ ও মহাবীরস্বামী উভয়ে সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকায় বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পুরাবিদ্গণ মহাবীরকেও বুদ্ধের ন্যায় পরবর্ত্তী কালে টানিয়া আনিয়াছেন।

শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় জৈনসম্প্রদায় যখন সমস্বরে শকাব্দের ৬০৫ বর্ষপূর্ব্বে এবং বিক্রমের ৪৭০ বর্ষপূর্ব্বে বীরমোক্ষাব্দ বহুকাল হইতে স্থির করিয়া আসিতেছেন, তখন তাঁহাদের পুরুষপরম্পরায় চিরনির্দ্দিষ্ট বীরমোক্ষাব্দের আরম্ভকাল কিরূপে অগ্রাহ্য করা যায়? পাশ্চাত্য পুরাবিদ্গণ এরূপ অগ্রাহ্য করিবার কএকটী প্রধান কারণ দেখাইয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান যুক্তি এই যে, জৈন-গুরু-

মেগস্থেনিসের বর্ণনা হইতেও কএকটী সমর্থক প্রমাণ দেখাইতেছি।—তাঁহার বিবরণীতে লিখিত আছে, "ভারতীয় দার্শনিকগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, একটী শ্রমণ ও অপরটী 'ব্রাহ্মণাই' নামে কথিত হইয়া থাকেন। শ্রমণদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট হিলবিয়ই নামে আর এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন। ইঁহারা নগরে, এমন কি গৃহেও বাস করেন না। ইঁহারা বল্কল পরিধান ও বৃক্ষের ফল আহার এবং

পরম্পরা বা পট্টাবলিমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যপ্রসঙ্গে যে মোক্ষাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার পরস্পর সামঞ্জস্য নাই, অথবা মোক্ষাব্দ অনুসারে ঐ সকল আচার্য্যের যে সময় ধরা হইয়াছে, কেহ কেহ তাহার পরবর্ত্তী ছিলেন তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু আচার্য্য বা ব্যক্তিবিশেষের প্রসঙ্গে অব্দের ভুল দেখিয়া দেশপ্রচলিত অব্দের ভিন্নরূপে কালনির্ণয় করা কখনই সমীচীন নহে। যেমন এখন সমস্ত সভ্যজগতে খৃষ্টাব্দ প্রচলিত রহিয়াছে, বর্ত্তমানে এই খৃষ্টাব্দের ১৯১৩ বর্ষ চলিতেছে, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার বা সন্দেহ করিবেন না। কিন্তু এই খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে সকল খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী লিখিতে গিয়া কেহ যদি এক মহাজনের ২১০ খৃষ্টাব্দে এবং অপর ব্যক্তি যদি সেই মহাজনেরই ৩১০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন লিপিবদ্ধ করিয়া যান, কিন্তু বাহিরের প্রমাণ দ্বারা যদি প্রমাণিত হয়, সেই মহাজন খৃষ্ট জন্মের ৩১০ বর্ষ পরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ২১০ বর্ষ পরে নহে। এরূপ স্থলে কি আমরা খৃষ্টের জন্ম এক শত বর্ষ পরে টানিয়া আনিতে পারি? তাহা যেমন পারি না, সেইরূপ সাম্প্রদায়িক আচার্য্যপরম্পরা লিখিতে যদি পরবর্ত্তী লেখক কোন কোন আচার্য্যের প্রকৃত আবির্ভাবকাল-নির্ণয়ে গোলযোগ করিয়া থাকেন, তাহা বলিয়া দেশপ্রচলিত ও পূর্ব্বাপর ধর্ম্মগ্রন্থে ব্যবহৃত অব্দকে নির্দ্দিষ্ট কাল অগ্রাহ্য করিয়া অন্য সময়ে লইয়া ফেলিতে পারি না। এরূপ স্থলে বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দ ও বীরমোক্ষা-

অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া জলপান করেন।......ভারতবাসিগণের মধ্যে বৌট্টার উপদেশ-পালনকারী দার্শনিক আছেন। এই দার্শনিকগণ তাঁহাকে তাঁহার চরিত্রের জন্য দেবতার ন্যায় পূজা করেন।[১৫]

মেগস্থেনিসের উক্ত বর্ণনা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণই সমাজে সম্মানিত ছিলেন। তাঁহার বৌট্টাকে নিঃসন্দেহে বুদ্ধদেব বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। চন্দ্রগুপ্তের সময় বৌদ্ধমত প্রচলিত হইলেও তৎকালে শ্রমণেরা রাজদরবারে বিশেষ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। বহুপূর্ব্বকাল হইতে শ্রমণ থাকিলেও চন্দ্রগুপ্তের সময় পর্যন্ত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণে পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। নিজেও চন্দ্রগুপ্ত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি

ব্দের যে কাল বরাবর ভারতবাসী ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, প্রবল যুক্তি ও অকাট্য প্রমাণ ব্যতীত কখনই আমরা তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ নহি। মৌর্য্যাব্দ সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ বলা যাইতে পারে। বীর-মোক্ষাব্দের ন্যায় মৌর্য্যাব্দও একটী জৈনাব্দ। মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার বংশধরগণ যে জৈন-ধর্ম্মের প্রতিপালক ও উৎসাহদাতা ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই কারণেই তাঁহার ১৬৬ বর্ষ পরেও কলিঙ্গের জৈন অধিপতি খারবেল ভিখুরাজ এই অব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, খণ্ডগিরির সুপ্রসিদ্ধ হাতিগুম্ফার খোদিত লিপি হইতেই তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র প্রাচীন প্রমাণ-সাহায্যে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের যে অভিষেককাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছি না। চন্দ্রগুপ্তকে আলেক্‌সান্দারের সমসাময়িক স্থির করিয়াই পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণ পূর্ব্ববর্ত্তী অব্দ ও রাজগণের কালনির্ণয়ে গোলযোগ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

(১৫) মেগস্থেনিসের প্রাচীন ভারত ১৪২—১৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কখন সহানুভূতি দেখান নাই। একারণ তাঁহার সময়ে প্রচলিত চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে নানাজাতি ও বিষয়ের উল্লেখ থাকিলেও শ্রমণের নামগন্ধ নাই। বিশেষতঃ তৎকালে বুদ্ধদেব দেবতা মধ্যে গণ্য হইতে পারেন নাই। অশোকের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দু-ধর্ম্মের একটি ক্ষুদ্র শাখা বলিয়াই গণ্য ছিল।[১৬] সম্রাট্ অশোকই শ্রমণগণের সম্মান বৃদ্ধি করেন। তাঁহারই সময়ে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণে বিশেষভাবে পার্থক্য সূচিত হয়। এমন কি, শেষে তিনি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রমণের সমাদর করিতেন, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ অনেকে বুদ্ধের মতানুবর্ত্তী ও বুদ্ধভক্ত হইলেও অশোকের পূর্ব্বে তিনি যে দেবতাস্বরূপ গণ্য হইয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৈদিকযুগে যদিও স্ত্রীশিক্ষার সংবাদ পাই বটে, কিন্তু তৎপরে অশোকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট মঠ বা বিহারে স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্যের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্রাট্ অশোকই যে আপন কন্যাকে ভিক্ষুণী করিয়া ও উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া স্ত্রীশিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। মেগস্থেনিস্ এরূপ ব্রহ্মচারিণী রমণীর বিদ্যাশিক্ষার কথা লিখিয়া গিয়াছেন।[১৭] অশোকের অনুশাসন হইতে জানিতে পারি যে, তিনি বর্ষে বর্ষে জ্ঞানিগণের সভা আহ্বান করিতেন। মেগস্থেনিস্ সেই বার্ষিক জ্ঞানী সভার

(১৬) Vincent A. Smith's Early History of India, p. 176.

(১৭) মেগস্থেনিসের প্রাচীন ভারত ১৪০ পৃষ্ঠা।

উল্লেখ করিয়াছেন।[১৮] আর একটী বিশেষ কথা—চন্দ্রগুপ্তের সময় চাণক্য নিয়ম করিয়াছিলেন যে, অসবর্ণবিবাহজাত সন্তান সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে না, কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনভাগী।[১৯] কিন্তু মেগস্থেনিস্ লিখিয়াছেন যে তাঁহার সময় জনসাধারণের মধ্যে অসবর্ণবিবাহপ্রথা এককালে নিষিদ্ধ হইয়াছিল।[২০] এরূপ স্থলে চন্দ্রগুপ্তের সময়ে অসবর্ণ বিবাহ একবারে অনাদৃত এবং তাঁহার কিছুকাল পরে (সম্ভবতঃ) অশোকের সময়ে একবারে অপ্রচলিত হইয়াছিল। এই প্রমাণেও মেগস্থেনিস্ চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক না হইয়া পরবর্ত্তী হইতেছেন।[২১]

উপসংহারে কএকটী কথা জানাইতেছি—

মেগস্থেনিসের প্রাচীন ভারতে যে সকল জনপদ, নদনদী, অধিবাসী ও জীবজন্তুর উল্লেখ আছে, আমাদের বৈদিক অথবা

(১৮) মেগস্থেনিসের প্রাচীন ভারত ১১৪ পৃষ্ঠা।

(১৯) চাণক্যের অর্থশাস্ত্র।

(২০) প্রাচীন ভারত ১১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২১) কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার ও তৎপুত্র অশোক ইঁহারা উভয়েই অসবর্ণবিবাহ করিয়াছিলেন, এরূপ স্থলে অসবর্ণ-বিবাহ নিষিদ্ধ হইবে কেন? জানা উচিত রাজধর্ম্ম ও সাধারণ ধর্ম্ম এক নহে। রাজা সকল বর্ণের কন্যাই গ্রহণ করিতে পারেন, এ প্রথা অদ্যাপি ভারতীয় হিন্দুরাজগণ-মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু অপরের পক্ষে এ নিয়ম যেমন প্রচলিত নাই, সেই-রূপ সম্ভবতঃ অশোকের সময় হইতেই সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অসবর্ণবিবাহ অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল।

পৌরাণিক গ্রন্থসমূহেও সেই সকলেরই উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কএকটী নাম উদ্ধৃত হইল—

মেগস্থেনিস-বর্ণিত নাম	বৈদিক বা পৌরাণিক নাম
আকিসাইন্ (নদী	অসিক্নী (ঋক্ ৮।২০।২৫)
আন্দোমাটীস্ (নদী)	ইন্দুমতী (রামা° ২।৭০।১৬)
ইমোয়াস্	হিমবৎ (ঐত° ব্রা° ৮।১৪)
ইমোদাস্	হিমাদ্রি (রঘুব° ৪।৭৯)
ওডম্বরী	ঔডুম্বর (মহা° সভা° ৫অঃ)
কোফিন্	কুভা (ঋক্ ৫।৫৩।৯)
তাগাবেনা	তুঙ্গবেণা (মহা° বন° ১১৩ অঃ)
পেরাসিন্নী	পর্শু (ঋক্ ৮।৬।৪৬) বা পারশব (মার্ক° পু° ৫৮।৩১)
মল্লি বা মালী	মল্লরাষ্ট্র (মহা° ভীষ্ম° ৯।৪৪)
মেডোগালিঙ্গী	মেদ (মনু ১০।৩৬)-কলিঙ্গ (মহা° আদি° ১৫ অঃ)
মৈয়ন্দ্রুস্	মহেন্দ্র (রামা° ১।৭৫।৮)
সালব্রিয়ানী	শাম্ব (গোপথব্রা° ২।৯)
সিলাস্	শৈলোদা (মৎস্যপু° ১২০।২০)

মেগস্থেনিস্ পশ্চিম ভারতীয় যে সকল বিভিন্ন জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, অদ্যাপি তন্মধ্যে অনেক জাতি পঞ্জাবপ্রান্তে ও আফগানস্তানে বাস করিতেছে। যথা—

মেগস্থেনিস্‌-বর্ণিত নাম	বর্ত্তমান নাম
অর্কমুলি	ওরকজাই
কেট্রিবোনি	কেটিখেল বা কাটিখেল
কেসি	কন্‌সি
ব্রানোকোসী	বানুচি
বোদিয়াস বা বোদিয়াস্কি	বদকসী
পাজালী	গোপালজাই বা পালজাই

দৃষ্টান্তস্বরূপ উপরে কএকটী মাত্র নাম দেখাইলাম, আশা করি সমাদ্দার মহাশয়, তাঁহার অনুষ্ঠিত প্রাচীন ভারত সম্পূর্ণ হইলে গ্রীক-ঐতিহাসিকগণের বর্ণিত নামগুলির বৈদিক, পৌরাণিক ও আধুনিক নামের সহিত মিলাইয়া একটী সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করিয়া ঐতিহাসিক ও পৌরাণিকগণের কৌতূহল নিবৃত্তি করিবেন, ইহাই আমার শেষ অনুরোধ।

বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়
২০নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগ্‌বাজার,
কলিকাতা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
আষাঢ়-সংক্রান্তি
১৩২০

অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডলের গ্রন্থের

ভূমিকা

স্বচক্ষে দেখিয়া মেগস্থেনিস্ প্রাচীন ভারতের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে তৎকালীন ভারতের অস্ফুট চিত্রগুলি যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, তজ্জন্য সকলেই মেগস্থেনিসের পুস্তককে অত্যন্ত মূল্যবান্ মনে করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদিও সেই পুস্তকের অল্পাংশ মাত্রই আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তত্রাপি গ্রীস ও রোম দেশীয় অনেকগুলি প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের পুস্তকে এই দুর্ম্মূল্য গ্রন্থের অংশবিশেষগুলি পাওয়া গিয়াছে। জর্ম্মানীর অন্তঃপাতী বন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ডাক্তার সোয়ানবেক, এই সকল বিক্ষিপ্ত অংশগুলি সংগ্রহ ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ঐতিহাসিক সাহিত্যের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। মেগস্থেনিসের "ইণ্ডিকা" (Megasthenis Indica) নামক এই গ্রন্থ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি যতদুর অবগত আছি, তাহাতে বোধ হয় যে, এই গ্রন্থ অনুবাদিত হয় নাই এবং সেই কারণে পণ্ডিতদিগের মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। যে স্থানে বসিয়া মেগস্থেনিস্ নিজ অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতেই ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে এবং আশা করা যায় যে, এক্ষণে ইহা সাধারণের হস্তগত হইবে।

আরিয়ানের "ইণ্ডিকা" (Indica) গ্রন্থের প্রথমাংশও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। এইরূপ করিবার কারণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রথমতঃ, আরিয়ানের ইণ্ডিকায় সংলগ্নভাবে ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় এবং দ্বিতীয়তঃ, এই বৃত্তান্ত মেগস্থেনিসের গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইয়াছিল।

পাদটীকাগুলি সাধারণতঃ ইতিহাস, ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক, এবং গ্রীসীয় নামগুলির সহিত সংস্কৃত নামের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে এবং এই সকল বিষয়ে সম্প্রতি যে সকল লেখকগণ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মতই প্রদত্ত হইল।

নাম বানান করিবার সময় আমি গ্রোটের (১) পন্থা অবলম্বন করিয়াছি; তবে লাটিন নামের সময় প্রচলিত পন্থা অনুসরণ করা হইয়াছে।

উপসংহারে পাঠকবর্গের নিকট এই নিবেদন যে, বর্ত্তমান পুস্তক আরম্ভ করিবার কালে আমার এই ইচ্ছা হইয়াছিল যে আমি ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত গ্রীক ও লাটিন ভাষায় লিখিত সকল পুস্তক-গুলি অনুবাদ করিব। এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া আমি "ইরিথ্রিয়ান সাগর প্রদক্ষিণ" (২) (The Circumnavigation of

(১) সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। ইনি গ্রীস দেশের এক বৃহৎ ইতিহাস লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন। (অ)

(২) ইরিথ্রিয়ান সাগর—যখন মিশরদেশ রোমকগণের অধিকারভুক্ত ছিল, তখন ভারতবর্ষের সহিত মিশরের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল। প্রাচীন গ্রীক ও

the Erythræan Sea) নামক পুস্তকের অনুবাদ শীঘ্রই প্রকাশিত করিব এবং তৎপরে আরিয়ান (৩) ও কার্টিয়াস (৪) তাঁহাদের পুস্তকে আলেকজান্দারের অভিযানের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

রোমানগণ আফ্রিকার উপকূল হইতে পূর্ব্বাঞ্চলের সমুদ্রের যতখানি জ্ঞাত ছিলেন, উহাকে ইরিথ্রিয়ান সাগর নামে অভিহিত করিতেন। সম্ভবতঃ প্রাচীন গ্রীকেরা লোহিত সাগরস্থ প্রণালী সমূহকে ইরিথ্রা (Erythra) নামে অভিহিত করিতেন বলিয়াই সমুদ্রকে ঐরূপ আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। পারস্যোপসাগরকেও এই ইরিথ্রিয়ান সাগরের অন্তর্ভূত করা হইত। "Periplus of the Erythrean Sea" বা ইরিথ্রিয়ান সাগর প্রদক্ষিণ নামক একখানি প্রাচীন পুস্তকে মিশর ও পূর্ব্বাঞ্চলের প্রাচীন বাণিজ্যের সঠিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। আমরা শীঘ্রই "পেরিপ্লাস" গ্রন্থের অনুবাদ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব। (অ)

(৩) আরিয়ান নামক গ্রীসদেশবাসী ঐতিহাসিক, আলেকজান্দারের অভিযান সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইনি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (অ)

(৪) কার্টিয়াস আলেকজান্দারের জীবনী লিখিয়াছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত হওয়া যায় না। অনেকের মতে ইনি প্রথম শতাব্দীর মধ্য ভাগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কার্টিয়াস দশ খণ্ডে নিজ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে প্রথম দুই খণ্ডের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। অন্যান্য খণ্ডগুলির অংশ বিশেষ মাত্র পাওয়া যায়। গ্রন্থে ভ্রম প্রমাদ থাকিলেও লেখকের বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী। (অ)

অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডল লিখিত

মুখবন্ধ

প্রাচীন গ্রীকগণের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। মহাকাব্য, গীতিকাব্য বা নাটক সংক্রান্ত কোন গ্রন্থেই তাঁহাদের প্রধান ২ কবিগণ ভারতবর্ষের নামোল্লেখও করেন নাই। অবশ্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা অবগত ছিলেন। কারণ, আমরা হোমরে (১) দেখিতে, পাই যে, তৎকালীন গ্রীকগণ ভারতীয় পণ্য দ্রব্য ব্যবহার করিতেন। এই সকল দ্রব্য সেই সময়ে ভারতীয় শব্দেরই বিকৃত ভাবে উল্লিখিত হইত (২)। কিন্তু, আমরা ইহাও জানিতে পারি যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রীকগণের ধারণা অত্যন্ত অস্ফুট ছিল। তাঁহারা ভারতবর্ষকে "পূর্ব্ব-ইথিওপিয়া" (৩) বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহাদের

(১) গ্রীক জাতির আদি কবি। ইনি ইলিয়ড ও অডীসী নামক দুইখানি মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ, ইনি আসিয়া মহাদেশেই জন্ম গ্রহণ করেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি পূর্ব্ব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। অনেকে আবার হোমর পূর্ব্ব খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

(২) গ্রীক দেশীয় 'কাসিটেরস' শব্দ সংস্কৃত 'কস্তীর' টিন শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

(৩) হোমর নিজ গ্রন্থ অডীসীতে লিখিয়াছেন যে "ইথিওপিয়ানগণ দুই দলে বিভক্ত ছিল, এক দল পৃথিবীর একপ্রান্তে ও অপর দল অপর প্রান্তে বাস করিত"।

বিশ্বাস ছিল যে পশ্চিম ইথিওপিয়ায় যেরূপ প্রখর সূর্য্যালোকপ্রদীপ্ত কৃষ্ণবর্ণের লোক বাস করিত, পূর্ব্ব ইথিওপিয়ায়ও সেইরূপ লোক বাস করিত এবং শেষোক্ত দেশ পৃথিবীর এক সীমান্তে অবস্থিত ছিল। ভারতবর্ষ ও ইথিওপিয়াকে অভিন্ন মনে করিয়া গ্রীকগণ যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, ঐ ভ্রম প্রযুক্তই তাঁহারা পশ্চিম ইথিওপিয়া সম্বন্ধীয় প্রকৃত বা কাল্পনিক বিবরণসমূহ ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও আরোপ করিতেন (৪)। অবশ্য এই ভ্রম নামের সঙ্গে সঙ্গেই প্রচলিত হইয়াছিল। এই জন্যই আমরা প্রাচীন গ্রীক-সাহিত্যে মনুষ্য বা জন্তু সমূহের যে সকল প্রকৃত বা কাল্পনিক নাম দেখিতে পাই, তাহা কোন সময়ে ইথিওপিয়া এবং কোন সময়ে ভারতবর্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছে, দেখিতে পাই। ভারতবর্ষের ন্যায় সুদূরবর্ত্তী ও অনধিগম্য প্রদেশ সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীকগণের যে এইরূপ অস্পষ্ট জ্ঞান জন্মিবে, তাহাতে কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নাই;

ঐতিহাসিক হেরডটস কয়েক স্থলে পূর্ব্ব দেশীয় ইথিওপিয়ানদিগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু, তিনি ইথিওপিয়ান ও ভারতবাসীদের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। টীসীয়স নামক অন্যতম ঐতিহাসিক অনেক সময় ইথিওপিয়ান ও ভারতীয়গণকে একই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আলেকজান্দারের অভিযানের পরে এইরূপ ভ্রম দূরীভূত হয়। ইথিওপিয়া প্রথমে মিশরের অধীনে ছিল; পরে পারস্যের, ও তৎপরে রোমকসম্রাট্ অগষ্টসের করায়ত্ত হইয়াছিল।

(৪) অধ্যাপক মাক্রিণ্ডল, দৃষ্টান্ত স্বরূপ "স্কিয়াপোডিস" প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু, সিসষ্ট্রিসের অধীন মিশর-বাসিগণ (৫), সেমিরামিসের অধীনে আসিরিয়ানগণ (৬), এবং প্রথমে সাইরস (৭) ও পরে দারিয়াসের অধীনে পারসিকগণ (৮) যখন ক্রমান্বয়ে ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের নিকট হইতেও যে গ্রীকগণ ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোন বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তাহাই বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় বোধ হয়। ডাক্তার রবার্টসন (৯) বলেন যে, সম্ভবতঃ গ্রীকগণ নিজেদের অধিকতর সুসভ্য মনে করিয়া,

(৫) সিসষ্ট্রিস—প্রবাদ এই যে, মিশরের অন্যতম নরপতি সিসষ্ট্রিস বা রামিসিস খৃষ্টীয় পূর্ব্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং তিনিই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের গাঙ্গেয় প্রদেশগুলি পর্য্যন্ত অধিকারে সক্ষম হইয়াছিলেন।

(৬) সেমিরামিস—আসিরিয়ানগণের রাজ্ঞী। ইঁহার সম্বন্ধেও এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত যে, ইনিও ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। 'প্রাচীন ভারত' গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(৭) সাইরাস—পারস্যাধিপতি। সাইরাসের অভিযানের কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

(৮) ঐতিহাসিক হেরডটস বলিয়াছেন যে, পারস্যরাজ দারিয়াস আসিয়া মহাদেশের অনেক স্থান অনুসন্ধান ও কারিয়ান্দা নিবাসী স্কাইলাক্স ও অন্যান্য ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীনে রণতরী প্রেরণ করিয়াছিলেন। 'প্রাচীন ভারত' প্রথম কল্প, প্রথম খণ্ডের ১৭ ও ২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৯) স্কটলাণ্ড দেশীয় ঐতিহাসিক। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে "Historical disquisition Concerning India" নামক এক খানি মূল্যবান্ পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যাঁহাদিগকে তাঁহারা বর্ব্বর (১০) বলিয়া গণ্য করিতেন, তাঁহাদিগের বিষয় অবগত হইতে ঘৃণা বোধ করিতেন। প্রকৃত ঘটনা যাহাই হৌক, গ্রীকদিগের নিকট পারস্য যুদ্ধের (১১) পূর্ব্বে ভারতবর্ষ প্রহেলিকাপূর্ণ কল্পিত দেশ বলিয়া বিবেচিত হইত। পারস্য যুদ্ধের সময় হইতে তাঁহারা ভারতবর্ষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। মিলেটস-বাসী হিকেটসই (১২) তাঁহার গ্রন্থে সর্ব্ব প্রথমে ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করেন। হের-ডটস (১৩) ভারতবর্ষের কথা অধিকতর উল্লেখ করেন। টিসিয়স (১৪) কয়েক বৎসর পারস্যরাজ আর্টাজরাক্সেস নেমনের (১৫)

(১০) প্রাচীন গ্রীকগণ হেলেন নামক তাঁহাদের আদি পুরুষের সহিত যাহার কোন সম্পর্ক না থাকিত, তাহাকেই Barbarian বা বর্ব্বর নামে অভিহিত করিতেন।

(১১ পারস্যের অন্যতম রাজধানী সার্দ্দিস (Sardis) গ্রীকগণ ভস্মীভূত করেন এবং এই অপমানের প্রতিশোধ কামনায় পারস্যরাজ দারিয়াস ও তৎপুত্র জারাক্সিস্ গ্রীকদেশের বিরুদ্ধে যে সৈন্যাবলী চালনা ও যুদ্ধ করেন তাহাই "পারস্য যুদ্ধ নামে" খ্যাত। এই যুদ্ধে ভারতীয় তীরন্দাজগণ গ্রীকদেশে পারস্য-রাজের সাহায্যার্থ গমন ও যুদ্ধে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

(১২) হিকেটস ৫৪৯ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইনি একাধারে ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক ছিলেন।

(১৩) গ্রীক দেশের আদিম ঐতিহাসিক। 'প্রাচীন ভারতের' প্রথম কল্পের প্রথম খণ্ডের ১৭ হইতে ২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৪) লিডিয়া প্রদেশ বাসী টিসিয়াসই সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের অংশমাত্র পাওয়া যায়।

(১৫) আর্টাজারক্সিস নেমন—৪০৫ হইতে ৩৬১ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

পারিবারিক চিকিৎসকরূপে পারস্যে অবস্থান কালীন-ভারত-ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক উপাদান সংগ্রহ করেন এবং গ্রীক ভাষায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইনিই প্রথম ইতিহাস রচনা করেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ, তাঁহার বর্ণনা নানারূপ কাল্পনিক বৃত্তান্তপূর্ণ এবং আলেকজান্দারের অনুচর-বর্গই "পশ্চিম পৃথিবী"কে ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় যথাযথ বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে ইঁহারাই প্রথম স্থান পাইবার যোগ্য। সকলেই অবগত আছেন যে, এই মহাবীর তাঁহার বিজয়-কাহিনী লিপি বদ্ধ করিবার জন্য ও তিনি যে ২ দেশের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতেন, সেই ২ দেশের বৃত্তান্ত সংগ্রহের জন্য কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে নিজের সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারি-বৃন্দের মধ্যেও কয়েকজন সাহিত্যিক ছিলেন; ইঁহারা শস্ত্র ও শাস্ত্র উভয় বিদ্যায়ই পারদর্শী ছিলেন। এই জন্যই তাঁহার অভিযানকালে বিটো, ডায়গনেটস, নিয়ার্কস, অনিসিক্রিটস্, আরিষ্ট বোলস, কালিসথিনিস্ প্রভৃতি অনেক লেখক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া ছিলেন। এই সকল বর্ণনাগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হই-য়াছে, কিন্তু সারাংশগুলি সংক্ষিপ্ত ভাবে ষ্ট্রাবো, প্লিনি ও আরিয়ানের (১৬) গ্রন্থে বর্ত্তমানেও দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত লেখকগণের পরবর্ত্তী কালে, ডিমাকস, পাট্রোক্লিস, টিমসথিনিস্ এবং মেগস্থেনিস্ ভারত-বর্ষ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ডিমাকস,

পারস্যের অধীশ্বর ছিলেন। ইঁহারই সময়ে জগদ্বিখ্যাত "Retreat of the Ten Thousand" অর্থাৎ দশসহস্র গ্রীকসৈন্যের পশ্চাদ্‌গমন ব্যাপার সংঘটিত হয়।

(১৬) ঐতিহাসিক। 'মুখবন্ধের' (৩) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

সেলুকাস (১৭) কর্ত্তৃক দূতস্বরূপ সান্দ্রাকোটসের (১৮) বংশধর আলিট্রোকাডেসের (১৯) নিকট প্রেরিত হইয়া অনেক কাল ধরিয়া পালিবোথ্রায় বাস করিয়াছিলেন। পাট্রোক্লিস সেলুকাসের নৌসেনাধ্যক্ষ ছিলেন। টিমস্‌থিনিস্ টলেমি ফিলাডেলফসের (২০) নাবধ্যক্ষ ছিলেন। মেগস্থেনিস্ সেলুকাস নিকেটর কর্ত্তৃক সান্দ্রা-কোটসের দূতস্বরূপ প্রেরিত হইয়া প্রাসীগণের (২১) রাজার

(১৭) আলেকজান্দারের অন্যতম সেনাপতি। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে ইনি সিরিয়ায় স্বাধীন রাজ্য-স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইনি চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন। মেগস্থেনিসের স্বদেশ প্রত্যাগমনের পরে সেলুকাস ডিমাকসকে দূত স্বরূপ চন্দ্রগুপ্তের দরবারে প্রেরণ করেন। ডিমাকস ও মেগস্থেনিসের পন্থানুসারে ভারতবর্ষের রীতি নীতি পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক এক পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় ডিমাকসের বর্ণনার স্বল্পাংশই আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

(১৮) মগধাধিপতি চন্দ্রগুপ্ত। দায়দরস চন্দ্রগুপ্তকে জান্দারমিস (Xandrames) নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

(১৯) বিন্দুসার।

(২০) মিশররাজ টলেমি, ডাইওনিসিয়াস নামক এক ব্যক্তিকে দূত স্বরূপ ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। ইনিও ভারতবর্ষের এক বর্ণনা প্রণয়ন করেন। ইঁহার সময়ে বিন্দুসার কি তৎপুত্র অশোক রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না।

(২১) প্রাসী—প্রাচীনগণ (Prasii); প্রাসী এই কথাটী অনেকে অনেক ভাবে লিখিয়াছেন। যথাঃ—ষ্ট্রাবো—Prasioi; প্লিনি—Prasii; ইলিয়ান Prasio-

রাজধানী পালিবোথ্রায় বাস করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখিয়া ছিলেন তাহাই পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছিল। মেগস্থেনিসের এই গ্রন্থ বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না, কিন্তু এই গ্রন্থ প্রাচীন লেখকগণ কর্ত্তৃক এত বার সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃত হইয়াছে যে এই সকল উদ্ধৃত বিবরণাদি হইতে মেগস্থেনিসের মূল গ্রন্থের বক্তব্য বিষয় ও তাঁহার রচনা-বিন্যাসের কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। ডাক্তার সোয়ানবেক বহু পরিশ্রম এবং যত্ন সহকারে সকল অংশগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং এই সংগৃহীত অংশগুলি একত্রীভূত গ্রন্থের সহিত লাটিন ভাষায় লিখিত এক ভূমিকা সংযোজিত করিয়াছেন। এই ভূমিকায়, মেগস্থেনিসের পূর্ব্বে গ্রীকগণের প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল তাহার আলোচনা করিয়া, পরে, প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে মেগস্থেনিসের লিখিত অংশ গুলির পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। তৎপরে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ খানির লিপিবদ্ধ বিষয়গুলির সূচী ও সমালোচনা সহ, মেগস্থেনিসের পরে যে সকল গ্রন্থকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া ছিলেন তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন (২২)।

ইত্যাদি। মগধের অধিবাসিগণকে প্রাচীন গ্রীকগণ এই নামে অভিহিত করিতেন।

(২২) সোয়ানবেক, ইরাটসথিনিস্, হিপার্কস্, পোলিমো, আপলডরস্. আগাথারকাইডিস্, ষ্ট্রাবো, টলেমি প্রভৃতি গ্রীক গ্রন্থকারগণ এবং ভারো, আগ্রিপা, পম্পোনিয়াস মেলা, সেনেকা, প্লিনি এবং সলিনাস নামক রোমক গ্রন্থকারগণের

আমি সোয়ানবেক কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা হইতে কয়েকটী চিত্তাকর্ষক স্থান উদ্ধৃত করিয়া, মেগস্থেনিসের বর্ণনা যে বিশ্বাসযোগ্য তাহাই দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। বর্ত্তমানে মুলহার মহাশয়ের সম্পাদিত "ইণ্ডিকা" গ্রন্থে তিনি ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে কয়েকটী স্থান অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করিলাম।

যাষ্টিনাস (২৩) সেলুকাস নিকেটর সম্বন্ধে বলিয়াছেন "আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে, মাসিডোনিয়ান রাজ্য সেলুকাস ও তাঁহার অন্যান্য উত্তরাধিকারিগণ মধ্যে বিভক্ত হইবার পরে, সেলুকাস প্রথমতঃ বাবিলন অধিকার করিলেন; প্রথম যুদ্ধে কৃতকার্য্য হওয়াতে তাঁহার ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে২ তিনি বাকট্রিয়ান প্রদেশ পরাভূত করেন। পরে, তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে, ভারতবাসীরা স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছায় তাঁহার শাসনকর্ত্তৃগণকে নিহত করে। সান্দ্রাকোটস ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেন, কিন্তু জয়লাভ করিয়া তিনি যে জাতিকে বৈদেশিক রাজার অধীনতা হইতে উদ্ধার করিয়া ছিলেন, পুনরায় তাহাদিগকে অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন। সেলুকাস যখন তাঁহার ভবিষ্যৎ প্রাধান্যের ভিত্তি স্থাপন করিতেছিলেন, তখন, সান্দ্রাকোটস ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতে ছিলেন। সেলুকস তাঁহার সহিত সন্ধি

কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থকারগণের মধ্যে অনেক গুলির বৃত্তান্ত "প্রাচীন ভারতে"র প্রথম কল্পের, প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(২৩) যাষ্টিনাস নামক রোমক ঐতিহাসিক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে পারস্য, গ্রীস, রোম প্রভৃতির এক ইতিহাস প্রণয়ন করেন।

সূত্রে আবদ্ধ হইয়া এবং পূর্ব্বাঞ্চলের রাজ্য সমূহের ব্যবস্থা করিয়া আন্টিগোনসের (২৪) সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।”

যাষ্টিনাস ব্যতীত আপিয়েনস্ সেলুকস প্রাসি (২৫) বা প্রাচ্যাধিপতি সান্দ্রাকোটস বা চন্দ্রগুপ্তের সহিত যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার কথা উল্লেখকল্পে বলিয়াছেন যে, “সেলুকস সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া সিন্ধুতীরবর্ত্তী ভারতীয়গণের অধীশ্বর সান্দ্রাকোটসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব ও বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করেন।”

ষ্ট্রাবো (২৬) ও বলিয়াছেন যে,“সেলুকস নিকেটর সান্দ্রাকোটসকে সাম্রাজ্যের অনেকাংশ প্রদান করেন। ভারতীয়গণ পরে মাসিদোনিয়ানগরের নিকট হইতে প্রাপ্ত আরিয়ানীর অধিকাংশ অধিকার করেন এবং সান্দ্রাকোটসের যে নয় সহস্র হস্তী ছিল, তাঁহার পাঁচশত হস্তী সেলুকসকে প্রদান করিয়া, তিনি বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন।” প্লুটার্ক (২৭) বলিয়াছেন যে, “অল্পদিবস পরেই

(২৪) আলেকজান্দারের অন্যতম সেনাপতি। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে, ইনি তাঁহার সাম্রাজ্যের এক অংশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

(২৫) প্রাসি—২১ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(২৬) ষ্ট্রাবো—ভৌগলিক। ইঁহারই লিখিত ভারতবর্ষের বিবরণ “প্রাচীন ভারতে”র প্রথমখণ্ডে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

(২৭) প্লটার্কের জীবনী—“Lives of Greeks and Romans” সুবিখ্যাত গ্রন্থ। ইনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন।

আন্ড্রাকোটস (২৮) রাজা হইয়া সেলুকসকে পাঁচশত হস্তী প্রদান করেন এবং ছয়লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ ও স্বাধিকারভুক্ত করেন।”

দায়দরস (২৯) সেলুকসের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ কালে আদৌ ভারতীয় অভিযানের কথা উল্লেখ করেন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, সেলুকস এই অভিযান-কালে মধ্যভারত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গঙ্গা-নদী ও পালিবোথ্রা পৌঁছিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ এরূপও উল্লেখ করেন যে, তিনি গঙ্গার মোহনা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং সেই কারণে তিনি আলেকজান্দার অপেক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, কেহ কেহ এইরূপই অনুমান করেন। কিন্তু এই ঘটনা সত্য হইলে, লেখকগণ কেবল প্রাসঙ্গিক ভাবেই এই অভিযানের কথা উল্লেখ করিতেন না। লাসেন (৩০), শ্লিগেল (৩১) এবং সম্প্রতি সোয়ানবেক, এই অমূলক উক্তির প্রতিবাদ করিয়া-

(২৮) আন্ড্রাকোটস বা সান্ড্রাকোটস বা চন্দ্রগুপ্ত।

(২৯) দায়দরস—ইতালীর সন্নিকটস্থ সিসিলীদ্বীপবাসী ঐতিহাসিক। ইনি চল্লিশ খণ্ডে এক ইতিহাস প্রণয়ন করেন; কিন্তু, বর্ত্তমানে মাত্র পঞ্চদশ খণ্ড অবশিষ্ট আছে।

(৩০) লাসেন—নরওয়ে দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইনি বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন।

(৩১) শ্লিগেল জর্ম্মণ প্রদেশীয় সমালোচক। ইনিও, লাসেনের ন্যায় বন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি সংস্কৃত সাহিত্যের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

ছেন। সোয়ানবেক প্রথমতঃ যাষ্টিনাস হইতে স্থল বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, যাষ্টিনাসের মতে সেমিরামিস ও আলেকজান্দার ব্যতীত অপর কেহই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন নাই। এই উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সেলুকাসের অভিযান কদাপি আলেকজান্দারের অভিযানের সমতুল্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। সোয়ানবেক পরে বলিয়াছেন যে, যদি আরিয়ান সেলুকাসের অভিযানের বৃত্তান্ত অবগত হইতেন তবে তিনি লিখিতেন না যে, যদিও মেগস্থেনিস ভারতবর্ষের অনেক স্থান পরিদর্শন করেন নাই, তত্রাপ তিনি ফিলিপপুত্র আলেকজান্দারের সহগামী ব্যক্তিগণের অপেক্ষা অধিক দেখিয়াছিলেন।(৩২)" গ্রন্থকার এই স্থানে, অনায়াসে, মেগস্থেনিস্ ও সেলুকাসের তুলনা করিতে পারিতেন।

এক্ষণে, প্লিনি তাঁহার গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই আলোচনা করা যাউক। আলেকজান্দার ভারতবর্ষে যে পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, প্লিনি সেই স্থানের দূরত্ব ডাইওনিটস এবং

(৩২) মুদ্রারাক্ষস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কুসুমপুর (পাটলিপুত্রের অন্যতম নাম) কিরাত, যবন, কাম্বোজ, পারসীক প্রভৃতি দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াছিল। এতদ্দৃষ্টে অনেকে অনুমান করেন যে, সেলুকসই এই সকল বৈদেশিক সৈন্য সহ চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করেন। কিন্তু, এতদুত্তরে সোয়ানবেক বলিয়াছেন যে, মুদ্রারাক্ষস খৃষ্টের মৃত্যুর অন্ততঃ সহস্র বৎসর পরে রচিত হইয়াছিল। সহস্র বৎসর না হৌক, সেলুকসের অভিযানের যে বহু পরে প্রণীত হয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বিটোর(৩৩) গ্রন্থে বিদিত হইয়া পরে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "সেলুকস্ নিকেটর এই প্রকারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আলেকজান্দার যতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে হেসিদ্রাস ১৬৮ মাইল, তথা হইতে যমুনা ১৬৮ মাইল; যমুনা হইতে গঙ্গা ১১২ মাইল। এই স্থান হইতে রোডোফাস ১১৯ মাইল। রোডোফাস হইতে কালিনিপাক্সা (৩৪) ১৬৭ মাইল। তথা হইতে গঙ্গা-

(৩৩) ডাইওনিটস ও বিটো—আলেকজান্দারের কর্ম্মচারী। ইহাঁরা আলেকজান্দারের অভিযানের অনুগামী হইয়াছিলেন এবং অভিযানের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। বর্ত্তমানে ইহাঁদের বর্ণনা পাওয়া যায় না।

(৩৪) হেসিদ্রাস—শতদ্রু।

রোডোফাস—এই স্থানের অবস্থিতি নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। কেহ কেহ ইহাকে বর্ত্তমান দাভাই নামক ক্ষুদ্র নগর বলিতে চান।

কালিনিপাক্সা—এ নগরের ও স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

প্লিনি উল্লিখিত এই সকল স্থান, সিন্ধু হইতে পাটলিপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজপথের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। মাক্রিণ্ডল অন্যত্র এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "হেসিদ্রাসকে শতদ্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যে স্থানে শতদ্রু ও বিপাসা মিলিতা হইয়াছে, সেই সঙ্গম স্থল হইতে লুধিয়ানা, সিরহিন্দ ও আম্বালা হইয়া যমুনা ১৬৮ মাইল। তথা হইতে গঙ্গা ১১২ মাইল। এই স্থান হইতে রোডোফা ১১৯ মাইল। এতদ্দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, এই স্থানটী বর্ত্তমানে দাভাই নামে খ্যাত। দাভাই অনুপসহর হইতে দ্বাদশ মাইল দূরবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র সহর। অনেকে কালিনিপাক্সাকে কনোজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু, সেণ্ট মার্টিন নামক অন্যতম প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলেন যে কনোজের ন্যায় প্রসিদ্ধ সহরকে যে প্লিনি এরূপ নামে অভিহিত করিবেন তাহা বোধ হয় না। তিনি ইহাকে ইক্ষুমতী নদীর

যমুনা সঙ্গমস্থল ৬২৫ মাইল এবং সঙ্গম হইতে পালিবোথ্রা ৪২৫ মাইল এবং এহ স্থান হইতে গঙ্গার মোহানা ৬৩৮ মাইল।”

তীরবর্ত্তী মহাভারতোক্ত পাঞ্চাল নগর বলেন। ইক্ষুমতী তখন কালিনদী বা কালিন্দ্রী নামে অভিহিত হইত। ‘পাক্সা’ সম্ভবতঃ সংস্কৃত ‘পক্ষ’ শব্দ হইতে উদ্ভুত হইয়াছে এবং তজ্জন্য কালিনদীর তীরবর্ত্তী কোন নগর বলিয়া কালিনীপাক্সাকে মনে করা যাইতে পারে।

দূরত্ববাচক যে সকল সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায় এবং এই সংখ্যাগুলি ভ্রমাত্মক তাহাও অনেকে অনুমান করেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রত্নতত্ত্ববিৎ মার্টিন, প্রদত্ত সংখ্যাগুলি যে এক প্রকার ঠিক তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মার্টিনের মতে

শতদ্রু হইতে যমুনা	১৬৮ মাইল
যমুনা হইতে গঙ্গা	১১২ মাইল
গঙ্গা হইতে রডোফা	১১৯ মাইল
রডোফা হইতে কালিনিপাক্সা	১৬৭ মাইল
	মোট ৫৬৬ মাইল

প্লিনি কালিনিপাক্সা হইতে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের দূরত্ব ৬২৫ মাইল বলিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দূরত্ব ২২৭ মাইল। মার্টিন বলিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ প্লিনি কালিনিপাক্সা হইতে সঙ্গম স্থলের দূরবর্ত্তী কোন স্থলের দূরত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মার্টিন দূরত্বের যে হিসাব দিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	রোমের প্রচলিত মাইল হিঃ (১ মাইল=৪৮৫৪ ফুট ও ৫ ইঃ)	গ্রীস দেশের ষ্টাডিয়া (১ ষ্টাডিয়া=৬৬০ ফুট ৯ইঃ)
শতদ্রু হইতে যমুনা	১৬৮	১৩৪৪
যমুনা হইতে গঙ্গা	১১২	৮৯৬
গঙ্গা হইতে রডোফা	১১৯	৯২৫

সোয়ানবেকের মতে প্লিনি যে 'সেলুকস নিকেটর' শব্দটীতে চতুর্থ বিভক্তি (৩৫) ব্যবহার করিয়াছেন তাহার অর্থ এই যে "সেলুকসের জন্য অবশিষ্ট স্থান পরিদৃষ্ট হইয়াছিল।' এতদ্ব্যতীত ইহার অন্য কোন অর্থ হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এই স্থলে মেগস্থেনিস্, ডিমাকস এবং পাট্রোক্লিসের পরিভ্রমণের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। প্লিনি অন্যত্র যাহা বলিয়াছেন তাহাতেও অর্থ পরিস্ফুট

সোজাপথে শতদ্রু হইতে রডোফা	৩২৫	২৬০০
রডোফা হইতে কালিনিপাক্সা	১৬৭	১৩৩৬
শতদ্রু হইতে কালিনিপাক্সার মোট দূরত্ব	৫৬৫	৪৫২০
কালিনিপাক্সা হইতে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম	২২৭	১৮১৬
যমুনা হইতে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম	৬২৫	৫০০০

প্লিনির মতে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম স্থল হইতে পালিবোথ্রা ৪২৫ মাইল কিন্তু, বস্তুতঃ পক্ষে এই দূরত্ব মাত্র ২৪৮ মাইল। সুতরাং প্লিনি যে দূরত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা ভ্রমাত্মক। প্লিনি বলিয়াছেন যে, পালিবোথ্রা হইতে গঙ্গার মোহনা ৬৩৮ মাইল। মেগস্থেনিস ৫০০০ ষ্টাডিয়ার কথা বলিয়াছেন। উভয়েরই নির্দ্দিষ্ট ব্যবধান একই দেখা যাইতেছে। পাটনা হইতে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তমলুক) ৪৪৫ ইংরাজী মাইল ৪৮০ রোমক মাইল। জলপথে অবশ্যই এই দূরত্ব বেশী।

(৩৫) "Tho ambiguous expression *reliqua Seleuco Nicatori Peragrata Sunt* translated above as "the other Journeys made for Seleukos Nikator according to Schwanbeck's opinion contain a dative of advantage, aud therefore can bear no other meaning". (Mc. Crindle).

হয় না। প্লিনি বলিয়াছেন যে, কেবল 'যে আলেকজান্দার বা তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণের (যাঁহাদের মধ্যে সেলুকস এবং এন্টিওকস (৩৬) হিরকেনিয়ান ও কাশ্‌পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং পাট্রোক্লিস (৩৭) যাঁহাদের নাবধ্যক্ষ ছিলেন) বাহুবলে সকলে ভারতের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে। পরন্তু, যে সকল গ্রীক লেখকগণ ভারতীয় রাজগণের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন (দৃষ্টান্তস্বরূপ, মেগস্থেনিস্ ও ডাইওনিসিয়াসের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে), তাঁহারা ভারতবাসী প্রত্যেক জাতির সৈন্য সামন্তের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।' সোয়ানবেক এ ক্ষেত্রেও অনুমান করেন যে, এস্থলে ভারতীয় যুদ্ধের কথা লিখিত হয় নাই।

মুলরের মতে, নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাগুলি হইতে মেগস্থেনিস সংক্রান্ত সকল বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়—"ঐতিহাসিক মেগস্থেনিস যিনি সেলুকস্ নিকেটরের সহিত বাস করিতেন," "মেগস্থেনিস যিনি আরাকোসিয়ার শাসনকর্ত্তা সিবিরটিয়সের (৩৮) সহিত বাস করিতেন এবং যিনি লিখিয়াছেন যে তিনি অনেক সময় ভারতবাসিগণের অধিপতি সান্ড্রাকোটসের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন," "সান্ড্রা-

(৩৬) সিরিয়া-অধিপতি।

(৩৭) সেলুকাসের নৌ-সেনাধ্যক্ষ।

(৩৮) সিবিরটিয়স ৩২৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে আরাকোসিয়া প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি পরে সেলুকাসের দলভুক্ত হইয়াছিলেন।

কোটস যাঁহার নিকট মেগস্থেনিস দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন ;” “মেগস্থেনিস এবং সান্দ্রাকোটস দৌত্য-কার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন, প্রথমোক্ত পালিমবোথ্রায়, সান্দ্রাকোটসের নিকট এবং দ্বিতীয় সান্দ্রাকোটসের পুত্র আলিট্রোকাডিসের নিকট নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহারা সেই সময়ের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন” ; “মেগস্থেনিস বলেন যে তিনি মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের নিকট গমন করিতেন, ইনি ভারতীয়গণের অধীশ্বর ছিলেন এবং পোরস (৩৯) অপেক্ষা পরাক্রান্ত ছিলেন ;” “মেগস্থেনিস কিছুকাল ভারতীয় রাজগণের সহিত বাস করিয়া ভারতীয় ঘটনাবলীর এক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন ; ফিলাডেলফাস কর্ত্তৃক প্রেরিত ডাইওনিসিয়াসও এইরূপ এক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন” (৪০)।

“এই সকল বৃত্তান্ত হইতে আমরা মনে করি যে, মেগস্থেনিস আরাকোসিয়ার শাসনকর্ত্তা সিবিরটিয়সের রাজ্যে সেলুকসের দূত-স্বরূপ অবস্থান করিতেন এবং তথা হইতে তিনি পালিবোথ্রায় সান্দ্রাকোটসের নিকট বহুবার দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আরিয়ান যাহা বলিয়াছেন তাহাতে অনুমিত হয় যে, মেগস্থেনিস

(৩৯) গ্রীক দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তিন জন পোরসের নামোল্লেখ আছে। প্রথম—পাঞ্জাবাধিপতি পোরস যিনি আলেকজেন্দার কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়, প্রথম পোরসের আত্মীয় এবং তৃতীয়—যাঁহাকে ভৌগলিক ষ্ট্রাবো নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। “প্রাচীন ভারত”, প্রথম কল্প, ২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। মূল গ্রন্থের বর্ণিত স্থান গুলির জন্য মেগস্থেনিসের ২, ২৫, এবং ২৯ অংশ দ্রষ্টব্য।

(৪০) এই শেষোক্ত উদ্ধৃত বচনটী প্লিনি হইতে গৃহীত হইয়াছে।

পোরসের নিকটেও গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পোরস ৩১৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক বোলেন বলেন যে, মেগস্থেনিস আলেকজান্দারের সহগামী হইয়াছিলেন। কিন্তু, এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন মনে হয় না। আমাদের মতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, মেগস্থেনিস অন্য কোন সময়ে পোরসের নিকটে গমন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক লাসেন মনে করেন যে, কোন নকলনবিশের দোষেই এইরূপ ভ্রম হইয়াছে; কিন্তু সোয়ানবেক বলেন যে, সান্দ্রাকোটস পোরসের অপেক্ষাও পরাক্রান্ত ছিলেন এই অর্থ করিলে আর কোন অসুবিধাই থাকে না।

কোন্ সময়ে তিনি এই দৌত্যকার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং কতদিনই বা তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন তাহা সঠিক নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু, সম্ভবতঃ, তিনি সন্ধির পরে এবং উভয় নরপতির মধ্যে মৈত্রীভাব স্থাপিত হইবার পরেই ভারতবর্ষে গমন করিয়াছিলেন। সেই হিসাবে মেগস্থেনিস ৩০২ এবং ২৮৮ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

যদিও মেগস্থেনিসের ভারতে বাস করিবার সময় নিরূপণ করা দুরূহ, তথাপি তিনি ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ স্থান স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। এ সম্বন্ধে সোয়ানবেক্ বলিয়াছেন যে, "মেগস্থেনিস নিজে যাহা বলিয়াছেন এবং যেহেতু আলেকজান্দারের অন্যান্য সহচরগণ ও অন্যান্য গ্রীকগণ অপেক্ষা তিনি কাবুল ও পাঞ্জাবের নদীগুলির কথা অধিকতর যথাযথ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ঐ

সকল জনপদের অভ্যন্তর দিয়া গমন করিয়াছিলেন। পরে আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, তিনি রাজপথ দিয়াই পাটলিপুত্রে পৌঁছিয়াছিলেন। কিন্তু, এই সকল প্রদেশ ব্যতীত তিনি যে ভারতবর্ষের অপরাপর স্থান দেখিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। তিনি নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি কেবল জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী হইতে গাঙ্গেয় প্রদেশের নিম্নভূমিগুলির বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। সকলেই অনুমান করেন যে, তিনি কিছুকাল চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যাবাসে অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য অন্যান্য স্থান দেখিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন ; কিন্তু কোন্ স্থানে বাস করেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু এইরূপ ধারণা যে ভ্রান্তিমূলক তাহা ষ্ট্রাবোর পুস্তকের বিভিন্ন সংস্করণ দেখিলে প্রমাণিত হইবে। ষ্ট্রাবোর সকল পাণ্ডুলিপিতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, "মেগস্থেনিস লিখিয়াছেন যে, যাঁহারা চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে বাস করিতেন, তাঁহারা দেখিয়াছিলেন ইত্যাদি। কেবল গুয়ারিণি এবং গ্রিগোরিও (৪১) বলেন যে, ইহার অর্থ "চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে বাস করিবার কালে মেগস্থেনিস বলিতেছেন ইত্যাদি।" কিন্তু, ইহা গ্রহণযোগ্য নহে।

মেগস্থেনিস যে একাধিকবার ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন সোয়ানবেক তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সোয়ানবেক এ সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, "রবার্টসনের মতাবলম্বন করিয়া অনেক আধুনিক লেখক, একবাক্যে নির্দেশ করেন যে মেগস্থেনিস বহুবার

(৪১) টীকাকারদ্বয়।

ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মত বিশ্বাসযোগ্য নহে। আরিয়ান লিখিয়াছেন (৪২) যে, "মেগস্থেনিস বলেন যে, তিনি বহুবার চন্দ্রগুপ্তের নিকট গমন করেন।" কিন্তু ইহাতে প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে না ; কারণ, "মেগস্থেনিস দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালীন বহুবার চন্দ্রগুপ্তের সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলেন" আরিয়ান এই অর্থেই উপযুক্ত বাক্যগুলি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এইরূপই মনে হয়। সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, অন্য কোন অর্থ মনে হয় না। বস্তুতঃ অপর কোন লেখকই একথা বলেন নাই যে, মেগস্থেনিস বহুবার ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, যদিও এরূপ বলিবার উপলক্ষ্যও কম ছিল না এবং মেগস্থেনিসের নিজের গ্রন্থেও, তাঁহার বহুবার আগমনের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। এতদুত্তরে, কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, মেগস্থেনিস বহুবার ভারতবর্ষে না আসিলে তাঁহার বর্ণনা এরূপ যথাযথ হইত না। পক্ষান্তরে বহুকাল ধরিয়া তিনি পাটলিপুত্রে বাস করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার বর্ণনা যথাযথ হওয়াই সম্ভব ;—বহুবার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। সেই জন্য, রবার্টসনের অনুমান বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য না হইলেও যে অনিশ্চিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।"

মেগস্থেনিসের সত্যবাদিতা এবং লেখক হিসাবে তাঁহার মূল্য সম্বন্ধে সোয়ানবেক নিম্নলিখিত মর্ম্মে লিখিয়াছেন :—

(৪২) "আলেকজান্দারের অভিযান" ৫, ৬, ২ দ্রষ্টব্য।

"প্রাচীন গ্রন্থকারগণ, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাঁহারা গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দোষগুণ বিচারের সময়, মেগস্থেনিসকে মিথ্যাবাদী ও অবিশ্বাস-যোগ্য লেখক বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন এবং টিসীয়াস ও মেগস্থেনিসকে এই শ্রেণীতে আসন দিয়াছেন। কেবল আরিয়ানই তাঁহার সম্বন্ধে সুবিচার করিয়া লিখিয়াছেন যে, "আলেকজান্দারের সহযাত্রিগণের লিখিত বিবরণ, ভারতের পাদদেশ-বাহী মহাসাগর প্রদক্ষিণকারী নিয়ার্কাস এবং যাঁহাদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সকলেই অনুকূল মত পোষণ করেন, সেই মেগস্থেনিস ও ইরাটস্থিনিসের বিবরণ হইতে আমি ভারতবর্ষ বিষয়ক-বিশ্বাস যোগ্য বিবরণ সমূহ, এক খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিব'' (৪৩)।

যে সকল লেখকগণ মেগস্থেনিসকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইরাটসথিনিসই অগ্রগণ্য এবং ষ্ট্রাবো ও প্লিনি তাঁহার সহিত এক মত প্রকাশ করেন। অন্যান্য লেখকগণ মধ্যে দায়দরস, মেগস্থেনিস বর্ণিত কতকগুলি ঘটনা বর্জ্জন করিয়াছেন এবং ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, দায়দরস এবং অন্যান্য যাঁহারা এই শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা কেবল এই বর্জ্জিত স্থান সকলকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন নাই (৪৪)।

(৪৩) আলেকজান্দারের অভিযান ৫, ৫ দ্রষ্টব্য।

(৪৪) অধ্যাপক সোয়ানবেক এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ষ্ট্রাবো ও অন্যান্য গ্রন্থকার যদি এইরূপে মেগস্থেনিসের বর্ণনা সংক্ষেপ না করিতেন, তবে আমরা প্রাচীন ভারত সংক্রান্ত আরও অধিক কথা জানিতে পারিতাম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি দায়দরসের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, দায়দরস অনেক সময় অনেক

ষ্ট্রাবো বলিয়াছেন (৪৫) যে, "সাধারণতঃ, এ যাবৎ যাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিবরণ লিখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিথ্যাবাদী। ডিমাকস এই দলের অগ্রগণ্য, পরে মেগস্থেনিস। অনীসীক্রিটস, নিয়ার্কাস এবং অন্যান্য কয়েকজন মাত্র কয়েকটী সত্য ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। আলেকজান্দারের ইতিহাস লিখিবার সময় আমার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছে। ডিমাকস ও মেগস্থেনিসের উপর কোনরূপ আস্থা স্থাপন করা যায় না। এই দুই জন এক শ্রেণীর মনুষ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তাহাদের কর্ণ এত প্রকাণ্ড যে, তাহাতে তাহারা শয়ন করিতে পারে। উক্ত গ্রন্থকারদ্বয় মুখগহ্বরবিহীন, নাসিকাবিহীন, একাক্ষবিশিষ্ট, উর্ণনাভের পদের ন্যায় পদবিশিষ্ট, বিপরীত দিকে বক্রঅঙ্গলি-বিশিষ্ট নানা প্রকার মানবের কথা স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা হোমরের অনুকরণ করিয়া সারস পক্ষী ও বামনের যুদ্ধের আখ্যায়িকার পুনরুক্তি করিয়াছেন এবং বামনগুলি তিনবিতস্তি উচ্চ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, তাঁহারা সুবর্ণ-

উপাখ্যান পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থকারগণ মনে করিতেন যে, অবাস্তব জাতি সমূহের কথা ও আখ্যানগুলি গ্রীসের কোন ব্যক্তিই বিশ্বাস করিবে না, এবং তজ্জন্য মেগস্থেনিসের মূল গ্রন্থের অনেকাংশ বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না।

(৩৫) ষ্ট্রাবোর বর্ণনা প্রথম কল্পে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং সেই স্থলে এই সকল বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।

অন্বেষণকারী পিপীলিকা, ত্রিকোণ মস্তকধারী বনদেবতা, এবং বৃহদাকারের বৃষ ও মৃগ ভক্ষণকারী সর্পের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইরাটসথিনিস বলেন যে, এই সকল লেখকগণ আবার পরস্পর পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বলিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। উপর্যুক্ত দুই জনেই পালিবোথ্রায় দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন; মেগস্থেনিস সান্দ্রাকোটসের নিকট এবং ডিমাকস ও তৎপুত্র অমিত্রোকাডেসের নিকট ছিলেন। তাঁহারা এইরূপে প্রবাসের স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এরূপ রাখিবার কি আবশ্যকতা ছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

"তৎপরে, ষ্ট্রাবো বলিয়াছেন, "পাট্রাক্লিসের সহিত ইঁহাদের কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। ইরাটসথিনিসও যে সকল প্রাচীন গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, সেই সকল গ্রন্থেও এইরূপ অসঙ্গত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না" ষ্ট্রাবোর এই কথাটী অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়, কারণ ইরাটসথিনিস্ প্রধানতঃ মেগস্থেনিসেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। প্লিনি (৪৬) বলিয়াছেন যে, মেগস্থেনিস ও ডাইওনিসিয়স্ প্রভৃতি অন্যান্য গ্রীকলেখকগণ ভারতীয় রাজসভায় অবস্থানপূর্ব্বক ভারতীয় জাতিসমূহের বলাবল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের তথ্য জ্ঞাত হইতে পারি, কিন্তু

(৪৬) প্রাণীতত্ত্ববিৎ প্লিনি বিসুবিয়স নামক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গামে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। প্লিনির "প্রাণীতত্ত্ব" (Historia Naturalis) নামক গ্রন্থ ৩৭ ভাগে বিভক্ত ছিল। "প্রাচীন ভারত" ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

এই সকল বিবরণ এরূপ পরস্পর-বিরোধী ও অবিশ্বাস্য যে, উহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবার কোন আবশ্যক দেখা যায় না।

কিন্তু, এই সকল লেখকগণ যাঁহারা মেগস্থেনিসের গ্রন্থের বহু স্থান তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে এত বহুল পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, তাঁহারা মেগস্থিনেসকে যতদূর অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বয়ং তাঁহাকে ততদূর মিথ্যা-বাদী বলিয়া মনে করেন নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক, ইরাটসথিনিস্ (যিনি বহুবার মেগস্থেনিস উদ্ধৃত করিয়াছেন) বলিয়াছেন যে "ভারতবর্ষের প্রস্থের পরিমাণ তিনি ষ্টাথমি (৪৭) হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এই বাক্য কেবল মেগস্থেনিস সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা মেগস্থেনিসের গ্রন্থের দুই স্থলে ভুল লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রথম, যে যে স্থানে মেগস্থেনিস কাল্পনিক জাতিসমূহের কথা লিখিয়াছেন এবং দ্বিতীয়তঃ, যে স্থানে তিনি হিরাক্লিস ও ভারতীয় ডাইওনিসাসের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য বিষয়েও এই সকল লেখকগণ মেগস্থেনিস অপেক্ষা অপর লেখকদিগের বিবরণে আস্থা স্থাপন করিয়াছেন।

"ভারতীয় আর্য্যগণ প্রাচীনতম কাল হইতেই যে সকল আদিম অধিবাসীদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন, ঐ সকল অনার্য্য জাতি হইতে তাঁহারা দেহ ও মন উভয় বিষয়েই অত্যন্ত বিভিন্ন

(৪৭) ষ্টাথমি—Stathmi—পুঁথিবিশেষ।

ছিলেন। তাঁহারা এই পার্থক্য তীব্ররূপে অনুভব করিতেন এবং তাহা পরিষ্কাররূপেই প্রকাশ করিয়াছেন। দেবতাদিগের আদেশানু-যায়ী, এই বর্ব্বরগণ যেরূপ ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের বহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, ভারতবাসিগণ কর্ত্তৃকও ইহারা সচরাচর তাহাদিগের অপেক্ষা স্বভাব ও প্রকৃতিতেও নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। মানসিক বিভিন্নতা সহজে উপলব্ধি না হইলেও আর্য্য-গণ সহজেই শারীরিক বিভিন্নতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং এই পার্থক্য অতিরঞ্জিত করিয়া, বর্ব্বরগণের মনে যাহা ভাল, তাহাও মন্দভাবে বর্ণনা করিয়া আর্য্যগণ অনার্য্যগণের মনে এক ভয়াবহ ও কুৎসিৎ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। জনপ্রবাদের সাহায্যে যখন এই চিত্র সকলের মনে বদ্ধমূল হইল, তখন কবিগণ এই সকল চিত্রের সহিত কাল্পনিক আখ্যান সংযোগ করিয়া ইহাদিগকে আরও অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিলেন। আরও অন্যান্য ভারতীয় জাতি যাহারা আর্য্যগণের রীতিনীতি প্রতিপালন করিত না, অথবা যাহারা জাতিভেদ মানিত না, তাহারাও বর্ব্বর-গণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল এবং তাহাদিগেরই ন্যায় জঘন্য চিত্রে চিত্রিত হইয়াছিল। এই জন্যই আর্য্যজাতির মহাকাব্য-সমূহে ব্রাহ্মণাধিকৃত ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে যে সমুদায় অনার্য্য-জাতির উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহাদের কোন কালেই প্রকৃত অস্তিত্ব ছিল না এবং এই সকল জাতি যে কি প্রকারে কল্পিত হইয়াছিল, তাহারও মূল অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না।

"ভারতীয় দেবতা এবং তাঁহাদিগের অনুচরবৃন্দের মধ্যে দৃষ্টিপাত

করিলে আরও বিচিত্র মূর্তি সকল দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ কুবের ও কার্ত্তিকেয়ের অনুচরগুলি এরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহাদের কল্পনার পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে। ভারতবাসীরা এইগুলিকে বর্ব্বরজাতিসমূহ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন, কারণ ইহারা ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যেও বাস করে না এবং মনুষ্যের সহিতও ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই এবং সেই জন্য গ্রীকগণের পক্ষে উভয়কে এক বলিয়া ভ্রমে পড়িবার কোনও কারণ ছিল না।

কিন্তু আর্য্যগণ মানব ও দেবতার মধ্যবর্ত্তী যে আর এক শ্রেণীর অসংখ্য জীব কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বর্ব্বরগণের সহিত এক মনে করা সহজ। কারণ, রাক্ষস ও অন্যান্য পিশাচগণের স্বভাব কাল্পনিক জাতিসমূহের ন্যায়; তবে, উভয়ের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ যে, ঐ জাতিসকলের এক একটীতে এক একটী দোষ আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু রাক্ষস ও পিশাচদের মধ্যে ঐ দোষ প্রায় পূর্ণমাত্রায় আরোপিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে উভয়ের মধ্যে এত কম পার্থক্য যে, অনেক সময় উভয়কেই অভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়। কারণ, রাক্ষসগণ ভীষণাকারে চিত্রিত হইলেও, মনুষ্য বলিয়া গণ্য হয়, মনুষ্য ও রাক্ষস পৃথিবীতেই বাস করে এবং উভয়েই ভারতীয় যুদ্ধে লিপ্ত থাকে এবং তজ্জন্য সাধারণ ভারত-বাসীর পক্ষে রাক্ষস ও মনুষ্যের স্বভাবে কি পার্থক্য তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। রাক্ষসদিগের মধ্যে এমন কোনও প্রকৃতি দেখা যায় না, যাহা কোন না কোন জাতিতে বিদ্যমান নাই। সুতরাং গ্রীকগণ

যদিও লোক-পরম্পরায় এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন, (যে সকল বৃত্তান্তের কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই), তাঁহারা ভারতীয়দিগের ধারণানুসারে বিভিন্ন জাতির রীতিনীতি এই প্রকারে চিত্রিত করিয়া যে ভ্রম করিয়াছিলেন, এরূপ বলা যায় না।

"এই সকল জাতি সম্বন্ধে নানারূপ কিংবদন্তী যে গ্রীস পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নাই। কারণ, কাল্পনিক উপাখ্যানের সহিত কিঞ্চিৎ কবিত্ব মিশ্রিত করিলে, সহজেই জনসমাজে প্রচারিত হয়, এবং এই সকল বর্ণনায় কল্পনার ভাগ যত অধিক থাকে, ততই উহা অধিকতর আদরণীয় হয়। পশুগণের পরস্পরের সহিত কথোপকথন-সংক্রান্ত উপাখ্যানগুলি পৃথিবীর সর্ব্বত্র কি প্রকারে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ভারতবর্ষের নাম গ্রীকদিগের কর্ণগোচর হইবার পূর্ব্বেও এই প্রকার উপাখ্যান গ্রীসদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। হোমরের কতকগুলি উপাখ্যান এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। আমরা আরও দেখিতে পাইতেছি যে, গ্রীকদিগের মহাকাব্যগুলি যতই উহাদের আদিম সরলতা হইতে দূরে গিয়াছে, ততই উপাখ্যানের আধিক্য দৃষ্ট হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী কালের কবিগণ উপাখ্যানগুলি আরও অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন। যাঁহারা মনে করেন, যে সকল উপাখ্যানে ভারতবর্ষের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, কেবল সেইগুলিই ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। কারণ, কোন একটী গল্প এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইলে গল্পোল্লিখিত স্থানের নামও সেই স্থানে নীত হয়। একটী দৃষ্টান্তে

ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। ভারতীয়গণ মনে করিতেন যে, হিমালয়ের উত্তরে দীর্ঘজীবন-ভোগকারী, রোগ-শোক-বর্জ্জিত, সর্ব্ব সুখপূর্ণ স্বর্গোপম জনপদে মহানন্দে উত্তর কুরুগণ (৪৮) বাস করিতেন। এই উপাখ্যান পাশ্চাত্য দেশেও প্রচলিত হয় এবং সেই জন্য হিসিয়ডের (৪৯) কাল হইতে গ্রীকগণ বিশ্বাস করিতেন যে, গ্রীসের উত্তরে হাইপার বোরিয়ান (৫০) নামক জাতি বাস করিতেন। হাইপার বোরিয়ান নামটীও অনেকটা ভারতীয় উত্তর কুরুনামের অনুরূপ। ভারতবাসিগণ কি জন্য উত্তরদিকে এই সুখী ব্যক্তিগণের বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়, কিন্তু গ্রীকগণ কি কারণে তাঁহাদের নিজেদের বিষয়ে এরূপ কল্পনা

(৪৮) উত্তর কুরুগণ—উত্তর কুরুর অবস্থান সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। সেণ্টমার্টিন উত্তর কুরুকে কল্পিত দেশ বা কল্পনার রাজ্য বলিয়াছেন। বস্তুত পক্ষে এ বিষয়ে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণেও ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে "যে কে চ পরেণ হিমবন্তং জনপদা উত্তর কুরব উত্তর মুদ্রা ইতি" এই উক্তি দৃষ্টে মনে হয় যে উত্তরকুরু হিমালয়ের সন্নিহিত কোন জনপদ; কোন কোন পুরাণে উত্তর কুরু সমুদ্রের অব্যবহিত দক্ষিণে অথবা সমুদ্র পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত আছে। উইলফোর্ড উত্তর কুরুকে হিমালয়ের পর পারে অবস্থিত বলিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড ৩১৫-৩১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 'প্রাচীন ভারত" প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(৪৯) গ্রীস দেশের বিয়োসীয়া প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ কবি। ইনি দুইখানি কাব্য রচনা করেন।

(৫০) কল্পিতদেশ।

করিতেন, তাহার কোন কারণ পাওয়া যায় না। পরন্তু, গ্রীকদিগের পৃথিবী সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, তাহা উক্ত কল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত।

"গ্রীকগণ যখন অজ্ঞাতসারে ভারতবর্ষের প্রচলিত উপাখ্যানগুলি গ্রহণ করিতেছিলেন, সেই সময় হইতেই তাঁহারা ভারতীয় পৌরাণিক ভূগোলের সহিত পরিচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। গ্রীসে সর্ব্বপ্রথমে স্কাইলাক্স এই ভারতবর্ষের বিবরণ প্রচার করেন এবং স্কাইলাক্সের সময় হইতে প্রত্যেক লেখকই পূর্ব্বোক্ত কাল্পনিক জাতি সকলের উল্লেখ করিয়াছেন। তবে, তাঁহারা এই সকল জাতিকে ইথিওপিয়ান বলিয়া লিখিয়াছেন। এই জন্যই টীসীয়স তাঁহার "ইণ্ডিকার" উপসংহারে লিখিয়াছেন যে, "এইরূপ এবং ইহাপেক্ষাও অত্যদ্ভুত অনেক উপাখ্যান বর্জ্জিত হইয়াছে; কারণ তাহা না করিলে, যাহারা এই সকল জাতি দেখে নাই, তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করিবে।" বস্তুতঃ, টীসীয়স এ ক্ষেত্রে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্যই বলিয়াছেন। কারণ তিনি ব্যাঘ্রমুখ, ব্যালগ্রীব, তুরঙ্গবদন, অশ্বমুখ, চতুষ্পদ, শ্বাপদ ও ত্রিনেত্র প্রভৃতি আরও অনেক কাল্পনিক মনুষ্যজাতির কথা উল্লেখ করিতে পারিতেন।

আলেকজান্দারের সহচরগণও এই সকল উপাখ্যান অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। প্রকৃতপক্ষে এই গুলির সত্যতাসম্বন্ধে কেহ সন্দিহানও হন নাই। কারণ, সাধারণতঃ এই গুলি ব্রাহ্মণগণই তাঁহাদিগের নিকট বলিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের জ্ঞান ও

পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁহাদিগের বিশেষ ভক্তি ছিল। মেগস্থেনিস যদি বহুসংখ্যক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের প্রমুখাৎ ঐ সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহাতে আমাদের আশ্চর্য্য হওয়ায় কি কারণ আছে? তাঁহার :লিখিত আখ্যানগুলি ষ্ট্রাবো এবং সলিনাসের গ্রন্থেও (৫১) স্থান পাইয়াছে।

সোয়ানবেক তৎপরে মেগস্থেনিসের বর্ণিত কতকগুলি আখ্যান আলোচনা করিয়া এবং সে গুলির ভারতীয় উৎপত্তির প্রমাণ দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, "অপর লেখকগণের সহিত তুলনায়, মেগস্থেনিসের সত্যপ্রিয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই; কারণ, তিনি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন এবং অপরের মিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং, তাঁহার কোন একটী বর্ণনা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, ইহা বিচার করিতে হইলে, তাঁহার সংবাদদাতা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহাই বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু, এ স্থলে সন্দেহের কোন কারণই নাই; কারণ, তিনি নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করেন নাই, সে সকল বিষয় তিনি ব্রাহ্মণদিগের নিকটে অবগত হইয়াছেন। এই ব্রাহ্মণগণই রাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং প্রমাণস্বরূপ তিনি পুনঃপুনঃ সেই ব্রাহ্মণদিগের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি কেবল যে প্রাসিদিগের রাজ্য কি প্রকার শাসিত হইত, তাহার বর্ণনায় সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি

(৫১) ভৌগোলিক সলিনাস সাতান্ন অধ্যায়ে এক ভূগোল প্রণয়ন করেন।

ভারতীয় জাতি সকলের সৈন্যসংখ্যা প্রভৃতিরও বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং, তাঁহার গ্রন্থাবলীতে তাঁহার পর্য্যবেক্ষণের ফল ও গ্রীসীয় কল্পনার একত্র সমাবেশ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

"সেই জন্য আলেকজান্দারের সহচরগণ ও তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ কোন আপত্তি উঠিতে পারে না যে, তিনি অনেক অমূলক কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা জানি যে, তিনি তাঁহার গ্রীক পাঠকগণের নিকট ভারতবর্ষের বর্ণনা করিতে যাইয়া অল্প কথায় বর্ণনা শেষ করেন নাই। কারণ তিনি দেশ ও সঙ্গে সঙ্গে ভূমি, জলবায়ু, পশ্বাদি, তরুলতা, প্রচলিত শাসন-প্রণালী, ধর্ম্ম, অধিবাসিবৃন্দের আচার-ব্যাবহার ও শিল্প—এক কথায় রাজা হইতে দূরস্থ জাতিবর্গের বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি প্রত্যেক বিষয় অবিচলিত চিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বিষয়ও তিনি পরিত্যাগ করেন নাই। যদি আমরা দেখি যে, কোন অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে, ভারতবাসিগণের ধর্ম্ম ও দেবতা সম্বন্ধে স্বল্পই বর্ণিত হইয়াছে, এবং তাহাদিগের সাহিত্য সম্বন্ধে কিছুই উল্লিখিত হয় নাই, তাহা হইলে আমাদিগের ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, আমরা মেগস্থেনিসের সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রাপ্ত হই নাই; আমরা তাঁহার গ্রন্থের চুম্বক, এবং কতকগুলি অংশমাত্রই প্রাপ্ত হইয়াছি।"

"মেগস্থেনিস যে সকল সামান্য ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, কতকগুলি এইরূপ যে, অতি সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণকারীর পক্ষেও এ গুলি অপরিহার্য্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিপাশা ইরাবতীতে পতিত হইয়াছে, তাঁহার কথিত সেই কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতীয় শব্দের

অর্থ বুঝিবার অশক্তি হেতুও তিনি সময়ে সময়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে লিখিত দণ্ডবিধি নাই, মেগস্থেনিসের এই উক্তি এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। অপর এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন যে, যে সকল ব্রাহ্মণগণ পঞ্জিকা-প্রণয়নে তিন বার ভ্রমে পতিত হন, তাঁহাদিগকে দণ্ডস্বরূপ যাবজ্জীবন মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। এই উক্তির এ পর্য্যন্ত কেহ অর্থ করিতে পারেন নাই। আমার মনে হয়, তিনি ভারতীয় "মৌনী" শব্দ শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার যে দ্ব্যর্থ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। পরিশেষে, অনেকগুলি ভ্রমের মূল কারণ এই যে, তিনি ভারতীয় বিষয় গ্রীকদিগের হিসাবে দেখিয়াছেন এবং এই কারণেই তিনি ভারতীয় জাতিসকলের সমূল বর্ণনা করেন নাই এবং ভারতীয় দেবদেবী ও অন্যান্য বিষয়েও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

এই সকল ভ্রমপ্রমাদ সত্ত্বেও, গ্রীক সাহিত্য এবং গ্রীক ও রোমকদিগের জ্ঞানের দিক্ দিয়া বিচার করিলে, প্রাচীনগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা মেগস্থেনিসের গ্রন্থ দ্বারাই যে করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, পরবর্ত্তী কালে, গ্রীকদিগের ভৌগোলিক জ্ঞান সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেও, ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় জ্ঞান মেগস্থেনিসের গ্রন্থপাঠে এমন পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল যে, পরে অন্যান্য গ্রীক লেখকগণ যাঁহারা ভারতবর্ষের বিবরণ লিখিয়াছেন, তাঁহারা যে পরিমাণে মেগস্থেনিসের 'ইণ্ডিকা'র পন্থাবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থ সেই পরিমাণে সুন্দর হইয়াছে। কেবল নিজের গুণে মেগস্থেনিস আদরণীয় হন

নাই ; কারণ, অন্যান্য গ্রন্থকারগণ তাঁহার গ্রন্থের অনেকাংশ উদ্ধৃত করাতে বস্তুতঃ পক্ষে তিনি পরবর্ত্তী লাটিন ও গ্রীক-বিজ্ঞানের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

"গ্রীক-সাহিত্যে মেগস্থেনিসের "ইণ্ডিকা"র যে প্রভাব, তদ্ব্যতীত ইহার আরও মূল্যের কারণ এই যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের যে সকল উৎস আছে, তন্মধ্যে ইহা একটী প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এক্ষণে আমরা প্রাচীন ভারতের বিষয়ে অনেক কথা অবগত আছি ; তত্রাপি, অন্যত্র যে জ্ঞান লাভ করি, তাঁহার গ্রন্থে সে জ্ঞান বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে। যদিও তাঁহার পুস্তক হইতে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা পরিমাণে বা গুরুত্বে অধিক নহে, তথাপি, ভারতের এইরূপ একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের অবস্থার বিবরণ তিনিই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। এই হিসাবে ইহার মূল্যও অধিক ; কারণ, ভারতীয় সাহিত্য পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আসিয়াছে এবং কোন্ সময়ে কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা না জানিতে পারিলে আমাদিগকে ঘোর সন্দেহের মধ্যে রাখিয়া দেয়।"

মেগস্থেনিসের "ইণ্ডিকা" আইওনিক (৫২) কি অ্যাটিক (৫৩) ভাষায় লিখিত হইয়াছিল তাহার এখনও বিচার শেষ হয় নাই (৫৪)।

(৫২) গ্রীকদেশের অন্তর্ভূ'ত প্রদেশবিশেষ।

(৫৩) গ্রীকদেশের অন্তর্ভূ'ত প্রদেশবিশেষ।

(৫৪) সোয়ানবেকের মতে মেগস্থেনিসের গ্রন্থ চারিখণ্ডে বিভক্ত ছিল।

প্রথমাংশ

(দায়দরাস ২।৩৫—৪২)

মেগস্থেনিসের বৃত্তান্তের সার-সংগ্রহ

চতুর্ভুজ আকারের ভারতবর্ষের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে মহাসাগর। কিন্তু ইহার উত্তরস্থ হিমদশ পর্ব্বত, শক নামক সিথিয়ান জাতি সিথিয়ার যে দেশে বাস করে, তাহা হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। চতুর্থ বা পশ্চিম সীমায় সিন্ধুনামক নদ প্রবাহিত হইতেছে। এই সিন্ধুনদ সম্ভবতঃ নীলনদ (১) ব্যতীত পৃথিবীর অপর সমুদয় নদী অপেক্ষা বৃহৎ। কথিত হয় যে, ইহার পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম সীমা ২৮,০০০ ষ্টাডিয়া এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ ৩২,০০০ ষ্টাডিয়া। আকারে এত বৃহৎ বলিয়া মনে হয় যে, সমগ্র উত্তর গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলি ইহার অন্তর্ভুর্ত এবং প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশে সূর্য্য ঘড়ির কাঁটায় ছায়াপাত করে না, সপ্তর্ষিমণ্ডল রাত্রিতে দৃষ্টিগোচর হয় না এবং প্রান্তসীমায়, এমন কি, স্বাতীনক্ষত্রও দৃষ্টির বহির্ভূত হয়। এই সকল কারণে কথিত হয় যে, ভারতবর্ষের ছায়া দক্ষিণদিকে পতিত হয়।

ভারতবর্ষে ফলবান্ বৃক্ষরাজিপূর্ণ অনেক বিশালাকার পর্ব্বত এবং অসংখ্য নদী-প্লাবিত বহু সমতলক্ষেত্র আছে। এই ভূমির

১। নীলনদ মিশরদেশের সুবিখ্যাত নদ।

অনেকাংশেই পয়ঃপ্রণালী দ্বারা জল সিঞ্চন করা হয় এবং এই জন্য বৎসরে দুইবার করিয়া শস্য উৎপাদিত হয়। এদেশে অনেক প্রকার পশুপক্ষীও পাওয়া যায়; এই সকল জন্তু আকৃতি ও শক্তিতে বিভিন্ন প্রকারের। অধিকন্তু, এতদ্দেশে বৃহদাকারের বহু হস্তী আছে। এই সকল হস্তী এত অধিক পরিমাণে আহার্য্য পায় যে, তাহারা লিবিয়া (২) দেশের হস্তী অপেক্ষা অধিক বলবান্। ভারতবর্ষীয়েরা অধিক পরিমাণে হস্তী ধৃত করিয়া যুদ্ধের জন্য শিক্ষিত করে বলিয়া যুদ্ধ-জয়ের পক্ষে এই সকল হস্তী প্রভূত সহায়তা করে।

যথেষ্ট পরিমাণে আহার্য্য পায় বলিয়া অধিবাসীরাও অন্যান্য দেশের লোকাপেক্ষা দীর্ঘ এবং বাহ্যাড়ম্বর প্রিয়। বিশুদ্ধ বায়ুসেবন ও অত্যুত্তম জলপান করে বলিয়া তাহারা শিল্পকার্য্যেও সুদক্ষ। ভূমির উপরিভাগে যেরূপ সকল প্রকার কৃষিজাত শস্য উৎপন্ন হয়, ইহার নিম্নদেশে সেইরূপ সকলপ্রকার ধাতুর খনি আছে। প্রচুর পরিমাণে যে সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, টীন এবং অন্যান্য ধাতু পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা আবশ্যক দ্রব্যাদি ও অলঙ্কার এবং যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র ও উপকরণাদি প্রস্তুত হয়।

নদ নদীদ্বারা প্লাবিত বলিয়া ভারতবর্ষে শাকসবজী ব্যতীত নানাপ্রকার কলাই, ধান্য, বস্পোরাম্ (৩) এবং জীবনধারণোপযোগী

২। লিবিয়া আফ্রিকার অন্তর্গত প্রদেশ বিশেষ।

৩। বস্পোরাম্ এক প্রকার শস্য।

নানারূপ উদ্ভিদ্ জন্মে। শেষোক্ত দ্রব্যগুলি অযত্ন-সম্ভূত। এতদ্ব্যতীত, জীবজন্তুর আহারোপযোগী অন্যান্য খাদ্য এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, তাহার সকলগুলির উল্লেখ করিতে হইলে পুস্তক্-পাঠ ক্লান্তিজনক হইয়া পড়িবে। এই জন্যই আমরা শুনিতে পাই যে, ভারতবর্ষে কদাচ দুর্ভিক্ষ হয় নাই এবং কোন কালেই বলকারক খাদ্য অপ্রতুল ছিল না। কারণ, প্রতিবৎসরে দুইবার করিয়া বর্ষা হয় বলিয়া অধিবাসীরা দুই বার করিয়া শস্যসংগ্রহ করে। শীতঋতুতে যে বর্ষা হয়, সেই সময় অন্যান্য দেশের ন্যায় গোধূম বপন করা হয়। গ্রীষ্মকালের শেষে তাহারা দ্বিতীয়বার ধান্য, বস্পোরাম, তিল ও জোয়ার বপন করে। এই জন্য তাহারা বৎসরে দুইবার শস্য-সংগ্রহও করে এবং যদিও কোন কারণে প্রথম বারে বপনের শস্য সন্তোষজনক না হয়, তাহা হইলেও তাহারা দ্বিতীয় বারে আশানুরূপ শস্য পায়। স্বভাবজাত ফল এবং জলাভূমিতে উৎপন্ন ও সুমিষ্ট মূলগুলিও ভারতবাসীদের জীবনধারণে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে, ঐ দেশের সকল সমতলক্ষেত্রই নদীর অথবা গ্রীষ্মকালীন বারিপতনে সিক্ত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই শেষোক্ত বারিপতন প্রতিবৎসর ঠিক একই সময়ে হয়। পক্ষান্তরে, প্রখর উত্তাপ হেতু জলাভূমিজাত মূলও, বিশেষতঃ দীর্ঘাকারের নলগুলি, যথাসময়ে সুপক্ক হয়।

আরও, তাহারা এরূপ কতকগুলি প্রথাবলম্বন করে, যাহাতে তাহাদের দেশে দুর্ভিক্ষ হইতে পারে না। কারণ, অন্যান্য জাতি

যুদ্ধকালে একে অপরের ক্ষেত্র বিনষ্ট করিয়া, ক্ষেত্রগুলিকে মরুভূমিতে পরিণত করে, কিন্তু ভারতবাসিগণ কৃষকশ্রেণীকে পবিত্র ও রক্ষণীয় বলিয়া পরিগণিত করে বলিয়া, নিকটবর্ত্তী স্থানে যুদ্ধ হইলেও, কৃষকগণ কোন প্রকার বিপদাশঙ্কা করে না। কারণ, উভয়পক্ষীয় যোদ্ধৃগণ যুদ্ধকালে একে অপরকে নিহত করে বটে, কিন্তু কৃষিকার্য্যে-লিপ্ত ব্যক্তিগণ কোন প্রকারেই উত্ত্যক্ত হয় না। অধিকন্তু, তাহারা শত্রুর ক্ষেত্রসমূহ অগ্নিতে দগ্ধ বা বৃক্ষাদিও ছেদন করে না।

আরও, ভারতবর্ষে বৃহৎ ও জলযান গমনোপযোগী নদী আছে, যাহারা উত্তরপ্রান্তস্থিত পর্ব্বতশ্রেণী হইতে বহির্গতা হইয়া সমতল ক্ষেত্র প্লাবিতা করে। এই সকল নদীর অনেকগুলি পরস্পরের সহিত সম্মিলিতা হইয়া গঙ্গানাম্নী নদীতে পতিতা হইয়াছে। এই গঙ্গানদীর উৎপত্তিস্থান ৩০ ষ্টাডিয়া বিস্তৃত এবং ইহা উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিতা হইয়া ও সমুদ্রের সহিত মিলিতা হইয়া গঙ্গারিদাই (৪) গণের দেশের পূর্ব্বসীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। এই গঙ্গারিদাই জাতির বৃহদাকারের বহু হস্তী আছে। এই কারণে কোন বৈদেশিক রাজাই ইহাদের দেশ অধিকার করণে সক্ষম হয় নাই; কারণ, অন্যান্য সমুদায় জাতিই এই অগণ্যসংখ্যক ও বলশালী হস্তীর ভয় করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মাসিদনাধিপতি আলেকজান্দার সমগ্র আসিয়া জয় করিয়াও এই

৪। গাঙ্গারিদাই—গাঙ্গেয়প্রদেশ।

গঙ্গারিদাইগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হন নাই। কারণ, তিনি অন্যান্য ভারতবাসীদের পরাস্ত করিয়া, বিজয়ী সেনা-বাহিনী সহ এই গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে, ইহাদের শিক্ষিত এবং সংগ্রামনিপুণ চারি সহস্র হস্তী আছে অবগত হইয়া, ইহাদের সহিত যুদ্ধে বিজয় লাভের কোনই আশা নাই, মনে করিয়া স্বীয় সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। গঙ্গার ন্যায় বৃহৎ, সিন্ধু নামক আর একটী নদ, উহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী গঙ্গার ন্যায় উত্তরদিকে উৎপন্ন হইয়া ও সমুদ্রে পতিত হইয়া ভারতবর্ষের অন্যতম সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রের অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইবার কালে, ইহার সহিত নৌচলনোপযোগী অনেকগুলি নদ নদী মিলিতা হইয়াছে। এই শেষোক্ত নদীগুলির মধ্যে হাই-ফানিস, হাইডাস্পীস ও আকিসাইন (৫) বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত আরও নানাপ্রকারের অনেক নদী আছে। এই সকল নদী দেশ আচ্ছন্ন ও সিক্ত করিয়া সকল প্রকার শাকসবজী এবং শস্য উৎপাদনোপযোগী জল সরবরাহ করিতেছে। নদীর সংখ্যা ও নদীর জল এত অধিক কেন, তদ্দেশীয় দার্শনিক ও পদার্থ-বিজ্ঞানবেত্তাগণ ইহার উত্তরে নিম্নলিখিত কারণগুলি নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, সিথিয়ান, বাকট্রিয়ান এবং আর্য্যগণ ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকস্থ যে সকল দেশ অধিকার করিয়াছেন, সেই সকল দেশ ভারতবর্ষাপেক্ষা উচ্চ এবং তজ্জন্য প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী সেই

৫। সিন্ধুর শাখা—বর্ত্তমানে ইহারা যথাক্রমে বিপাশা, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা বলিয়া পরিচিত।

সকল দেশের জল নিম্নস্থ সমতলভূমিতে প্রবাহিত হয় এবং তথায় তাহারা ক্রমে ক্রমে ভূমি সিক্ত এবং বহুসংখ্যক নদী উৎপন্ন করে।

ভারতবর্ষীয় একটী নদীর এই বিশেষত্ব যে, তাহাকে 'শীল' নামে অভিহিতা করা হয়, এবং এই নদীটী ঐ নামের একটী নির্ঝরিণী হইতে উদ্ভূতা হইয়াছে। অন্যান্য নদীর সহিত এই নদীর পার্থক্য এই যে, ইহাতে নিক্ষিপ্ত কোন দ্রব্যই ভাসমান থাকে না এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক দ্রব্যই তলদেশে ডুবিয়া যায়।

ভারতবর্ষের আকার এরূপ বৃহৎ বলিয়া কথিত হয় যে, এদেশে বহুসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জাতি বাস করে। এই সকল বহু-সংখ্যক জাতির কোনটীই বিদেশ হইতে আগমন করে নাই, এবং সকলগুলিই এই দেশে উৎপন্ন হইয়াছে। অধিকন্তু, কোন সময়েই ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে উপনিবেশ গ্রহণ অথবা বিদেশে উপ-নিবেশ প্রেরণ করে নাই। কিংবদন্তী হইতে আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, আদিম কাল হইতে অধিবাসীরা স্বচ্ছন্দ-জাত ফল দ্বারা জীবন ধারণ এবং গ্রীকদিগের ন্যায় বন্য পশুর চর্ম্ম পরিধান করিত; এবং স্বল্পায়াসে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য শিল্প ও অন্যান্য যন্ত্রাদি গ্রীকদিগের দেশের ন্যায়, ভারতবর্ষেও ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, অভাবই মানবকে এই সকল শিক্ষা দিয়াছে।

ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা পণ্ডিত, তাহারা কতকগুলি উপাখ্যান বর্ণনা করে। এই সকল উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা আবশ্যক। তাহারা বলে যে, আদিমকালে

যখন তদ্দেশবাসিগণ গ্রামে বাস করিত, তখন ডাইওনিসিয়াস্ (৬) বিপুল সৈন্যবাহিনী সহ পশ্চিমদেশ হইতে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার উপযুক্ত কোন নগরী না থাকাতে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পরাজিত করেন। কিন্তু গ্রীষ্ম অসহ্য হওয়াতে এবং সৈন্যদলমধ্যে মহামারী আরম্ভ হইলে, বিচক্ষণ দলপতি সমতলক্ষেত্র হইতে তাঁহার সৈন্যগণকে পর্ব্বতোপরি লইয়া যান। তথায় সৈন্যগণ শীতল বায়ুতে পরিতৃপ্ত হইয়া এবং নির্ঝরিণী-নিঃসৃত সদ্য বারি পান করিয়া শীঘ্রই রোগমুক্ত হইল।

৬। ডাইওনিসিয়াস সম্বন্ধে দায়দরস নিম্নোক্ত মর্ম্মে বলিয়াছেন, "আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অনেকের মতে এই নামে বিভিন্ন সময়ে তিন ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে প্রথম জন ইন্দস (Indos) নামে কথিত হইতেন এবং তিনিই মদ্য আবিষ্কার করেন। ডুমুর ও অন্যান্য ফলবান্ বৃক্ষ কি করিয়া উৎপাদন করিতে হয়, তাহা তিনিই অবগত হইয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাকে লেনেয়স (মদ্যপ্রস্তুতের দেবতা) নামে অভিহিত করা হয়। এই ডাইওনিসসকে কাটাপোগণ (শ্মশ্রুর দেবতা) আখ্যা প্রদান করাও হইত। ডাইও-নিস পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যুদ্ধযাত্রাকালে দ্রাক্ষার চাষ এবং কি করিয়া দ্রাক্ষা হইতে মদ্য প্রস্তুত করিতে হয় তাহাও শিক্ষা দেন। এই জন্য তাঁহাকে লেনয়স বলা হইত। এবম্প্রকারে সকলে শিক্ষা প্রদান করিয়া তিনি অমরোচিত সম্মান লাভ করিয়া দিব্যধামে গমন করেন। ইহাও কথিত হয় যে, ডাইওনিসস স্থানে বাস করিতেন, অধীবাসীরা সেই স্থান এখনও নির্দ্দেশ করিয়া দেয় এবং তাঁহার নামানুসারে অনেক নগরের নামকরণ হইয়াছে এবং তিনি যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।"

যে স্থানে ডাইওনিসিয়াস তাঁহার সৈন্যগণকে রোগমুক্ত করণে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা মীরস (৭) নামে খ্যাত হয় এবং সেই ঘটনা হইতে গ্রীকগণ নিঃসন্দেহই এরূপ বলিয়া থাকেন যে, ডাইওনিসস তাঁহার পিতৃদেবের জানুতে (৮) লালিত হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি কৃত্রিম উপায়ে ফলবান্ বৃক্ষ-নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করিলেন এবং ঐ প্রক্রিয়া ভারতবাসীদের শিক্ষা দেন। তিনি তাহাদিগকে মদ্য প্রস্তুত ও মনুষ্যের আয়াস-বর্দ্ধনক্ষম অন্যান্য কল কৌশলও শিক্ষা দেন। তিনি গ্রাম সকলকে উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তরিত করিয়া বৃহৎ বৃহৎ নগর স্থাপন করেন; এবং কি করিয়া দেবপূজা করিতে হয়, অধিবাসীদিগকে তাহার শিক্ষা প্রদান ও আইন এবং আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রকারে বহু বৃহৎ ও মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করাতে, তিনি দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইয়া অবিনশ্বর সম্মান লাভ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে এরূপও কথিত হয় যে, তিনি তাহার সৈন্যাবলির সহিত বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক সঙ্গে রাখিতেন এবং ঢক্কা ও করতালের বাদ্যধ্বনি সহ নিজ-সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ করিতেন। তাঁহার সময়ে তুরী আবিষ্কৃত হয় নাই। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের উপর বায়ান্ন বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি বৃদ্ধবয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার

৭। সম্ভবতঃ এই শব্দটী মেরু শব্দের অপভ্রংশ।

৮। In his father's thigh. Mac Crindle. গ্রীক মীরস শব্দ জানু অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মৃত্যুর পরে রাজত্ব লাভ করিয়া পুরুষানুক্রমে ঐ রাজ্য ভোগ করেন। অবশেষে বহুকাল পরে এই বংশলোপ পাইলে বিভিন্ন নগরে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

যে সকল ভারতবাসিগণ পার্ব্বত্য-প্রদেশে বাস করে, তাহাদিগের মধ্যে ডাইওনিসস ও তাঁহার বংশধরগণের সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তাহারা দৃঢ়তার সহিত ইহাও বলে যে, হিরাক্লিস ও (৯) তাহাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রীকদিগের ন্যায় ভারতবাসীরাও বলে যে, হিরাক্লিস গদা ও সিংহচর্ম্ম ব্যবহার করিতেন। অপর সকল মনুষ্যাপেক্ষাই তাঁহার শারীরিক বল ও বীরত্ব অধিক ছিল এবং তিনি জল ও স্থল হইতে বন্য পশু দূরীভূত করিয়াছিলেন। বহুস্ত্রী বিবাহ করিয়া তিনি অনেকগুলি পুত্র ও একটী মাত্র কন্যা লাভ করিয়া ছিলেন। পুত্রগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি ভারতবর্ষকে সমান অংশে বিভক্ত করিয়া, তাঁহার রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে প্রত্যেককে রাজত্ব প্রদান করেন। কন্যাকেও প্রতিপালন করিয়া, পুত্রগণের ন্যায় তাঁহাকে এক রাজ্যের অধীশ্বরী করেন। অধিকন্তু, তিনি অনেকগুলি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এই সকল নগরের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রধানটীর তিনি

৯। ম্যাক্রিণ্ডল এই স্থলে পাদটীকায় লিখিয়াছেন যে, Apparently Siva is meant, though his many wives and sons are unknown to Hindu mythology অর্থাৎ এই স্থলে হিন্দুদিগের দেবতা শিবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। হার্কুইলিস গ্রীসের অন্যতম বীর; ইঁহার সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।

পালিবোথ্রা বলিয়া নামকরণ করেন। এই নগরে তিনি অনেক-গুলি সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন এবং তথায় বহুসংখ্যক লোক বসতি করেন। নদীর জলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ পরিখা দ্বারা এই নগর সুরক্ষিত করেন। এই সকল কারণে, দেহান্তে হিরাক্লিস অমরোচিত সম্মান লাভ করেন, এবং তাঁহার বংশধরগণ বহুকাল রাজত্ব করিয়া নানারূপ কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন। কিন্তু কেহই ভারতবর্ষের বাহিরে যুদ্ধযাত্রা করেন নাই, অথবা কোন উপনিবেশও প্রেরণ করেন নাই। অবশেষে, বহুকালপরে যদিও কতকগুলি নগরে আলেকজান্দারের অভিযানকাল পর্য্যন্ত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, তত্রাপি অনেকগুলি নগরে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবাসী-দের মধ্যে যে সকল নিয়ম প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে প্রাচীন দার্শনিক-গণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত একটী নিয়ম প্রকৃতই প্রশংসার যোগ্য ; কারণ এইরূপ নিয়ম আছে যে, কোন কারণেই কেহ ক্রীতদাস হইবেনা, (১০) এবং সকলেই স্বাধীনতা-ভোগ করিয়া সকলেই সমান ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে। কারণ, তাহারা মনে করিত যে, যাহারা অপরের উপর আধিপত্য-বিস্তার করিতে বা যাহারা অপরের তোষামোদ করিতে পারে না তাহারাই সকল প্রকার বিপদ্‌সমাকীর্ণ জীবন বহন করিতে পারে। কারণ যে সকল নিয়ম সকলের উপরেই প্রযুজ্য হইতে পারে অথবা যে নিয়মে সম্পত্তি অসমান-ভাগে বিভক্ত হইতে পারে, তাহাই ন্যায়সঙ্গত এবং উত্তম।

(১০) অর্থশাস্ত্র, প্রথমকল্প, ২০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ সাত শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম দার্শনিক নামক প্রথম শ্রেণী, অপর সকল শ্রেণী হইতে সংখ্যায় ন্যূন হইলেও, মর্য্যাদায় অন্যান্য সকলাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ দার্শনিক-গণ অন্যান্য কার্য্য হইতে অব্যাহতি পান বলিয়া, তাঁহারা কাহারও প্রভু বা ভৃত্য নহেন। কিন্তু, তাঁহারা অন্যান্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক, জীবিতকালে যজ্ঞ সম্পন্ন ও দেহান্তে শ্রাদ্ধাদি করিতে নিযুক্ত হন। কারণ, লোকের বিশ্বাস এই যে, তাঁহারা দেবতাদিগের প্রিয় এবং নরক সম্বন্ধে তাঁহারাই অপরাপর লোক অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ। এই সকল কার্য্য-সম্পাদনের জন্য তাঁহারা মূল্যবান্ উপহার ও অন্যান্য অধিকার লাভ করেন। বৎসরের প্রারম্ভে, তাঁহারা সমবেত জনসাধারণকে অনাবৃষ্টি, বর্ষা, সুবায়ু, ব্যাধি ও শ্রোতৃবর্গের উপকারী অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে সাবধান করিয়া, তাহাদিগের বিশেষ উপকার সাধন করেন। এইজন্য জনসাধারণ ও রাজা, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই সাবধান হইয়া অভাবের প্রতীকার করিতে সক্ষম হয় এবং আবশ্যক মত প্রস্তুত হইতে কখনই বিরত হয় না। যে দার্শনিক তাঁহার ভবিষ্যৎ গণনায় ভ্রম করেন, তাঁহাকে জনসাধারণের নিকট নিন্দনীয় হইতে হয় এবং জীবনের অবশিষ্ট সময়ের জন্য মৌনব্রতাবলম্বন করিতে হয়।

দ্বিতীয়শ্রেণী কৃষক।—এই শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ অপরাপর শ্রেণী অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক। বিশেষতঃ সামাজিক ব্যাপারে ও অন্যান্য রাজকার্য্যে ইহারা অব্যাহতি পায় বলিয়া, সকল সময়েই ইহারা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকে ; কৃষিকার্য্যে নিরত কৃষককে শত্রুও

অপকার করে না, কারণ, এই শ্রেণীস্থ লোক সাধারণের হিতকারী বলিয়া, সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা পায়। এই প্রকারে ভূমির কোন রূপ ক্ষতি হয় না বলিয়া এবং ক্ষেত্রে প্রচুর শস্য জন্মে জন্য, সুখে জীবন-নির্ব্বাহের জন্য যাহা আবশ্যক অধিবাসীরা তাহার সকল দ্রব্যই প্রাপ্ত হয়। কৃষকগণ নিজেরাও, তাহাদের স্ত্রী পরিবারসহ জনপদে বাস করে; কদাচও নগরে বাস করে না। সমগ্র ভারতবর্ষ রাজার সম্পত্তি বলিয়া কৃষকগণ রাজাকে কর প্রদান করে এবং জনসাধারণের ভূমিতে কোনরূপ স্বত্ব জন্মিতে পারে না। কর ব্যতীত, তাহারা রাজকোষে ক্ষেত্রের উৎপাদিত দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ প্রদান করে।

তৃতীয়শ্রেণী গোপাল ও মেষপালক।—সাধারণতঃ যে সকল রাখাল গ্রামে বা নগরে বাস করে না এবং পট্টাবাসে বাস করে, তাহারা সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত। ইহারা দেশের হিংস্রপক্ষী ও বন্য পশু শিকার ও ধৃত করিয়া, দেশকে রক্ষা করে। যে সকল পশু-পক্ষী কৃষকগণের বীজ উদরসাৎ করে, তাহাদিগকে বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক এবং আগ্রহসহকারে বিনষ্ট করিয়া ভারতবাসীদের রক্ষা করে।

শিল্পিগণ চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করে। কেহ কেহ কৃষকগণ ও অপরের আবশ্যক যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে নিযুক্ত থাকে। এই শ্রেণী কেবল যে কর-প্রদানে অব্যাহতি পাইয়া থাকে, তাহা নহে; ইহারা রাজকোষ হইতে ভরণ-পোষণ পায়।

যোদ্ধৃগণ পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত। সৈন্যগণ সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত থাকে এবং সংখ্যায় ইহারা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। শান্তির সময়ে ইহারা আলস্যে ও আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করে। সৈন্য, যুদ্ধাশ্ব, যুদ্ধহস্তী ও সৈন্য-সংক্রান্ত সকলেই রাজব্যয়ে প্রতিপালিত হয়।

ষষ্ঠশ্রেণী পরিদর্শক।—ইঁহারা ভারতবর্ষে যাহা ঘটে, সেই সকল বিষয়েরই বিবরণ রাজাকে অথবা যেস্থানে রাজা নাই, সে স্থানে শাসনকর্ত্তৃগণকে প্রদান করেন।

যে সকল ব্যক্তি রাজকার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাঁহারা (মন্ত্রী ও পারিষদ্‌গণ) সপ্তমশ্রেণীভুক্ত। সংখ্যায় ইঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা কম, কিন্তু ইঁহাদের চরিত্র ও এই শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণের জ্ঞানের জন্য ইঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মানার্হ। এই শ্রেণী হইতেই রাজার মন্ত্রী, কোষাধ্যক্ষ এবং বিবাদ-ভঞ্জনকারী বিচারক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। সেনাপতি ও প্রধান শাসনকর্ত্তৃগণও এই শ্রেণীভুক্ত।

ভারতীয় জনসাধারণ সাধারণতঃ উল্লিখিত ভাবে বিভক্ত। এক শ্রেণীস্থ ব্যক্তি অপর শ্রেণীতে বিবাহ করিতে পারে না। অথবা নিজ-ব্যবসায় ব্যতীত অন্য ব্যবসায়ও অবলম্বন করিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি কৃষক হইতে অথবা শিল্পী দার্শনিক হইতে পারে না।

অন্যান্য দেশের হস্তী অপেক্ষা আকারে বৃহৎ ও অধিক বলবান্ হস্তিসকল ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। অনেকে বলে যে, ইহারা অশ্ব বা অন্যান্য জন্তুর ন্যায় সন্তান উৎপাদন করে না; বস্তুতঃ তাহা

নহে। ইহারা অশ্ব ও অন্যান্য জন্তুর ন্যায়ই সন্তান উৎপাদন করে। করিণী ন্যূনপক্ষে ষোড়শ ও অধিক হইলে অষ্টাদশ মাস গর্ভ ধারণ করে। ঘোটকীর ন্যায় হস্তিনী প্রত্যেকবারে একটী করিয়া সন্তান প্রসব করে; শাবক ছয় বৎসর মাতৃস্তন্য পান করে। অনেক হস্তীই অতি দীর্ঘায়ুঃ মনুষ্যের ন্যায় জীবিত থাকে; কোন কোনটী দুইশত বৎসরও জীবিত থাকে।

ভারতবাসীদের মধ্যে বৈদেশিকগণের জন্যও কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া থাকে; এই সকল কর্ম্মচারী যাহাতে কোন বৈদেশিকই ক্ষতি-গ্রস্ত না হন, তাহার প্রতিবিধান করেন। বৈদেশিকগণের কেহ পীড়িত হইলে, এই সকল কর্ম্মচারী চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক আনয়ন করেন এবং অন্যান্য প্রকারে সেবা শুশ্রূষা করেন। বৈদে-শিকের মৃত্যু হইলে, তাঁহাকে প্রোথিত করেন এবং মৃতের ত্যক্ত সম্পত্তি তাহার আত্মীয়গণের হস্তে ন্যস্ত করেন। বৈদেশিকগণ যে সকল মোকদ্দমায় লিপ্ত থাকেন, বিচারকগণ সেই সকল বিষয় সূক্ষ্মভাবে বিচার করেন এবং যাহারা বৈদেশিকের সহিত অন্যায় ব্যবহার করে, তাহাদের যথেষ্ট শাস্তি-প্রয়োগ করেন।

ভারতবর্ষ ও তাহার পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, বর্ত্তমানে তাহাই যথেষ্ট হইবে।

দ্বিতীয়াংশ

(এই অংশ আরিয়ান-লিখিত 'আলেকজান্দারের অভিযান' নামক গ্রন্থের ৫।৬, ২-১১ হইতে উদ্ধৃত হইল)।

ভারতবর্ষের সীমা, এবং ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক অবস্থা ও নদনদী।

ইরাটসথিনিস্ ও মেগস্থেনিসের (যিনি আরাকোসিয়ার শাসনকর্ত্তা সিবুরটিয়সের সহিত বাস করিতেন এবং যিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, তিনি ভারতবর্ষের রাজা চন্দ্রগুপ্তের নিকট (১) বহুবার গমন করিয়াছিলেন) মতে, দক্ষিণ এসিয়া যে চারিখণ্ডে বিভক্ত, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং ইউফ্রেটীস (২) ও আমাদিগের সমুদ্রের (৩) মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। অবশিষ্ট যে দুই খণ্ড ইউফ্রেটীস ও সিন্ধু দ্বারা অপর খণ্ড হইতে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে একত্র করিলেও তাহাদের ভারতবর্ষের সহিত তুলনা হইতে পারে না। উপর্য্যুক্ত লেখকগণ আরও বলেন যে, দক্ষিণ দিক্ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমায় মহাসমুদ্র; ককেসাস পর্ব্বতমালা যতদূর পর্য্যন্ত তরাস পর্ব্বত পর্য্যন্ত মিলিত হইয়াছে, তাহাই

(১) গ্রীকগণ চন্দ্রগুপ্তকে Sandrakottos, Sandrakottos, Sandrokottos, Androkottos প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) ইউফ্রেটীস নদী।

(৩) ইউস্কাইন সমুদ্র (Euxine Sea).

ইহার দক্ষিণ সীমা ; এবং পশ্চিম ও উত্তরপশ্চিম সীমায় মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত সিন্ধুনদ ইহার সীমা :নির্দ্দেশ করিতেছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভূমিই সমতল এবং পূর্ব্বোক্ত লেখকগণ মনে করেন যে, এই সমতলভূমি নদীর পলি দ্বারাই উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে, অন্যান্য দেশে সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী সমতলভূমিগুলি সাধারণতঃ সেই সেই দেশের নদীসমূহের পলি দ্বারা গঠিত হইয়াছে এবং এই কারণেই প্রাচীনকালে এক একটী দেশ তদ্দেশীয় নদীর নামানুসারে অভিহিত হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাতা-ডিণ্ডীমিনী নামক পর্ব্বত হইতে উৎপন্না হইয়া হার্ম্মস নামক যে নদী স্মার্ণার অন্তর্গত ইয়োলিয়ান নগরের নিকটে সমুদ্রের সহিত মিলিতা হইয়াছে, তাহার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত লিডিয়ান নদীর নামানুসারে অভিহিত লিডিয়া প্রদেশের কৌসট্রস সমতলভূমি, মিসিয়া দেশের কৈকস, এবং কারিয়ার অন্তর্গত মিলেটস নামক আইওনিয়া নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত মৈয়ন্দ্রস প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে (৪)। মিশরদেশ সম্বন্ধে হেরোডটস ও হিকেটস (অথবা মিশর সম্বন্ধে যিনি ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন) উভয়েই স্বীকার করেন যে, এই দেশ নীলনদেরই দান এবং এই কারণেই সম্ভবতঃ এই দেশকে এই নদের নামে অভিহিত করা হইত, কারণ যে নদ বর্ত্তমানে নীলনদ নামে অভিহিত হয়, প্রাচীন-

(৪) মাতা ডিণ্ডীমিনি—Mother Dindymene.
কৌসট্‌স—Kaustros,
মৈয়ন্দ্রস—Maiondros.

কালে মিশর ও অন্যান্য দেশবাসী উহাকে এইজিপ্টস নামে অভিহিত করিত। হোমর পাঠে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, কারণ তিনি বলিয়াছেন যে, মেনেলস (৫) এইজিপ্টস নদীর মুখে আপনার জাহাজগুলি রাখিয়াছিলেন। এইজন্য যদি প্রত্যেক সমতল ক্ষেত্রে এক একটী নদী থাকে এবং এই নদীগুলি বেশী বড় না হইলেও, সমুদ্রাভিমুখিনী হইবার কালে স্বীয় স্বীয় উৎপত্তিস্থান উচ্চভূমি হইতে পলি বহন করিয়া নূতন ভূমি গঠন করিতে পারে; কারণ যখন হার্ম্মস, কসট্রস, কৈকস, মৈয়ন্দ্রস্ এবং ভূমধ্যসাগরের সহিত এসিয়ার যে সকল নদী মিলিত হইয়াছে, তাহাদের সকলকে একত্রীভূত করিলে ভারতীয় একটী নদীর সহিত তুলনা হইতে পারে না, (ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা নদী গঙ্গা যাহার সহিত নীল বা সমগ্র ইউরোপখণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত দানিয়ুবের এক মুহূর্ত্তের জন্যও তুলনা হইতে পারে না), তখন ভারতবর্ষের নদীসমূহের দ্বারা যে বৃহৎ সমতলক্ষেত্র গঠিত হইতে পারে, ইহা অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। অধিক কি, এই সকল নদীগুলিকে যদি একত্র করা হয়, তবে তাহারা সিন্ধুরও সমতুল্য হইতে পারে না। এই সিন্ধু উৎপত্তিস্থানেই বৃহৎ এবং তৎপরে এসিয়ার নদীগুলি অপেক্ষা বৃহদাকারের পনরটী শাখানদীর সহিত মিলিতা হইয়া এবং ভারতবর্ষকে স্বীয় নাম প্রদান করিয়া এবং এবম্প্রকারে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা অধিক সম্মান অর্জ্জন করিয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে।

(৫) ট্রোজান যুদ্ধের অন্যতম বীর। হেলেন ইঁহারই পত্নী ছিলেন।

তৃতীয়াংশ

(ইহা আরিয়ান-লিখিত "ইণ্ডিকা" গ্রন্থের ২।১, ৭ অংশ
হইতে উদ্ধৃত)

ভারতবর্ষের সীমা

এক্ষণে যে সকল জনপদ সিন্ধুর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত, তাহাদেরই আমি ভারতবর্ষ বলিয়া ধরিয়া লইতেছি এবং তদ্দেশবাসীদিগকে ভারতবাসী বলিয়া বলিতেছি। উপর্য্যুক্ত সীমা ধরিলে, ভারতবর্ষের উত্তরে তরাসপর্ব্বতশ্রেণী; কিন্তু ঐ সকল দেশে ইহাকে তরাস নামে অভিহিত করা হয় না। যে সমুদ্র পামফিলিয়া, লিসিয়া এবং সিলিসিয়া দেশের পাদদেশ ধৌত করিতেছে, তরাস সেই সমুদ্র হইতে আরম্ভ হইয়া ও সমগ্র এসিয়া মহাদেশকে বিভক্ত করিয়া পূর্ব্ব মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই পর্ব্বতশ্রেণী যে যে প্রদেশের মধ্য দিয়া বিস্তৃত রহিয়াছে, সেই সেই প্রদেশে ইহার ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। একদেশে ইহাকে পারপমিসস্, অন্যত্র ইমডস, তৃতীয় প্রদেশে ইহাকে ইমায়স এবং সম্ভবতঃ ইহাকে আরও বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যে সকল মাসিদোনিয়ানগণ আলেকজান্দারের অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা এই পর্ব্বতকে ককেসাস নামে অভিহিত করিয়াছিল। এই ককেসাস সিথিয়াপ্রদেশের ককেসাস হইতে ভিন্ন এবং সেইজন্য আলেকজান্দার ককেসাসের দূরবর্ত্তী প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতির উৎপত্তি হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমাস্থ সিন্ধুনদ সমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার কালে দুইটী মুখ হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে। দানিয়ুবের (১) পঞ্চমুখের ন্যায়, সিন্ধুর দুই মুখ পরস্পর হইতে বিভিন্ন; কিন্তু ইহা মিশরের বদ্বীপ-সৃষ্টিকারী নালের ন্যায়। সিন্ধু ও নীলের ন্যায় ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে, এই ব-দ্বীপ মিশরের ব-দ্বীপ অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে এবং ভারতীয় ভাষায় ইহাকে পট্টল (২) বলা হয়।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিমে এবং দক্ষিণে পূর্ব্বোল্লিখিত মহাসমুদ্র; এই মহাসমুদ্র ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমাও নির্দ্দেশ করিতেছে। পট্টলের নিকটবর্ত্তী জনপদ এবং সিন্ধুনদ আলেকজান্দার ও অন্যান্য অনেক গ্রীকগণের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বদিকে আলেকজান্দার হাইফাসিস নদীর অধিক দূরে অগ্রসর হন নাই। কয়েক জন গ্রন্থকার গাঙ্গেয় প্রদেশ, গঙ্গার বদ্বীপ ও গঙ্গাতীরবর্ত্তী, ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান নগর পালিমবোথ্রার বর্ণনা করিয়াছেন(৩)।

(১) দানিয়ুব—ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী।

(২) পট্টল—বদ্বীপকে সম্ভবতঃ গ্রীকগণ পাটলীন নামে অভিহিত করিতেন। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথও বলিয়াছেন "The delta was known to the Greeks as Patalene, from its Capital Patala" (Early History of India. 2nd Edition 99). অর্থাৎ রাজধানী পটল হইতে, ইহা পাটলীন নামে অভিহিত হইত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম সাহেব পটলকে নিরস্কল অথবা হৈদরাবাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৩) আরিয়ান এই অংশে যে পারপামিসস ও ইমদস প্রভৃতি পর্ব্বতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে ম্যাক্রিণ্ডল অন্যত্র বলিয়াছেন যে, পারপামিসস

চতুর্থাংশ

(এই অংশ ষ্ট্রাবো নামক গ্রন্থকারের ১।১১ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ষ্ট্রাবোর বিস্তৃত বর্ণনা প্রাচীন ভারতের প্রথম কল্পের প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য)

ভারতবর্ষের সীমা ও আয়তন (১)

ভারতবর্ষের উত্তরে, এরিয়ানা হইতে পূর্ব্বসাগর পর্য্যন্ত তরাস পর্ব্বত। মাসিদোনিয়ানগণ ইহাকে ককেসাস পর্ব্বত বলে; কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দুকুস নামে অভিহিত হয়। আরিয়ান এবং অন্যান্য গ্রন্থকার ইহাকে তরাস পর্ব্বতেরই অংশ বলিয়া মনে করিতেন। হিমালয়ের যে অংশ নেপাল, ভুটান হইয়া আরও পূর্ব্বাঞ্চলের দিকে বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাকেই ইমদস বলা হইত। লাসেন বলিয়াছেন যে, এই শব্দ সংস্কৃত হৈমবত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে হিমাদ্রি হইতে উদ্ভূত বলিয়াছেন। ইমায়সের সংস্কৃত হৈমবত শব্দের সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে। গ্রীকগণ হিন্দুকুস ও হিমালয়কে এই বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। প্লিনি ইহাকে ইমদই পর্ব্বতের শাখা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১) প্লিনি বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ উত্তরদক্ষিণে ২৮,১৫০ পদ। আরিয়ান এবং ষ্ট্রাবোর লিখিত পরিমাণ হইতে দায়দরস-দত্ত পরিমাণে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। দায়দরস বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের বিস্তৃতি ২৮,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া এবং দৈর্ঘ্য ৩২,০০০ ষ্টাডিয়া। ষ্ট্রাবো অন্যত্র বলিয়াছেন যে, "মেগস্থেনিস এবং ডিমাকস-দত্ত পরিমাণ অনেকাংশে বিশ্বাসযোগ্য। কারণ, তাঁহারা বলিয়াছেন যে,

দেশীয়েরা ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করে। যথা, পারোপামিসস্, ইমোদস্ এবং ইমায়স প্রভৃতি। ভারতবর্ষের পশ্চিমে সিন্ধুনদ। ইহার দক্ষিণ এবং পূর্ব্বাংশ অপরাংশাপেক্ষা বৃহৎ। এই দুই অংশ আটলান্টিক (২) সাগরে পড়িয়াছে। দেশটী রম্বয়ডের ন্যায়। ককেসাস পর্ব্বত হইতে দক্ষিণ সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিমাংশ ১৩,০০০ ষ্টাডিয়া এবং বিপরীতদিগের পূর্ব্বাংশ ১৬,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া। ভারতবর্ষের বিস্তৃতি এইরূপ। পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিগের পরিমাণ সম্বন্ধে আমরা পালিবোথ্রা পর্য্যন্ত সঠিক বলিতে পারি, কারণ, ইহা পরিমাপ করা হইয়াছিল। ১০,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া দীর্ঘ একটী রাজপথ আছে। যে সকল জাহাজ সাগর হইতে গঙ্গানদী দিয়া পালিবোথ্রায় যায়, তাহাদের গতায়াত হইতে পালিবোথ্রার পরবর্ত্তী দেশের আয়তন আন্দাজ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। মোট দৈর্ঘ্য ১৬,০০০ হাজার ষ্টাডিয়ার কম নহে। ইরাটসথিনিস্ও এইরূপ অনুমান করেন।

ককেশাস হইতে দক্ষিণ সমুদ্র ২০,০০০ ষ্টাডিয়া। তবে, ডিমাকস ইহাও বলিয়াছেন যে স্থানে স্থানে দূরত্বের পরিমাণ ৩০,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া। অধ্যাপক সোয়ানবেক বলিয়াছেন যে, মেগস্থেনিসের দত্ত পরিমাণে ভুল হইবার কারণ এই যে, চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাস হইতে কাবুল এবং এরিয়ানার যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, মেগস্থেনিস সেই অংশকেও ভারতবর্ষের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতেন।

(২) প্রাচীনগণ পৃথিবীকে আটলান্টিক সাগর-পরিবেষ্টিত একটী দ্বীপ বলিয়া মনে করিতেন।

সৈন্যগণের অগ্রসর হইবার কালে যে যে স্থানে স্কন্ধাবার স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের ব্যবধানের দূরত্ব হইতে তিনি ইহা নির্ণয় করিয়াছেন এবং এক্ষেত্রে মেগস্থেনিস ও তাঁহার একই মত। পাট্রোক্লিসের মতে উহা এক হাজার ষ্টাডিয়া কম; কিন্তু ইহার সহিত যদি পূর্ব্বদিকস্থ অন্তঃরীপ যোগ করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে এই ৩০০০ ষ্টাডিয়া লইয়া ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্য অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িবে। সিন্ধুনদের মুখ হইয়া, বহির্ভাগস্থ সমুদ্র দিয়া, পূর্ব্বোক্ত অন্তরীপ লইয়া, ভারতবর্ষের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত পরিমাপ করিলে, দৈর্ঘ্য এইরূপই হইবে। পাট্রোক্লিসের (৩) মতে ভারত-বর্ষের দৈর্ঘ্য এক হাজার ষ্টাডিয়া কম।

পঞ্চমাংশ

(এই অংশ ষ্ট্রাবোর ২।১, ৭; ৬৯ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত হইল)

ভারতবর্ষের আয়তন

আরও, হিপার্কাস (১) তাঁহার টীকার দ্বিতীয় ভাগে ইরাটস-থিনিসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন যে, তিনি ভারতবর্ষের উত্তরদিকের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে মেগস্থেনিসের সহিত এক

(৩) আলেকজান্দারের অন্যতম নৌ-সেনাপতি।

(১) হিপার্কাস প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ, খৃষ্টীয় পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

মত হইতে পারেন নাই বলিয়া তিনি পাট্রোক্লিসের সত্যবাদিতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ মেগস্থেনিসের মতে ঐ দৈর্ঘ্য ১৬,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া, কিন্তু পাট্রোক্লিস বলেন যে উহা ১০০০ ষ্টাডিয়া কম।

ষষ্ঠাংশ

(এই অংশ ষ্ট্রাবোর ১৫।১, ১২, ৬৮৯ ও ৬৯০ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত হইল)

ভারতবর্ষের আয়তন

টীসীয়স (১) বলেন যে, ভারতবর্ষ এসিয়ার অন্যান্য প্রদেশাপেক্ষা আকারে কম নহে। অনিসিক্রিটস (২) ভারতবর্ষ ভূমণ্ডলের একতৃতীয়াংশ স্থান অধিকার করিয়া আছে, এইরূপ বিবেচনা করেন। নিয়ার্কাস (৩) বলেন যে, কেবল সমতল ক্ষেত্রগুলি ভ্রমণ

(১) টীসীয়স—এশিয়ামাইনরবাসী টীসীয়স বহুকাল পারস্য-রাজের দরবারে চিকিৎসকরূপে বাস করিয়া পারস্য এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দুইখানি ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে এই পুস্তকদ্বয়ের স্বল্পাংশই পাওয়া যায়।

(২) অনিসিক্রিটস—দার্শনিক; ইনি আলেকজান্দারের অভিযানকালে তাঁহার সহগামী হইয়াছিলেন।

(৩) আলেকজান্দারের প্রথিতনামা নৌ-সেনাপতি।

করিতেই চারিমাস অতিবাহিত হয়। মেগস্থেনিস এবং ডিমাকস লিখিত পরিমাণ, উহাদের অপেক্ষা পরিমিত। ইহাদের মতে দক্ষিণ সমুদ্র হইতে ককেসাস কুড়ি সহস্র ষ্টাডিয়ার কম। ডিমাকস বলেন যে, স্থানে স্থানে ইহা ত্রিশ সহস্র ষ্টাডিয়ারও কম। আমরা পূর্ব্বেই এই সকল গ্রন্থকারের বর্ণনা আলোচনা করিয়াছি।

সপ্তমাংশ

(এই অংশ ষ্ট্রাবোর ২।১,৪ ৬৮ ও ৬৯ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত হইল)

ভারতবর্ষের আয়তন

যে সকল প্রমাণের উপর এই মত স্থাপনা করা হইয়াছে, হিপার্কাস এই সকল প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া এই মতের বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পাট্রোক্লিস বিশ্বাসযোগ্য নহেন। কারণ, ডিমাকস ও মেগস্থেনিস বলেন যে, দক্ষিণ সমুদ্র হইতে দূরত্ব কোন কোন স্থানে ২০,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া এবং কোন কোন স্থানে ৩০,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া। হিপার্কাস বলেন যে, মেগস্থেনিস ও ডিমাকস এইরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন এবং ঐ দেশবাসীদিগের প্রাচীন মানচিত্রের সহিত এই বর্ণনার ঐক্যতা দৃষ্ট হয়।

অষ্টমাংশ

(এই অংশ আরিয়নের "ইণ্ডিকা" গ্রন্থের ৩।৭-৮ হইতে
গৃহীত হইয়াছে)

ভারতবর্ষের আয়তন

মেগস্থেনিসের মতে ভারতবর্ষ পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত; কিন্তু, অন্যান্য লেখকগণ বলেন যে, উহা ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্য। তাঁহার বিবরণানুসারে যে স্থলে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, সে স্থলেও ভারতবর্ষের বিস্তার ১৬,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া। উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকেই ইহার দৈর্ঘ্য এবং এই দৈর্ঘ্য যে স্থলে সর্ব্বাপেক্ষা কম, সে স্থলে ২২,৩০০ ষ্টাডিয়া, মেগস্থেনিস ইহাই বলিয়াছেন।

নবমাংশ

(এই অংশ ষ্ট্রাবোর ২।১, ১৯—১৬ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে)

সপ্তর্ষিমণ্ডলের অস্তগমন

অপিচ, তিনি (ইরাটসথিনিস) ডিমাকসের অজ্ঞতা ও এই সকল বিষয়ে অপরিণামদর্শিতা দেখাইবার জন্য ডিমাকস যে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হরিপদ ও অয়নবৃত্তের মধ্যে অবস্থিত এবং মেগস্থেনিস যে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে সপ্তর্ষি-

মণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয় না এবং ছায়া বিপরীত দিকে পতিত হয়, ডিমাকস যে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এই মতের সহিত একমত হইতে পারেন নাই, কিন্তু সপ্তর্ষিমণ্ডল ভারতবর্ষের কোথায়ও দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হয় না এবং ছায়া বিপরীত দিকে পতিত হয় না (১) মেগস্থেনিসের এই উক্তির প্রতিবাদ করার জন্য, তিনি ডিমাকসের অজ্ঞতা প্রদর্শন করাইয়াছেন।

---

(১) আলেকজান্দারের সমকালীন নিয়ার্কাস, অনিসিক্রিটস, বিটো প্রভৃতি লেখকগণ এই প্রকার বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

দশমাংশ

(এই অংশ প্লিনিনামক গ্রন্থকারের "প্রাণিতত্ত্ব" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের ৬।২২, ৬ হইতে গৃহীত হইয়াছে)

সপ্তর্ষিমণ্ডলের অস্তগমন

প্রাসীদিগের পরেই, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে মোনিডিস এবং সুয়ারি (১) জাতি বাস করে। মালিয়াস পর্ব্বত ইহাদেরই অধিকৃত। এই পর্ব্বতে শীত ঋতুতে ছয়মাস উত্তর দিকে এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে ছয়মাস দক্ষিণ দিকে ছায়া পতিত হয়। বীটন বলেন যে, এই প্রদেশে সপ্তর্ষিমণ্ডল বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র পনর দিবসের জন্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মেগস্থেনিস বলেন যে, ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

সালিনাস ৫২।১৩

পালিবোথ্রার পরে মালিয়াস পর্ব্বত। এই পর্ব্বতে পর্য্যায়-ক্রমে শীতকালে ছায়া উত্তরদিকে এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিকে পতিত হয়। বীটন বলেন যে, ভারতবর্ষের এই প্রদেশে, বৎসরে মাত্র পনর দিবসের জন্য সপ্তর্ষিমণ্ডল দৃষ্ট হয়! বিটন আরও বলেন যে, ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

(১) কানিংহাম সাহেব তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূগোল" নামক পুস্তকে মোনিডিসকে ভাগলপুরের দক্ষিণস্থ মন্দারপর্ব্বত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কানিংহাম সুয়ারিকে শবর জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।' "The Suari of Pliny are the Sabarrae of Ptolemy and both may be identified with the aboriginal Savaras or Suars, a wild race of woodcutters who lived in jungles without any fixed habitation" (Cunningham's Geography).

একাদশ অংশ

(এই অংশ ষ্ট্রাবো ১৫।১,২০-৩৬৩ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত হইল)

ভারতবর্ষের উর্ব্বরতা

ভারতবর্ষে বৎসরে দুইবার করিয়া শস্য উৎপন্ন হয়, মেগস্থেনিস এতদ্দ্বারা ঐদেশের উর্ব্বরতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইরাটসথিনিসও এইরূপ বলেন, কারণ, তিনি লিখিয়াছেন যে, শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই শস্য বপন করা হয় এবং উভয় ঋতুতেই বৃষ্টি হয়। তিনি বলেন যে, এমন কোন বৎসর দেখা যায় না, যে বৎসরে উভয় ঋতুতেই বর্ষা হয় না, এবং এই জন্য ভূমি এত উর্ব্বরা যে প্রচুর শস্য পাওয়া যায়। বৃক্ষে যথেষ্ট ফল জন্মে এবং তরুলতার মূল (বিশেষতঃ দীর্ঘনলের মূলগুলি) স্বভাবতঃ এবং সিদ্ধ হইলেও মিষ্ট। কেননা, মেঘ হইতে যে বারিপতন হয়, অথবা নদী হইতে তাহারা যে জল গ্রহণ করে, এই উভয় রসই সূর্য্যের কিরণে উত্তপ্ত হয়। ইরাটসথিনিস্ এই প্রসঙ্গে একটী বিশেষ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন :—কারণ, অপরে যাহাকে ফলের পরিপক্কতা বলে, ভারতবাসীরা তাহাকে রন্ধন বলে, কারণ অগ্নিতে সিদ্ধ করিলে উহার যেমন স্বাদ হয়, রৌদ্রতপ্ত হইলেও তাহাই হয় (১)। উপর্য্যুক্ত লেখক ইহাও

(১) মূল এইরূপ "Eratosthenes uses here a peculiar expression : for what is called by others the ripening of fruits and the juices of plants is called among the Indians Coction, which is as effective in producing a good flavour as the Coction by fire itself."

বলেন যে, জলের উষ্ণতার জন্যই যে সকল বৃক্ষের শাখা হইতে চক্র প্রস্তুত হয়, তাহাদের শাখা আশ্চর্য্যরূপে নমনীয় এবং এই কারণেই একজাতীয় বৃক্ষে পশম জন্মে।

(ইরাটসথিনিস হইতে ষ্ট্রাবো কর্ত্তৃক উদ্ধৃত
১৫।১, ১৩ -৬৯০পৃষ্ঠা)

ইরাটসথিনিস বলেন যে, ভারতবর্ষের বৃহৎ নদ নদী হইতে বাষ্প এবং ইটিসিয়ান (২) বায়ুর জন্য ভারতবর্ষ গ্রীষ্ম কালীন বারিপতন দ্বারা সিক্ত হয় এবং সমতল ভূমিগুলি প্লাবিত হয়। এই বর্ষাকালে শন, জোয়ার, তিল, জব এবং বস্পোরাম রোপিত হয়।

---

(২) ইটিসিয়ান বাতাস—গ্রীষ্মকালে যে বায়ু ভূমধ্যসাগরে বহিতে থাকে, তাহাই ইটিসিয়ান বায়ু নামে কথিত হয়। প্রাচীন গ্রীকগণ মনে করিতেন যে, সিরিয়াস নামক নক্ষত্রের উদয় হইবার পূর্ব্বে চল্লিশ দিন ধরিয়া ইজিয়ান সমুদ্রে এই বাতাস প্রবাহিত হইত।

দ্বাদশ অংশ

(এই অংশ ষ্ট্রাবো, ১৫।১, ৩৭।৭০৩ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত হইল)

ভারতবর্ষের কতিপয় বন্য জন্তু

মেগস্থেনিসের বৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাঘ্রগুলি প্রাসিয়াই দেশে পাওয়া যায়; তাহারা সিংহের দ্বিগুণ এবং এরূপ বলবান্ যে, চারিজন রক্ষক কর্ত্তৃক রক্ষিত, একটী পালিত ব্যাঘ্র, একটী অশ্বতরের পশ্চাদ্দেশের পদ ধরিয়া তাহাকে পরাভূত করিয়া তাহার নিকট আকর্ষণ করিয়া আনে। বানরগণ বৃহদাকারের সারমেয়াপেক্ষাও বড়। তাহাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু দেহের অন্যান্য স্থল শ্বেতবর্ণ। কিন্তু অন্যত্র অন্য প্রকারেরও দেখা যায়। তাহাদের লেজ দুই হস্তের অধিক দীর্ঘ। তাহারা অত্যন্ত পোষ মানে, হিংস্রপ্রকৃতি-বিশিষ্ট নহে এবং কাহাকেও আক্রমণ বা চুরি করে না। এতদ্দেশীয় ভূগর্ভস্থ প্রস্তরগুলির ধূনার ন্যায় বর্ণ এবং এই সকল প্রস্তর ডুম্বুর বা মধু অপেক্ষা মিষ্ট। দেশের কোন কোন স্থলে বাদুড়ের ন্যায় পক্ষবিশিষ্ট দ্বিহস্তদীর্ঘ সর্প আছে। তাহারা রাত্রিকালে উড়িয়া বেড়ায় এবং অসতর্ক ব্যক্তিগণের গাত্রে ঘর্ম্ম বা মূত্র নিক্ষেপ করিয়া গলিতক্ষত উৎপাদন করে। অত্যন্ত বৃহদাকারের, পক্ষবিশিষ্ট বৃশ্চিকও দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় আবলুশ কাষ্ঠ জন্মে। এতদ্দেশে, পরাক্রান্ত ও

সাহসী সারমেয় পাওয়া যায় ; ইহাদের নাসারন্ধ্রে জল না ঢালিয়া দিলে ইহারা কিছুতেই ধৃত বস্তু পরিত্যাগ করে না। ইহারা এত দৃঢ়রূপে কামড়াইয়া ধরে যে, কাহারও চক্ষু বিকৃত হইয়া যায় এবং কাহারও কাহারও চক্ষু কোটর হইতে বহির্গত হইয়া পড়ে। একটি কুকুর, একটি সিংহ ও ষণ্ডকে দৃঢ়রূপে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল। ষণ্ডের মুখ এরূপভাবে দংশন করিয়াছিল যে, সারমেয়কে অপসারিত করিবার পূর্ব্বে ষণ্ডের মৃত্যু হইয়াছিল।

ত্রয়োদশ অংশ

(এই অংশ ইলিয়ান নামক গ্রন্থকারের প্রাণিতত্ত্ব নামক গ্রন্থের ১৭।৩৯ হইতে গৃহীত হইয়াছে)

ভারতীয় বানর

মেগস্থেনিস বলেন যে, ভারতবর্ষের অন্তঃপাতী প্রাসীদেশে বৃহদাকারের সারমেয়াপেক্ষা বড় বানর আছে। তাহাদের লাঙ্গুল ৫ হাত দীর্ঘ ; তাহাদের কপালে চুল জন্মে এবং তাহাদের বক্ষোদেশে ঘন শ্মশ্রু বিলম্বিত থাকে। তাহাদের মুখমণ্ডল শ্বেত ; কিন্তু শরীরের অন্যান্য স্থান কৃষ্ণবর্ণ। তাহারা গৃহপালিত, এবং মনুষ্যের প্রতি অনুরক্ত এবং অন্যান্য দেশের বানরের ন্যায় তাহারা হিংস্র-প্রকৃতির নহে।

(নিম্নোদ্ধৃত অংশ ইলিয়ানের গ্রন্থের ১৬।১০
হইতে লওয়া হইয়াছে।)

লোকপরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে, ভারতবর্ষের অন্তর্গত প্রাসী নামক অধিবাসীদের মধ্যে, মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধিমান্ এবং হির্কেনিয়ান (১) দেশের কুকুরের ন্যায় একপ্রকার বানর আছে। তাহাদিগের কপালে স্বভাবজাত কেশগুচ্ছ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত নহেন, তাঁহারা মনে করিবেন যে, উহা কৃত্রিম। সাটীরের (২) ন্যায় তাহাদের চিবুক ঊর্দ্ধমুখী এবং তাহাদিগের লাঙ্গুল সিংহের লাঙ্গুলের ন্যায় বলশালী। তাহাদিগের মুখ এবং লাঙ্গুলের অগ্রভাগ ঈষৎ লাল; এতদ্ব্যতীত অন্যান্যাংশ শাদা; এই সকল বানর অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ এবং সহজেই পোষমানে। তাহাদের বনেই জন্ম হয় এবং তাহারা পর্ব্বত-জাত ফল সকল ভোজন করিয়া বনেই বাস করে। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া লাটজী (৩) নামক ভারতীয় নগরের উপকণ্ঠে গমন করে এবং এই স্থানে রাজার আদেশানুযায়ী যে ভাত রাখা হয়, তাহারা তাহাই ভক্ষণ করে। প্রকৃত পক্ষে, প্রত্যহই তাহাদিগের ভোজনের জন্য সদ্যঃপ্রস্তুত আহার্য্য রাখা হয়। কথিত হয়, যে ক্ষুন্নিবৃত্তি হইলে

(১) হির্কেনিয়া-কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্ত্তী প্রদেশ।

(২) সাটীর—প্রাচীন গ্রীসীয় গ্রন্থকারগণ গোল নাসিকাবিশিষ্ট, পশুদিগের ন্যায় কর্ণ ও পুচ্ছবিশিষ্ট একপ্রকার কাল্পনিক জীবের বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩) এই নগরের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

তাহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া স্বীয় আবাসভূমি বনে প্রত্যাগমন করে; পথিমধ্যে কোন বস্তুরই অনিষ্টসাধন করে না (৪)।

চতুর্দ্দশ অংশ

(ইলিয়ানের প্রাণিতত্ত্বের ১৬।৪১ হইতে গৃহীত অংশ)

বৃশ্চিক ও সর্প

মেগস্থেনিসের বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষে পক্ষবিশিষ্ট যে বৃহদাকারের বৃশ্চিক আছে, তাহা ইউরোপীয় ও ভারতবাসী সকলকেই সমান ভাবে দংশন করে। ভারতবর্ষে পক্ষবিশিষ্ট সর্পও আছে। এই সকল সর্প দিবাভাগে গমনাগমন করে না, কিন্তু রাত্রিকালে, তাহারা গমনাগমনকালীন মূত্র ত্যাগ করে। এই মূত্র কাহারও গাত্র স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ গলিত ক্ষত জন্মে। মেগস্থেনিস এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪) প্রাসী—প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম বলেন যে, "Strabo and Pliny agree with Arrian in calling the people of Palibothra by the name of Prasii which modern writers have unanimously referrėd to the Sanskrit Prachya. But, it seems to me that Prasii is only the Greek form of Palasa or Parasa which is an actual and well-known name of Magadha", অর্থাৎ, কানিংহাম সাহেবের মতে মগধে প্রচুর পলাশ্ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইত বলিয়া এই দেশকে গ্রীস দেশবাসিগণ এই নামে আখ্যাত করিত। প্রাসঙ্গিক ভাবে বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমানেও মগধে প্রচুর পরিমাণে পলাশবৃক্ষ দৃষ্ট হয়।

পঞ্চদশ অংশ

(নিম্নোদ্ধৃত অংশ ষ্ট্রাবো ১৫৬, ৭১০-৭১১ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত হইয়াছে)

ভারতবর্ষের বন্য জন্তু ও নল

মেগস্থেনিস বলেন যে, ভারতবর্ষে এক প্রকার প্রস্তরবর্ষণকারী বানর আছে, যাহারা তাহাদের অনুসরণকারীদিগের উপর প্রস্তর বর্ষণ করে। তিনি বলেন যে, যে সকল জন্তু আমাদের দেশে গৃহপালিত, তাহারা ভারতবর্ষে তদ্রূপ নহে। তিনি এক শৃঙ্গ-বিশিষ্ট এবং হরিণের ন্যায় মস্তক-বিশিষ্ট অশ্ব, ত্রিশ অর্গুইয়াই (১) দীর্ঘ বেত্র এবং ৫০ অর্গুইয়াই দীর্ঘ এবং তিন হইতে ছয় হস্ত পরিধি-বিশিষ্ট অন্য একপ্রকার বেত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

(ইলিয়ানের প্রাণিতত্ত্ব ১৬।২০, ২১ হঃতে উদ্ধৃত)

কতিপয় বন্যজন্তু

কথিত হয় যে, ভারতবর্ষের কোন ২ জেলায় (আমি অভ্যন্তরস্থ জেলা সকলের কথা বলিতেছি) দুরারোহ পর্ব্বতে বন্য জন্তু বাস করে। এই সকল পর্ব্বতে আমাদের দেশীয় পালিত জন্তুও আছে, তবে, তাহারা বন্য। কারণ, এইরূপ শোনা যায় যে, সেই দেশে বন্য মেষও আছে; এতদ্ব্যতীত, কুকুর, ছাগল, বৃষও তথায় ইচ্ছামত বিচরণ করে, কারণ, তাহারা সেই দেশে মেষপালকের অধীন

(১) অর্গুইয়াই = ৪ হস্ত,

নহে। তাহারা যে সংখ্যাতীত, তাহা যে কেবল ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় লেখকগণ বলেন, তাহা নহে; তদ্দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণও (যাহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ গণ্য হইবার যোগ্য) বলেন। ইহাও কথিত হয় যে, ভারতবর্ষে এক শৃঙ্গবিশিষ্ট এক প্রকার জন্তু আছে, যাহাকে তদ্দেশবাসীরা কর্ত্তাজোন (১) বলিয়া অভিহিত করে। ইহা আকারে পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত ঘোটকের ন্যায় এবং ইহার শিখা ও রেশমের ন্যায় কোমল পীতবর্ণ রোম আছে। ইহার সুন্দর পা আছে এবং এই জন্তু অত্যন্ত দ্রুতগামী। ইহার পদগুলি সন্ধিশূন্য এবং হস্তীর ন্যায় এবং ইহার শূকরের ন্যায় পুচ্ছ আছে। ইহার ভ্রূযুগলের মধ্যস্থান হইতে শৃঙ্গ উঠে। এই শৃঙ্গ সরল নহে; কিন্তু, ইহা স্বভাবতঃ মাল্যাকারে গ্রথিত এবং কৃষ্ণবর্ণ। প্রবাদ এই যে, এই শৃঙ্গ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। আমি শুনিয়াছি যে, এই জন্তুর রব অত্যন্ত উচ্চ এবং কর্কশ-এমন কি এ বিষয়ে ইহার তুলনা নাই। ইহা অপর সকল জন্তুকে ইহার নিকটে আসিতে দেয় এবং তাহাদিগের সহিত ভাল ব্যবহার করে, কিন্তু স্বজাতীয়ের সহিত অত্যন্ত কলহপ্রিয়। পুরুষ জাতীয় জন্তুগুলি কেবল যে নিজ ২ শৃঙ্গে ঘর্ষণ করিয়া পরস্পরের সহিত বিবাদ করে, তাহা নহে; তাহারা, স্ত্রীজাতীয়া জন্তুগুলির সহিতও যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে এবং এতদূর বিবাদপ্রিয় যে প্রতিপক্ষ যুদ্ধে হত না হইলে ইহারা ক্ষান্ত হয় না। এই জন্তুর প্রত্যেক অঙ্গই বলশালী, কিন্তু ইহাদের শৃঙ্গ এত বলবান্ যে, কিছুই ইহাকে

(১) "Kartazon".

প্রতিহত করিতে পারে না। এই জন্তু নির্জ্জন চরণভূমিতে একাকী বিচরণ করিতে ভালবাসে ; কিন্তু শৃঙ্গারকালে স্ত্রীজাতীয় জন্তুর সংসর্গ পছন্দ করে ; এমন কি, উভয়ে একত্র আহার করে। সঙ্গমকাল অতীত হইলে এবং স্ত্রীজাতীয় জন্তু গর্ভবতী হইলে, পুরুষটী পুনরায় হিংস্রভাবাপন্ন হয় এবং নির্জ্জনে বাস করিতে চেষ্টা করে। শুনা যায় যে, ইহাদের শাবকগুলি, অতি বাল্যকালে প্রাসীদিগের রাজার নিকট নীত হয় এবং সাধারণ উৎসবের সময় একটী অপরের সহিত যুদ্ধে নিয়োজিত হয়। পূর্ণবয়স্ক জন্তু কদাচ ধৃত হইয়াছে, এরূপ কথা কাহারও স্মরণ হয় না।

পরম্পরা অবগত হওয়া যায় যে, যে পর্য্যটক ভারতবর্ষের প্রান্ত দেশীয় পর্ব্বত উত্তীর্ণ হয়, সে নিবীড় বনপূর্ণ উপত্যকা দেখিতে পায়। ভারতবাসীরা ইহাকে করূদা বলে। এই সকল উপত্যকায় সাটীরের ন্যায় আকার এবং কর্কশ রোমাবৃত ও অশ্বের ন্যায় পুচ্ছবিশিষ্ট একপ্রকার জন্তু বাস করে। যদি এই সকল জন্তুকে উত্ত্যক্ত না করা যায়, তবে তাহারা বন্য ফল খাইয়া গুল্মবনে বাস করে ; কিন্তু, যদি তাহারা শিকারীর চীৎকার এবং কুকুরের ডাক শ্রবণ করে, তবে তাহারা অত্যন্ত দ্রুত বেগে পর্ব্বতের উচ্চদেশে আরোহণ করে, কারণ এই সকল জন্তু পর্ব্বতারোহণে অত্যন্ত অভ্যস্ত। তাহারা প্রস্তর গড়াইয়া আক্রমণকারীদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে এবং এই প্রকারে অনেককে হত করে। যাহারা প্রস্তর গড়াইয়া দেয়, তাহাদিগকে ধৃত করা অত্যন্ত কঠিন। কথিত হয় যে, কয়েকটী জন্তুকে অত্যন্ত কষ্টে এবং

দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া প্রাসীগণের নিকটে আনা হইয়াছিল, কিন্তু এই সকল জন্তু হয় পীড়িত ছিল, অথবা গর্ভবতী স্ত্রী-জন্তু ছিল; প্রথমোক্তগুলি পীড়ার জন্য দুর্ব্বল হইয়া পলায়নে অসমর্থ হইয়াছিল এবং অন্যগুলি, গর্ভের ভারের জন্য পলায়ন করিতে পারে নাই এবং এইজন্যই এই দুই প্রকারের জন্তু ধৃত করা সম্ভব হইয়াছিল।

ষোড়শ অংশ

(প্লিনির "প্রাণিতত্ত্ব" ৮।১৪, ১)

বোরাসর্প

মেগস্থেনিস বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে সর্প আয়তনে এত বৃহৎ হয় যে, তাহারা এক একটী সমগ্র হরিণ বা বৃষ গ্রাস করে।

(সলিনাস ৫২, ৫৩)

সর্পগুলি এরূপ প্রকাণ্ড যে, তাহারা এক একটি সম্পূর্ণ হরিণ অথবা তদ্রূপ বৃহৎ জন্তু গ্রাস করে।

সপ্তদশ অংশ

(ইলিয়ান 'প্রাণিতত্ত্ব' ৮।৭)

বৈদ্যুতিক বাণমৎস্য

আমি মেগস্থেনিস হইতে জানিতে পারি যে, ভারতীয় সমুদ্রে একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য আছে, উহা জীবিতাবস্থায় দেখা যায় না; কারণ, ইহা সদাসর্ব্বদা গভীর জলে সন্তরণ করে এবং ইহার মৃত্যু হইলে জলের উপরে ভাসিতে থাকে। যদি কেহ এই জাতীয় মৎস্যকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে সে অবসন্ন ও মূর্চ্ছা যায়; অধিক কি, মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অষ্টাদশ অংশ

(প্লিনির "প্রাণিতত্ত্ব" ৬।২৪, ১ হইতে উদ্ধৃত)

তাপ্রোবেণ

মেগস্থেনিস বলেন যে, তাপ্রোবেণ (১) মহাদেশ হইতে একটী নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ; অধিবাসীরা পালেওগনই (২) নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং ঐ দেশে, ভারতবর্ষাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সুবর্ণ এবং বৃহৎ মুক্তা পাওয়া যায়।

(সলিনাস ৫৩, ৩ হইতে উদ্ধৃত)

একটী নদী প্রবাহিতা হইয়া তাপ্রোবেণকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। কারণ ইহার একভাগ ভারতবর্ষীয় বন্য পশু ও হস্তিসকল অপেক্ষা বৃহদাকারের জন্তুপরিপূর্ণ এবং অন্যভাগ মনুষ্যের অধিকৃত।

(১) তাপ্রোবেণ সম্বন্ধে "প্রাচীনভারতের" প্রথম খণ্ডে কয়েক স্থলে আলোচনা করা হইয়াছে। ম্যাক্রিণ্ডল লিখিয়াছেন যে, এই দ্বীপ ভিন্ন২ নামে পরিচিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহা লঙ্কানামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, কিন্তু প্রাচীন গ্রীকগণ এই নাম অবগত ছিলেন না। টলেমীর পূর্ব্বে কোন কোন গ্রীক লেখক ইহাকে সিমুন্দু (Simundu) বা পালি সিমুণ্ড (Palisimunda) বলিয়াছেন। ম্যাক্রিণ্ডলের মতে এই শব্দগুলি সংস্কৃত পালিসীমান্ত (Palisimanta) হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কেহ২ ইহাকে 'তাপ্রোবেণ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাপ্রোবেণ সংস্কৃত তাম্রপর্ণী হইতে গৃহীত হইয়াছে। অশোকের গীর্ণার শিলালিপিতে তাম্রপর্ণী শব্দ দৃষ্ট হয়। কেহ বা ইহাকে সালিস (Salice), শীর্লদিব, (Sirledivo) স্বর্ণদ্বীপ, (Serendip) সিলোন (Ceylon) নামে অভিহিত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ, এই শব্দগুলি পালি সিঞ্জল (সংস্কৃত সিংহল) শব্দ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

(২) Palaigoni—এই শব্দ কি হইতে উদ্ভূত সে সম্বন্ধে নানাব্যক্তি নানারূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ঊনবিংশ অংশ

(আন্টিগোনাস হইতে উদ্ধৃত)

সামুদ্রিক বৃক্ষ

"ইণ্ডিকা" গ্রন্থের গ্রন্থকার মেগস্থেনিস উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভারতীয় সমুদ্রে বৃক্ষ জন্মে।

বিংশ অংশ

(আরিয়ানের 'ইণ্ডিকা'র ৪।২-১৩ হইতে গৃহীত)

সিন্ধু এবং গঙ্গা

মেগস্থেনিস বলেন যে, গঙ্গা এবং সিন্ধুর মধ্যে গঙ্গা অপরটী অপেক্ষা অনেক বড় এবং অন্যান্য যে সকল লেখকগণ গঙ্গার কথা উল্লেখ করেন, তাঁহারাও মেগস্থেনিসের সহিত একমত। কারণ, এই নদী উৎপত্তি-স্থলেইত বৃহৎ, তাহার উপর নৌচলনোপযোগী কৈনাস, ইরান্নোবোয়াস এবং কসোয়ানাস (১) নামক

(১) কৈনাস—কেহ কেহ ইহাকে যমুনার শাখানদী কান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইরান্নোবোয়াস—ইহাকে শোণ নদী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। গ্রীক-লেখকগণ পাটলিপুত্রকে গঙ্গা ও ইরান্নোবোয়াসের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত হিরণ্যবাহ হইতে এই শব্দ উদ্ভূত

শাখানদীগুলি গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, নৌচলনোপযোগী সোনাস, সিট্রকোটীস এবং সোলোমাটিস নামক

হইয়াছে। হিরণ্যবাহ এবং হিরণ্যবাহু শোণেরই নাম। কসোয়ানাস—প্লিনি ইহাকে কোসোয়াগস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ ইহাকে সংস্কৃত কৌশিকী হইতে উদ্ধৃত বলিয়াছেন। অধ্যাপক সোয়ানবেক বলেন যে, সংস্কৃত কোষবহ শব্দ হইতে এই শব্দ গৃহীত হইয়াছে এবং সেই জন্য ইহা হিরণ্যবাহের ন্যায় শোণেরই অন্যতম নাম। সোনাস শোণ নদী। ম্যাক্রিণ্ডল বলিয়াছেন যে, এই শব্দ সংস্কৃত সুবর্ণ হইতে গৃহীত। ইহার বালুকা পীতবর্ণের ছিল বলিয়া অথবা বালুকার সহিত সুবর্ণরেণু পাওয়া যাইত বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছিল। সিট্রকোটীস এবং সোলোমাটিস নামক নদীদ্বয়কে নির্দ্দেশ করা যায় না। কানিংহাম শেষোক্তকে সরযু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু অন্যতম প্রত্নতত্ত্ববিৎ বেনফী ইহাকে সরস্বতী বলিয়াছেন। কণ্ডোচাটীস বর্ত্তমান গণ্ডক। এই নদীতে শৃঙ্গধারী কুম্ভীর বাস করিত বলিয়া গণ্ডক (গণ্ডার—বহুল) নামকরণ হইয়াছিল। সাম্বস—কেহ কেহ ইহাকে যমুনার শাখানদী সম্বল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাগনকে ম্যানার্টনামক লেখক রামগঙ্গা বলিয়াছেন। আগোরানিস—ভৌগলিক রেনেল ইহাকে ঘগরা (ঘরঘরা) বলিয়াছেন। ওমালিস—সোয়ানবেক ইহাকে বিমলা নাম্নী কোন নদী বলিতে চাহেন, কিন্তু অন্যান্য লেখকগণ ইহাকে নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। কমেনাসেস—রেনেল এবং লাসেন ইহাকে কর্ম্মনাশা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাকোথিস—ম্যানার্ট ইহাকে গুম্তী এবং লাসেন ভগবতী বলিয়াছেন। আন্দোমাটিস—লাসেন ইহাকে অন্ধমতী (বর্ত্তমান তংসা) বলিয়াছেন, কিন্তু কেহ কেহ উহাকে দামুদা (দামোদর) বলিয়াছেন। কাটাডুপ ও আমিষ্টিশকে কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। আম্বিমাগিস—পাঞ্চালীজাতি; পাঞ্জাবের দোয়াবে বাস করিত।

নদীগুলি এবং কণ্ডোচাটীস সাম্বস, মাগন, আগোরানিস এবং ওমালিসও গঙ্গায় প্রবেশ করিয়াছে। অধিকন্তু, কমেনাসেস

আস্কিমাগিস—ইক্ষুমতী নদী। ইরেনিশিস—বারাণসী। মাথী সম্ভবতঃ মগধ-বাসীদেরই বলা হইয়াছে। হাইড্রাওটীস—সংস্কৃত ঐরাবতী বর্ত্তমান নাম রাবী। কাম্বিস্থলই শব্দ, ম্যাক্রিণ্ডল বলিয়াছেন যে, অন্যত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না; সোয়ানবেক ইহাকে কপিস্থল বলিয়াছেন। হাইফাসিসকে হাইড্রাওটীসের শাখানদী বলিয়া আরিয়ান ভ্রম করিয়াছেন; বস্তুতঃ উহা আকিসাইনে প্রবেশ করিয়াছে। হাইফসীস (সংস্কৃত বিপাসা) শতদ্রুতে মিলিত হইয়াছে। আষ্ট্রোবি আরিয়ান ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। সারঙ্গেস ও নিউড্রাস নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। হাইডাসাপিস—বিতস্তা—বর্ত্তমানে ইহা ঝিলম নামে আখ্যাত হয়। টলেমি ইহাকে বিদাস্পাস Bidaspes বলিয়াছেন। অক্সিড্রাকাই—লাসেন ইহাকে ক্ষুদ্রক বলিয়াছেন। অক্সিড্রাকাই জাতি আলেকজান্দারকে ১০৩০ চতুরাশ্ব যোজিত রথ, ১০০০ ঢাল এবং অন্যান্য উপহার প্রদান করে। ভিনসেণ্টস্মিথের ইতিহাসের ৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আকিসাইন—চেনাব। মাল্লি—অনেকে ইহা বর্ত্তমান মালব বলিয়াছেন। আলেকজান্দারের অভিযানকালে মল্লজাতি তাঁহার গতিরোধ করিয়াছিল। আলেকজান্দার ইহাদিগের সহিত যুদ্ধেই গুরুতররূপে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরাস্ত হইয়া এই জাতি আলেকজান্দারের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। তৌতাপস—ম্যাক্রিণ্ডল ইহাকে শতদ্রুর নিম্নভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোফিন-কাবুল নদী। অন্যান্য নদী কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। অভিসারিস—সংস্কৃত অভিসার হইতে গৃহীত হইয়াছে। অভিসারের পার্ব্বত্যরাজ আলেকজান্দারের অধীনতা স্বীকার করেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে অভিসাররাজই আলেকজান্দার কর্ত্তৃক স্যাট্রাপ বা Satrap শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

নামক বৃহতী নদী কাকোথিস, এবং মধ্যান্দিনি নামক ভারতীয় জাতির অধিকৃত দেশমধ্য দিয়া প্রবাহিতা। আন্দোমাটিস নদীও গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়াছে। এই সকল নদী ভিন্ন কাটাডুপ নগরের পাদদেশ ধৌতকারিণী আমিষ্টিস, এবং পাজালি নামক জাতির দেশে উৎপন্না অক্সিমাগিস, এবং মাথী নামক ভারতীয় জাতির দেশে উৎপন্না ইরেনেসিসও গঙ্গায় প্রবেশ করিয়াছে। মেগস্থেনিস এই সকল নদী সম্বন্ধে বলেন যে, মিনান্দার যে স্থলে নৌচলনোপযোগী, সেই স্থলের সহিত তুলনায় ইহাদের কোনটীও ক্ষুদ্রা নহে। গঙ্গার সম্বন্ধেত কথাই নাই; কারণ, যে স্থলে উহা সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণা, সে স্থলেও উহার বিস্তৃতি একশত ষ্টাডিয়া; এবং অনেক স্থলেই ইহা হ্রদাকারে পরিণতা হইয়াছে; সুতরাং যে স্থলের ভূমি সমতল এবং উচ্চনীচ নহে, তথায় এক তীর হইতে অপর তীর দৃষ্টিগোচর হয় না। মেগস্থেনিস বলেন যে, সিন্ধুও গঙ্গার ন্যায়। ক্যাম্বিস্থলই দেশ হইতে উদ্ভূতা হাইড্রাওটীস, আষ্ট্রীবাই-দিগের দেশ মধ্যদিয়া প্রবাহিতা হাইফাসিস এবং সিসিয়ান দেশের সারঙ্গেস এবং আটাকেনাইদিগের নিউড্রাসের সহিত মিলিতা হইয়া আকেসাইনে প্রবেশ করিয়াছে। হাইডাসপিস অক্সিড্রাকাই-দিগের দেশ হইতে উৎপন্না হইয়া এবং অরিসজী দেশের সিনারাসের সহিত মিলিতা হইয়া আকিসাইনে প্রবেশ করিয়াছে এবং আকি-সাইন মাল্লি দেশমধ্যে সিন্ধুর সহিত মিলিতা হইবার পূর্ব্বে তৌতা-পস নামক ইহার প্রধান শাখার সহিত একত্র হইয়াছে। এই সমুদায় শাখা নদীর সহিত মিলিতা হওয়ার জন্য আকিসাইন প্রবৃদ্ধা

হওয়াতে, সে এই সকল নদীকে নিজ নাম প্রদান করিয়াছে এবং যতক্ষণ সিন্ধুর সহিত মিলিতা না হইয়াছে, ততক্ষণ নিজ নাম রক্ষা করিয়াছে। কোফিন নদীও নিউ কেলাইটীসে উৎপন্না হইয়া এবং মলস্তাস, সোয়াষ্টাস এবং গ্যারোইয়ার সহিত সিন্ধুতে প্রবেশ করিয়াছে। সিন্ধুর সহিত এই সকল নদী মিলিতা হইবার পূর্ব্বে, পরিয়ানিস এবং সপর্ণাস পরস্পর হইতে অল্প দূরে সিন্ধুর সহিত মিশিয়াছে। আবিসারিয়ানদিগের পার্ব্বত্যদেশে উৎপন্না সোয়ানাসও একাকিনী সিন্ধুর গর্ভে পড়িয়াছে। মেগস্থেনিস বলেন যে, সকল নদীই নৌচলনোপযোগী। এই জন্য তিনি যে সিন্ধু ও গঙ্গার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ডানিয়ুব ও নীলের উহাদিগের সহিত তুলনা হইতে পারে না, তাহা আমাদের অবিশ্বাস করা উচিত নহে।

(প্লিনির 'প্রাণিতত্ত্ব' ৬।২১, ৯-২২ হইতে উদ্ধৃতাংশ)

প্রিনস এবং কাইনস নামক গঙ্গার শাখানদীদ্বয়ই নৌ-চলনোপযোগী। গঙ্গাতীরে কালিঙ্গী নামে এক জাতি বাস করে (১); ইহারা সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে থাকে। ইহাদের উত্তরে মাণ্ডি এবং মালিজাতি; শেষোক্ত জাতির দেশে মালাস পর্ব্বত। গঙ্গা এই সকল ভূভাগের সীমা নির্দ্দেশ করে। কেহ কেহ বলেন যে, এই নদী নীলনদের ন্যায় অজ্ঞাত স্থান হইতে উৎপন্না হইয়াছে এবং নীলের ন্যায় যে সকল জনপদের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহাদিগকে প্লাবিত করে; অপরে বলেন যে, সীথীয়ানদেশীয় পর্ব্বতমালা হইতে

(১) সম্ভবতঃ বর্ত্তমান কলিঙ্গদেশ হইতে কালিঙ্গী শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে।

গঙ্গা উদ্ভূতা হইয়াছে। কথিত হয় যে, উনিশটী শাখানদী গঙ্গায় প্রবেশ করিয়াছে; তন্মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত নদীগুলি ব্যতীত কণ্ডোচাটীস, ইরানাবোয়াস, কোসোয়াগস এবং সোনাস নৌচলনোপযোগী। অন্যান্যের মতে ইহা উৎস হইতে বজ্রনির্ঘোষ-স্বরে নির্গতা হইয়া ও অত্যুচ্চ পর্ব্বতস্থ প্রণালী দিয়া সমতল ভূমিতে পৌছিবামাত্র হ্রদে আশ্রয় লয় এবং তথা হইতে শান্তভাবে প্রবাহিতা হয়। কোথায়ও ইহা বিস্তারে আটমাইলের কম নহে এবং গভীরতা কোনস্থানেই কুড়ি ফাদমের কম নহে।

(সলিনাস ৫২।৬, ৭ হইতে গৃহীত অংশ)

গঙ্গা ও সিন্ধু ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী; কাহারও কাহারও মতে গঙ্গা অজ্ঞাত উৎস হইতে বহির্গতা হইয়া নীলনদের ন্যায় ইহার কূল প্লাবিত করে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা সীথীয়ান দেশীয় পর্ব্বত হইতে নির্গতা হইয়াছে। ভারতবর্ষে হাইফানিস (২) নামে একটী বৃহৎ নদী আছে; এই নদী আলেক-জান্দারের গতিরোধ করিয়াছিল; নদীতীরস্থ বেদী হইতে ইহা প্রমাণিত হয়। গঙ্গার সর্ব্বাপেক্ষা কম বিস্তার আট মাইল এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কুড়ি মাইল। ইহার গভীরতা যে স্থলে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সে স্থলেও একশত ফীট্।

(২) আলেকজান্দার হাইফাসিস নদী তীর হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। হাইফাসিস নদীতীরে গ্রীববীর দ্বাদশটি বেদীনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন যে, গঙ্গার বিস্তৃতি কোনস্থলেই ৩০ ষ্টাডিয়ার কম নহে ; কিন্তু কাহারও কাহারও মতে মাত্র তিন ষ্টাডিয়া, কিন্তু মেগস্থেনিসের মতে মোটের উপর ইহার বিস্তৃতি একশত ষ্টাডিয়া ও সর্ব্বনিম্ন গভীরতা কুড়ি অর্গুইয়া (৩)।

---

(৩) থর্ণটন বলিয়াছেন যে "ভাগীরথী ঘাড়ওয়াল প্রদেশে গঙ্গোত্রির নিকট প্রথম দৃষ্ট হয় এবং দেবপ্রাগ হইতে ইহা গঙ্গানামে অভিহিতা হয়। বর্ষাকালে কোন কোন স্থলে গঙ্গা প্রস্থে প্রায় এক মাইল হয়।

একবিংশ অংশ

(আরিয়ান ৬।২-৩ হইতে উদ্ধৃত)

শিলাস নদী (১)

মেগস্থেনিস একটী ভারতীয় নদী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিস্ময়কর আখ্যান লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই নদী শিলাস্ নামে আখ্যাতা হইয়া থাকে; ইহা উক্তা নদীর নামানুসারে অভিহিতা একটী উৎস হইতে বহির্গতা হইয়া, যে জাতি ঐ নদী ও নির্ঝরিণীর নামানুসারে সিলিয়ান জাতি বলিয়া কথিত হয়, তাহাদিগেরই দেশমধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইতেছে; এই নদীর জলের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কিছুই প্লবমান থাকে না; ইহাতে কোন জন্তুই সন্তরণ করিতে পারে না এবং কোন দ্রব্যই ইহাতে ভাসমান থাকে না; ইহার মধ্যে যে সকল দ্রব্য পড়ে, তাহাই নদীর তলদেশে পতিত হয়। সুতরাং পৃথিবীতে এই নদীর জল অপেক্ষা পাতলা এবং অসার দ্রব্য আর নাই।

---

(১) সোয়ানবেক লাসেন হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতীয়গণ মনে করিতেন যে, শিলাস নদী ভারতবর্ষের উত্তরে অবস্থিত; ইহাতে নিক্ষিপ্ত বস্তু সকল প্রস্তরীভূত হয় এবং সেই জন্য নিক্ষিপ্ত বস্তু সকল তলদেশে পতিত হয়।

দ্বাবিংশ অংশ

(বয়সোনেড প্রণীত গ্রীসদেশীয় আখ্যায়িকার ১, ৪১৯

পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত)

শিলাস নদী

ভারতবর্ষে শিলাস নামক যে নদী (যে নির্ঝরিণী হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারই নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে), আছে, তাহাতে যে কোন দ্রব্যই নিক্ষেপ করা হউক না কেন, কিছুতেই ভাসে না ; নিক্ষিপ্ত সকল দ্রব্যই প্রচলিত নিয়ম প্রতি-পালন না করিয়া, তলদেশে পতিত হয়।

ত্রয়োবিংশ অংশ

(ষ্ট্রাবো ১৫।১, ৩৮ (৭০৩ পৃষ্ঠা) হইতে গৃহীত)

শিলাস নদী

(মেগস্থেনিস বলেন) পার্ব্বত্যপ্রদেশে শিলাসনাম্নী একটী নদী আছে, যাহার জলে কিছুই ভাসমান থাকে না। ডিমক্রীটস, (যিনি এসিয়ার অনেকাংশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন,) তিনি অথবা আরিষ্টটল (১) ইহা বিশ্বাস করেন নাই।

---

(১) আরিষ্টল প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও আলেকজান্দারের গুরুদেব।

চতুর্ব্বিংশ অংশ

(আরিয়ান, ইণ্ডিকা ৫।২ হইতে গৃহীত)

ভারতীয় নদীসমূহের সংখ্যা

মেগস্থেনিস অন্যান্য যে সকল নদী গঙ্গা ও সিন্ধু হইতে দূরে অবস্থিতা এবং যাহারা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ মহাসাগরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদেরও উল্লেখ করিয়াছেন। এইজন্য তিনি নিশ্চিতভাবে বলেন যে, ভারতবর্ষে আটান্নটী নৌচলনোপযোগী নদী আছে। যদিও, তিনি যাহারা ফিলিপপুত্র আলেকজান্দারের সহিত আগমন করিয়াছিল, তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক দেখিয়াছিলেন, তত্রাপি যতদূর বোধ হয়, তাহাতে মেগস্থেনিস ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করেন নাই। কারণ, তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত রাজা সান্দ্রাকোটস এবং তাঁহাপেক্ষাও পরাক্রান্ত পোরসের দরবারে বাস করিয়াছিলেন (১)।

---

(১) এইস্থানের অনুবাদ লইয়া অনেক মতদ্বৈধ দেখা যায়। "He resided at the Court of Sandracottas, the greatest king in India, and also at the Court of Porus, who was still greater than he" সোয়ানবেক বলিয়াছেন যে, মূলে লিপিকর প্রমাদ ঘটিয়াছে এবং সেই জন্য তিনি "who was a greater king even than Porus', (অর্থাৎ যিনি পোরস অপেক্ষাও পরাক্রান্ত ছিলেন) এইরূপ পাঠ করিতে চান।

দ্বিতীয় খণ্ড

পঞ্চবিংশ অংশ

(ষ্ট্রাবো ১৫।১, ৩৬ (৭০২ পৃষ্ঠা) হইতে উদ্ধৃত)

মেগস্থেনিস বলেন যে, গঙ্গার সাধারণ বিস্তৃতি একশত ষ্টাডিয়া এবং যে স্থলে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা কম গভীর, তথায়ও ইহার গভীরতা কুড়ি ফাদম। গঙ্গা এবং অপর একটী নদীর সঙ্গমস্থলেই পালিবোথ্রা অবস্থিত। এই নগর দৈর্ঘ্যে ৮০ ষ্টাডিয়া ও প্রস্থে ১৫ ষ্টাডিয়া। ইহা আকারে সমান্তরাল ক্ষেত্রের ন্যায় এবং ইহার চতুষ্পার্শে কাষ্ঠের প্রাচীরগাত্রে তীর-নিক্ষেপের জন্য ছিদ্র আছে। নগরের ময়লা বহির্গত হইবার জন্য ও নগররক্ষার্থ ইহার চতুর্দ্দিকে একটী প্রাকার আছে। এই নগর যে প্রদেশে অবস্থিত, তথাকার অধিবাসিবৃন্দ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং তাহাদিগকে প্রাসিয়াই নামে অভিহিত করা হয়। রাজা নিজ নামের সহিত পালিবোথ্রাস নাম ধারণ করিতে বাধ্য। যে সান্ড্রাকোটসের নিকট মেগস্থেনিস দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহারও এই নাম ছিল। পার্থিয়ানগণের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত; কারণ, যদিও প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, তত্রাপি তাহাদের সকলকেই আরসকাই নামে অভিহিত করা হয়।

হাইফানিসের অপর পার্শ্বের জনপদ উর্ব্বরা বলিয়াই প্রসিদ্ধ, কিন্তু, এই প্রদেশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত হওয়া যায় না। দূরত্ব ও অজ্ঞতার জন্য এ প্রদেশ সম্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া যায়,

তাহা অতিরঞ্জিত এবং অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, সুবর্ণখননকারী পিপীলিকা এবং দুই শত বৎসর পরমায়ু-বিশিষ্ট মনুষ্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহারা পাঁচ-সহস্র সদস্য-সমন্বিত আভিজাত্যগণের এক শাসন-প্রণালীর কথা উল্লেখ করে। সকল সদস্যই রাজাকে একটী করিয়া হস্তী সরবরাহ করেন। মেগস্থেনিসের বৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাঘ্রগুলি প্রাসিয়াই দেশে পাওয়া যায়; তাহারা সিংহের দ্বিগুণাকারের এবং এরূপ বলবান যে, চারিজন রক্ষক কর্ত্তৃক রক্ষিত ব্যাঘ্র একটী অশ্বতরের পশ্চাদ্দেশের পদ ধরিয়া আকর্ষণ ও পরাভূত করিয়া নিজের নিকটে টানিয়া আনে। এদেশের হনুমান্‌গণ বৃহৎ বৃহৎ সারমেয়াপেক্ষা বৃহদাকারের। তাহাদের কৃষ্ণবর্ণ মুখমণ্ডল ব্যতীত, দেহের অন্যান্যাংশ শ্বেত বর্ণের। তাহাদের লেজ দুই হস্তের অধিক দীর্ঘ এবং তাহারা অত্যন্ত পোষ মানে। ইহাদের প্রকৃতি শান্ত এবং ইহারা কাহাকেও আক্রমণ করে না বা কাহারও দ্রব্য চুরি করে না। এতদ্দেশীয় ভূগর্ভস্থ প্রস্তরগুলির ধূনার ন্যায় বর্ণ এবং মধু বা ডুম্বুরাপেক্ষা মিষ্ট। দেশের কোন কোন স্থলে বাদুড়ের ন্যায় পক্ষবিশিষ্ট বৃশ্চিক দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় আবলুশ কাষ্ঠ জন্মে। তথায় পরাক্রান্ত ও সাহসী সারমেয় পাওয়া যায়, ইহাদের নাসারন্ধ্রে জল ঢালিয়া না দিলে ইহারা কিছুতেই ধৃতবস্তু পরিত্যাগ করে না। ইহারা এরূপভাবে কামড়াইয়া ধরে যে, ইহাদের কাহারও কাহারও তজ্জন্য চক্ষু বিবৃত হইয়া যায়, কাহারও চক্ষু কোটর হইতে বহির্গত হইয়া পড়ে। একটী

সিংহ ও ষণ্ডকে এইরূপ একটী কুকুর দৃঢ়রূপে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল। কুকুর ষণ্ডটীকে এরূপভাবে ধরিয়াছিল যে, কুকুরকে অপসারিত করিবার পূর্ব্বে ষণ্ডের মৃত্যু হইয়াছিল।

ষড়্‌বিংশ অংশ

(আরিয়ান, ইণ্ডিকা ১০ হইতে উদ্ধৃত)

পাটলিপুত্র এবং ভারতবাসীর আচার-ব্যবহার

ইহাও কথিত হয় যে, ভারতবাসীরা মৃতের উদ্দেশে কোন স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করে না; কিন্তু তাহারা বিবেচনা করে যে, জীবিতকালে মনুষ্য যে গুণাবলী প্রদর্শন করিয়াছিল ও যে সকল গানে তাহাদিগের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করা হয়, তাহাই মৃত্যুর পরে তাহাদিগের স্মৃতিরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। তাহাদিগের নগরের সংখ্যা সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হয় যে, নিশ্চিতরূপে সংখ্যা-নির্দ্দেশ করা যায় না; কিন্তু যে সকল নগর নদী বা সমুদ্রতীরে অবস্থিত, তাহা কাষ্ঠনির্ম্মিত, ইষ্টকনির্ম্মিত নহে। কারণ, বর্ষাপাত এত প্রবল এবং নদীগুলি কূলপ্লাবিত করিয়া সমতলক্ষেত্র প্লাবিত করে বলিয়া উল্লিখিত গৃহগুলি অল্পকালস্থায়ী করিয়াই নির্ম্মিত

হয়। পক্ষান্তরে, যে সকল নগর উচ্চভূমিতে স্থাপিত, তাহা ইষ্টক এবং কর্দ্দমনির্ম্মিত। ইহাও কথিত হয় যে, ইরান্নোবোয়াস এবং গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত প্রাসিয়ানদের রাজ্যে পালিমবোথ্রা নগরই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। গঙ্গা সকল নদী অপেক্ষা বড় এবং ইরান্নোবোয়াস যদিও ভারতীয় নদীসকলের মধ্যে সম্ভবতঃ তৃতীয়স্থান অধিকার করে, তত্রাপি অন্যদেশের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী অপেক্ষাও বৃহৎ। কিন্তু ইরান্নোবোয়াস যে স্থলে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়াছে, তথায় ইহাপেক্ষা ক্ষুদ্রা। মেগস্থেনিস বলেন যে, এই নগরের যে স্থানে লোকজনের বসতি, তথায় উভয়দিকে ইহার সর্ব্বাপেক্ষা দৈর্ঘ্য ৮০ ষ্টাডিয়া এবং বিস্তৃতি ১৫ ষ্টাডিয়া; ইহার চতুর্দ্দিকে ছয়শত ফীট্ প্রস্থ এবং ত্রিশ হাত গভীর পরিখা এবং নগরপ্রাচীরে ৫৭০টী বুরুজ এবং চৌষট্টিট দ্বার আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক ভারতবর্ষের সম্বন্ধে আরও একটা আশ্চর্য্যের বিষয় উল্লেখ করেন যে, ভারতবাসিগণ সকলেই স্বাধীন এবং তাহাদিগের মধ্যে কেহই ক্রীতদাস নহেন। লাসিদোমিনিয়ানগণ (১) এবং ভারতবাসিদের মধ্যে এই বিষয়ের ঐক্যতা আছে। লাসিদোমিনিয়ানগণ হেলট(২)গণকে ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করে; কিন্তু ভারতবাসিগণ স্বদেশীয় লোককে ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করা দূরে থাকুক, তাহারা বৈদেশিকগণকেও তদ্রূপ করে না।

(১) স্পার্টাবাসিগণ। (২) হেলটগণ স্পার্টার ক্রীতদাস ছিল।

সপ্তবিংশ অংশ

(।বো ১৫।১, ৫৩-৫৬ (৭০৯ হইতে ৭১০ পৃষ্ঠা ; হইতে গৃহীত)

ভারতীয়গণের আচার-ব্যবহার

ভারতবাসীরা মিতব্যয়ী, (বিশেষতঃ যখন তাহারা শিবিরে বাস করে)। তাহারা অসম্বদ্ধভাবে একত্রীভূত হয় না এবং তাহারা নিয়ম প্রতিপালন করে। কদাচিৎ চুরি হইতে দেখা যায়। যখন মেগস্থেনিস চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে ছিলেন, তখন ৪০,০০০ হাজার সৈন্যের মধ্যে কোনদিন দুইশত ড্রাকমাইর (১) অধিক চুরির বিবরণ শুনা যায় নাই ; বিশেষতঃ যখন ইহাদিগের কোন প্রকার লিখিত আইন নাই এবং ইহারা মুখে মুখে দেনা পাওনার হিসাব রাখে, তখন ইহাতে বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। ইহারা যজ্ঞকাল ব্যতীত অন্য কোন সময়ে মদ্যপান করে না ; ইহারা যে মদ্য পান করে, তাহা যব হইতে প্রস্তুত হয় না, অন্ন হইতে হয় এবং অন্নই তাহাদিগের প্রধান খাদ্য। তাহাদিগের আইন ও চুক্তির সরলতা ইহা হইতেই বোধগম্য হইবে যে, তাহারা কখনও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে না। তাহাদের মোহর বা সাক্ষীর আবশ্যক হয় না ; প্রত্যেকে প্রত্যেককে বিশ্বাস করে। সাধারণতঃ তাহাদিগের গৃহ ও সম্পত্তি অরক্ষিত থাকে। এই সকল বিষয়

(১) ড্রাকমাই—৯৸০ পেন্স। গ্রীকদেশীয় রৌপ্যমুদ্রা।

হইতে তাহাদিগের ধৈর্য্য ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদিগের অপর কয়েকটী ব্যবহার অনুমোদন করা যায় না। তাহারা একাকী আহার গ্রহণ করে; একত্রে এক সময়ে আহার গ্রহণের প্রথা প্রচলিত নাই। যাহার যখন ইচ্ছা সে তখনই আহার করে। সামাজিক ও রাজনৈতিক হিসাবে বিপরীত আচার প্রচলিত থাকাই উচিত।

ভারতবাসীরা শরীরঘর্ষণ পূর্ব্বক ব্যায়ামই প্রশস্ত মনে করে। ইহা নানা প্রকারে সম্পাদিত হয়। তাহারা শরীরের উপর মসৃণ আবলুসের দণ্ডঘর্ষণই অধিক পছন্দ করে। ভারতবাসীদিগের সমাধিস্থল অনলঙ্কৃত এবং মৃতদেহোপরি স্থাপিত মৃত্তিকাস্তূপ অনুচ্চ। অন্যান্য বিষয়ে তাহারা যেরূপ আড়ম্বরপ্রিয়, বস্ত্র ও অলঙ্কারে সেরূপ নহে। তাহারা সুবর্ণখচিত, মণিমুক্তা-সুশোভিত, এবং কৃত্রিম পুষ্পসজ্জিত মসলিনের বস্ত্র ব্যবহার করে। ভৃত্যগণ ছত্র লইয়া তাহাদিগের অনুগমন করে; কারণ তাহারা সৌন্দর্য্যের যথেষ্ট সম্মান করে এবং নিজেদের সুন্দর দেখাইবার জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করে। তাহারা সত্য ও ধর্ম্মের তুল্যরূপ সম্মান করিয়া থাকে। এইজন্য বিশেষ জ্ঞানী না হইলে তাহারা বৃদ্ধদিগকে বিশেষ অধিকার প্রদান করে না। তাহারা বহু-বিবাহ করিয়া থাকে এবং যুগ্ম গো-বিনিময়ে এই সকল কন্যাকে তাহাদিগের পিতামাতার নিকট হইতে গ্রহণ করে। এই সকল স্ত্রীগণের মধ্যে তাহারা কাহাকেও আজ্ঞানুবর্ত্তিনী পরিচারিকার জন্য, কাহাকেও সুখের জন্য এবং অন্যগুলিকে সন্তান-প্রাপ্তির আশায়

গ্রহণ করে। যজ্ঞকালে গন্ধদ্রব্য প্রদানে বা তর্পণকালে কেহই মাল্যধারণ করে না। তাহারা বলির পশু বধ না করিয়া শ্বাস-রোধ করে; কেন না এরূপ করিলে পশুটী অঙ্গহীন না হইয়া সমগ্র ভাবে দেবতার নিকট উৎসর্গীকৃত হয়। মিথ্যা সাক্ষ্যদানে হস্তপদ ছেদন করা হয়। কেহ অপরের অঙ্গহানি করিলে, অপরাধীর সেই অঙ্গ ছেদন ব্যতীত তাহার হস্তও ছেদন করা হইয়া থাকে। যদি কেহ কোন শিল্পীর হস্ত বা চক্ষু নষ্ট করে, তবে তাহার মৃত্যুদণ্ড হয়। এই লেখকই বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীরা ক্রীতদাস রাখে না। কিন্তু অনিসিক্রিটস বলেন যে, কেবল মৌসিকাসদের (২) রাজ্যেই এই প্রথা প্রচলিত।

মাতাপিতার নিকট হইতে ক্রীত স্ত্রীলোকের উপর রাজার শরীর-রক্ষার ভার অর্পিত হইয়া থাকে। শরীররক্ষী ও অন্যান্য সৈন্যগণ বহির্দ্দেশে অবস্থান করে। যে স্ত্রীরক্ষী মদমত্ত রাজাকে হত্যা করে, তাহাকে ঐ রাজার উত্তরাধিকারীর পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া পুরস্কৃত করা হয়। পুত্রগণই পিতার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। রাজা দিবাভাগে নিদ্রা যাইতে পারেন না এবং রাত্রিতে ষড়যন্ত্রের ভয়ে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে নিজশয্যা পরিবর্ত্তন করিতে হয়। সমস্তদিনই তাঁহাকে বিচারকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়;

(২) মৌসিকানস—প্রাচীন সিন্ধুরাজ্যের রাজধানী আলোর নগরকে অনেকে এই রাজার রাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। রাজা মৌসিকানস প্রথমে আলেকজান্দারের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু, পরে নিজ ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণের পরামর্শে বিদ্রোহী হইলে আলেকজান্দার-সেনাপতি পিথন কর্ত্তৃক পরাভূত ও ধৃত হইয়া তাঁহার মন্ত্রিগণের সহিত ক্রস-বিদ্ধ হইয়াছিলেন।

এমন কি দেহ-পরিচর্য্যার সময়েও তিনি নিরস্ত হন না। কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা দেহঘর্ষণই এই দেহপরিচর্য্যা। বিচারকার্য্য-নির্ব্বাহের সময়েও চারিজন পরিচারক তাঁহার দেহঘর্ষণ করিয়া থাকে। যজ্ঞসম্পাদনের জন্যও তিনি প্রাসাদ-বহির্ভাগে গমন করেন। তৃতীয়তঃ, তিনি ব্যাকাসের (৩) পদানুসরণপূর্ব্বক মৃগয়ার্থ ও প্রাসাদবহির্ভাগে গমন করেন। রমণীবৃন্দ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করে এবং এই রমণী-শ্রেণীর বহির্দ্দেশে বর্ষাধারিগণ যাইতে থাকে। রাজপথ রজ্জুদ্বারা চিহ্নিত করা হয়; কোন পুরুষ, এমন কি কোন স্ত্রীলোক এই রজ্জুমধ্যস্থ পথে গমন করিলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বাদ্যকরগণ ঢক্কা ও ঘণ্টাসহ এই শোভাযাত্রার অগ্রে অগ্রে গমন করে। রাজা রক্ষিতস্থানে (৪) শীকার করেন এবং মঞ্চ হইতে তীরনিক্ষেপ করেন। তাঁহার পার্শ্বে ২।৩ জন সশস্ত্র স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান থাকে। উন্মুক্ত স্থানে শীকার করিতে হইলে, তিনি হস্তি-পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া শীকার করেন। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেহ রথে, কেহ অশ্বে এবং কেহ হস্তিপৃষ্ঠে যুদ্ধযাত্রার ন্যায় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া অবস্থান করে (৫)।

(৩) ব্যাকাস—গ্রীসদেশীয় মদ্যের দেবতা। ইঁহার অন্যনাম ডাইওনিসস্। এই স্থানের অনুবাদ সুকঠিন। ম্যাক্রিণ্ডল "Bachanalian fashion" করিয়াছেন।

(৪) ম্যাক্রিণ্ডল "Enclosures" বলিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রে "অভয়বনের" উল্লেখ দেখা যায়।

(৫) শকুন্তলায় রাজা দুষ্মন্তের যবন-স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া মৃগয়ার্থ বহির্গত হইবার চিত্র রহিয়াছে।

আমাদিগের দেশীয় প্রচলিত প্রথাগুলির সহিত তুলনায় এতদ্দেশীয় প্রথাগুলি অদ্ভুত দেখায়; কিন্তু নিম্নোক্ত প্রথাটী অত্যদ্ভুত। মেগস্থেনিস বলেন যে, যে সকল জাতি ককেসাস পর্ব্বতে বাস করে, তাহারা প্রকাশ্যে স্ত্রীসঙ্গম করে এবং আত্মীয়-স্বজনের দেহ ভক্ষণ করে (৬)। তিনি আরও বলেন যে, এক প্রকার বানর আছে, যাহারা তাহাদিগের অনুসরণকারীদিগের উপরে প্রস্তর বর্ষণ করে ইত্যাদি।

অতঃপর পঞ্চদশ অংশ (৭০ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

ইলিয়ান ৫।৪,১ হইতে গৃহীত অংশ)

ভারতীয়গণ সুদ গ্রহণ করিয়া টাকা কর্জ্জ দেয় না বা কর্জ্জ করিতেও জানে না। অপরের অপকার করা অথবা অন্যায় সহ্য করা ভারতবাসীর নিয়ম-বিরুদ্ধ এবং এইজন্য তাহারা কখনও অঙ্গীকারপত্রে আবদ্ধ হয় না, অথবা প্রতিভূও আবশ্যক করে না।

(নিকলাস, ৪৪ হইতে উদ্ধৃত অংশ)

ভারতবাসীদের মধ্যে কেহ আইনানুসারে ঋণ আদায় বা প্রতিভূ উদ্ধার করিতে পারে না। অপরকে বিশ্বাস করিয়াছিল বলিয়া উত্তমর্ণ কেবল নিজেকেই নিন্দা করিতে পারে। যদি কেহ

(৬) হেরোডটাস বলিয়াছেন যে, কতিপয় ভারতীয় জাতির মধ্যে মনুষ্য-মাংস আহার ও অন্য প্রথাটী প্রচলিত আছে।

শিল্পীর চক্ষু বা হস্তচ্ছেদন করে, তবে তাহার মৃত্যুদণ্ড হয়। যদি কেহ নিতান্ত গর্হিত অপরাধ করে, তবে রাজা তাহার কেশ-চ্ছেদনের আদেশ দেন। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয় দণ্ড।

অষ্টাবিংশ অংশ

(আথেনীয়স ৪, (১৫৩ পৃষ্ঠা)

মেগস্থেনিস তাঁহার "ইণ্ডিকা" গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে বলিয়াছেন যে, ভারতবাসিগণ যখন আহার গ্রহণ করে, তখন ত্রিপদের ন্যায় একটী টেবিলের উপর উহা স্থাপিত হয়। এই ত্রিপদের উপরস্থ স্বর্ণপাত্রে যব যে প্রকারে সিদ্ধ করা হয়, প্রথমতঃ সেইরূপ ভাত রক্ষিত হয়। তৎপরে, এক প্রকার ভারতীয় প্রণালীতে প্রস্তুত নানাপ্রকার সুস্বাদু খাদ্য মিশ্রিত করে।

ঊনত্রিংশ অংশ (১)

(ষ্ট্রাবো, ১।৫৭, ৭১১ পৃষ্ঠা)

পরে তিনি (মিথ্যা) উপাখ্যান বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়া-ছেন যে, তথায় পঞ্চবিঘস্ত এমন কি ত্রিবিঘস্ত দীর্ঘ মনুষ্য আছে;

(১) ষ্ট্রাবো (২।১,৯ (৭০ পৃষ্ঠা) বলিয়াছেন যে, "ডিমাকস ও মেগস্থেনিস বিশ্বাসের অযোগ্য। ইঁহারাই বলিয়াছেন যে, কোন জাতির কর্ণ এত বৃহৎ যে

তাহাদিগের কেহ নাসিকাবিহীন, কেবল মুখের ঊর্দ্ধভাগে দুইটী ছিদ্র আছে এবং এই ছিদ্র দ্বারা তাহারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে। হোমর যেরূপ বলিয়াছেন, এই ত্রিবিঘস্ত ব্যক্তিগণের সহিত সারসেরা এবং রাজহংসের ন্যায় বৃহৎ তিত্তির পক্ষী যুদ্ধ করে (২)। অন্যত্র সারসের ডিম্ব বা শাবক পাওয়া যায় না; কারণ কেবল এই দেশেই সারসেরা ডিম্ব প্রসব করে এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ ডিম্ব সংগ্রহ করিয়া নষ্ট করে। কোন কোন সময় আহত সারস অস্ত্রের তীক্ষ্ণাংশসহ আহত হইয়া এই দেশ হইতে পলায়ন করে। ইনকটকোটাই (৩), বনমানুষ এবং অন্যান্য রাক্ষসের বৃত্তান্তও

তাহারা উহাতেই শয়ন করে। কোনটীর মুখ নাই; কাহারও বা নাসিকা নাই, কোন জাতি একচক্ষুবিশিষ্ট; কাহারও সুদীর্ঘ পদ; কাহারও পায়ের অঙ্গুলি অপরদিকে অবস্থিত। এই সকল গ্রন্থকারই হোমরবর্ণিত সারস ও ত্রিবিঘস্থ বামনের যুদ্ধের কথার পুনরুক্তি করিয়াছেন। তাঁহারাই সুবর্ণখননকারী পিপীলিকা, নরপশু এবং সশৃঙ্গ বও ও হরিণভোজী সর্পের কথা লিখিয়াছেন। ইরাটসথিনিস এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, একজন গ্রন্থকার অপরকে মিথ্যাবাদী বলেন।"

(২) টীসীয়াস নামক গ্রন্থকার তাঁহার "ইণ্ডিকায়" বলিয়াছেন যে, পিগমী (বামন) ভারতবাসী জাতি। ভারতবাসিগণ এই জাতিকে কিরাত (Kiratae) বলিয়া মনে করিতেন এবং এই বন্যজাতি পর্ব্বতে ও বনে বাস করিয়া মৃগয়া দ্বারা জীবনধারণ করিত। তাহারা গৃধ্র এবং ঈগলের সহিত যুদ্ধ করে বলিয়া প্রবাদ।

(৩) ইনকটকোটাই (Enoctokoitai) সংস্কৃতোক্ত কর্ণ-প্রাবরণ জাতি। মহাভারতে বহুবার ইহারা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে সকলেই মনে করিতেন যে, এই অসভ্য জাতির কর্ণ এত বৃহৎ ছিল যে, তাহারা অনায়াসে

এইরূপ। বনমানুষগুলিকে চন্দ্রগুপ্তের নিকটে আনয়ন করা যায় নাই, কেন না তাহারা আহারগ্রহণে অস্বীকার করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ইহাদিগের পায়ের গোড়ালি সম্মুখভাগে এবং পদাঙ্গুলিগুলি পশ্চাদ্দিকে অবস্থিত (৪)। কয়েকটী বনমানুষকে দরবারে আনয়ন করা হইয়াছিল; ইহাদিগের মুখ ছিল না এবং ইহারা শান্তপ্রকৃতির ছিল। ইহারা গঙ্গার উৎপত্তিস্থানে বাস করে। ইহাদিগের মুখ না থাকাতে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধ্র থাকাতে উহারা দগ্ধমাংসের ঘ্রাণ ও ফল-পুষ্পের সুগন্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক জীবনধারণ করে। তাহারা দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট দ্রব্যে বিশেষ কষ্টবোধ করে এবং এইজন্য তাহাদিগের জীবনরক্ষা (বিশেষতঃ শিবিরে) অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। অন্যান্য অলৌকিক ঘটনার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, দার্শনিক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, অকাইপোডিস (৫) এত দ্রুতগামী যে, তাহারা অশ্বকেও পশ্চাৎ ফেলিতে পারে। ইনকটকোটাইদিগের কর্ণ তাহাদিগের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত এবং সেই কারণে তাহারা ইহার উপর শয়ন করিতে পারে এবং ইহারা এরূপ বলবান্ যে,

ইহাতে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিত। এইজন্য কর্ণপাবরণ, কর্ণিক, লম্বকর্ণ, মহাকর্ণ, উষ্ট্রকর্ণ, পাণিকর্ণ প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়। কীচ নামক ইংরেজ পর্য্যটক বলিয়াছেন যে, ভূটানে একহস্ত দীর্ঘ-কর্ণ বিশিষ্ট মনুষ্য পাওয়া যায়।

(৪) টীসীয়স এবং বীটোও এই জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত-কাব্যে "পশ্চাদঙ্গুলয়ঃ" শব্দের উল্লেখ আছে।

(৫) একপদ জাতি। রামায়ণ ও হরিবংশে উল্লেখ আছে

ইহারা বৃক্ষোৎপাটন এবং স্নায়ুনির্ম্মিত ধনুর্গুণ ছিন্ন করিতে পারে। মনোমোটাইদিগের (৬) কর্ণ কুকুরের ন্যায়, এবং তাহাদিগের একটী চক্ষু ললাটের মধ্যস্থলে অবস্থিত; তাহারা উর্দ্ধকেশী এবং তাহাদিগের বক্ষ রোমশ। সর্ব্বভূক্ আমিকটারিস জাতি অসিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করে, স্বল্পজীবী এবং বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। ইহাদিগের মুখের ওষ্ঠ অধরের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত। সহস্র বৎসর পরমায়ুবিশিষ্ট হাইপার বোরিয়ান (৭) সম্বন্ধে তিনি সিমোনিডীস, পিণ্ডার এবং অন্যান্য পৌরাণিক লেখকগণের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। টিমোগিনীস পিত্তল-রেণু বৃষ্টির এবং জনসাধারণের উহা সংগ্রহের যে বৃত্তান্ত দিয়াছেন, উহা কাল্পনিক। মেগস্থেনিস বর্ণিত বিবরণ যে ভারতীয় নদীতে স্বর্ণ-রেণু পাওয়া যায় এবং উহার অংশবিশেষ রাজাকে রাজস্ব-স্বরূপ প্রদত্ত হয়, ইহা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। ইবীরিয়া দেশেও ইহা দৃষ্ট হয়।

---

(৬) মেগস্থেনিস যে গুলি একই জাতির লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বস্তুতঃ সে গুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতির লক্ষণ।

(৭) হাইপার বোরিয়ান—উত্তর কুরু। এই সম্বন্ধে প্রাচীনভারত, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

ত্রিংশ অংশ

(প্লিনির "প্রাণিতত্ত্ব" ৭।২,১৪-২২)

কল্পিত জাতি

মেগস্থেনিস বলিয়াছেন যে, নুলো নামক পর্ব্বতে এক জাতি বাস করে, যাহাদিগের পায়ের পাতা পশ্চাদ্দিকে অবস্থিত এবং যাহাদিগের প্রত্যেক পায়ে আটটী করিয়া আঙ্গুল আছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, অনেক পর্ব্বতে কুকুরের ন্যায় মস্তকবিশিষ্ট একজাতীয় মনুষ্য বাস করে, যাহারা পশুচর্ম্ম পরিধান করে, কুকুরের ন্যায় চীৎকার করে এবং যাহারা নিজ নিজ নখর দ্বারা পশুপক্ষী শীকার করিয়া জীবনধারণ করে (১)। টিসীয়াস প্রমাণ প্রয়োগ না দিয়া বলেন যে, এই জাতি সংখ্যায় এক লক্ষ কুড়ি হাজারেরও অধিক এবং ভারতবর্ষে এক প্রকার জাতি আছে, যাহাদিগের স্ত্রীলোকেরা জীবনে একবার মাত্র সন্তান প্রসব করে এবং এই সন্তানগণের কেশ ভূমিষ্ট হইবামাত্রই শুক্ল হয়।

মেগস্থেনিস এক প্রকার যাযাবর জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাদিগের নাসিকার পরিবর্ত্তে কেবল ছিদ্র আছে, যাহাদিগের পদ সর্পের ন্যায় আকুঞ্চিত এবং যাহারা সিরাটী নামে (২) অভি-

(১) সংস্কৃত শুনমুখ বা শ্বামুখ জাতি।

(২) Scyritae—কিরাত।

হিত হয়। তিনি ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্তে গঙ্গার উৎপত্তিস্থলবাসী আষ্টমি নামক আর এক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। এই জাতীয় মনুষ্যেরও মুখ নাই ; ইহারা ইহাদিগের রোমশ শরীর বৃক্ষের পত্র-জাত কোমল-পশমে আবৃত করে এবং ইহারা কেবল নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও নাসিকা দ্বারা সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া প্রাণধারণ করে। ইহারা কিছুই আহার করে না এবং কিছু পানও করে না। তাহারা কেবল নানাপ্রকার মূলের, ফুলের এবং বন্য আপেলের গন্ধ চাহে। যাহাতে তাহারা সদা সর্ব্বদাই ইহার ঘ্রাণ লইতে পারে, তজ্জন্য দূরদেশে যাইতে হইলে তাহারা এই আপেল সঙ্গে করিয়া লয়। উগ্রগন্ধে তাহারা সহজেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আষ্টমি জাতির পরে পর্ব্বতের দূরস্থপ্রদেশে ট্রিসপিথামি (৩) এবং পিগমি (৪) জাতি বাস করে। এই দুই জাতীয় মনুষ্যগণ তিনবিঘত দীর্ঘ অর্থাৎ কেহই ২৭ ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ নহে। তাহাদিগের দেশের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং উত্তরে পর্ব্বত-মালা থাকাতে এদেশে চিরবসন্ত বিরাজমান। হোমর সারস কর্ত্তৃক আক্রান্ত যে জাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহারাই সেই জাতি। ইহাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, ইহারা বসন্তকালে ধনুর্বাণ লইয়া এবং মেষ ও ছাগপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দলবদ্ধ হইয়া সমুদ্রতীরে গমন করিয়া ঐ সকল পক্ষীর ডিম্ব

(৩) Trispithami – ত্রিবিঘত জাতি।

(৪) Pygmy—বামন।

এবং শাবক নষ্ট করে। এই বাৎসরিক অভিযান শেষ করিতে তাহাদের প্রতিবৎসরে তিন মাস লাগে এবং প্রতিবৎসরেই এইরূপ না করিলে পরবর্ত্তী বৎসরে সারসের দল হইতে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে না। ইহাদিগের কুটীর কর্দ্দম, পালক এবং ডিম্বের খোসা দ্বারা নির্ম্মিত। আরিষ্টটল বলেন যে, ইহারা গহ্বরে বাস করে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তিনি অপরাপর লেখকগণেরই ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন।

টীসীয়াস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পাণ্ডোরী নামে এই জাতীয় লোক উপত্যকায় বাস করে। ইহাদের দুই শত বৎসর আয়ু; যৌবনে ইহাদিগের কেশ শুক্ল থাকে, কিন্তু বার্দ্ধক্যে কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। পক্ষান্তরে মাক্রোবি নামক জাতির সদৃশ এক জাতি আছে, যাহারা চল্লিশ বৎসরের অধিককাল জীবিত থাকে না এবং যাহাদিগের রমণীগণ একবার মাত্র সন্তান প্রসব করে। আগাথার কাইডিস (৫)ও এই প্রকার লিখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই জাতীয় ব্যক্তিগণ পঙ্গপাল খাইয়া জীবনধারণ করে এবং অত্যন্ত দ্রুতগামী। ক্লিটার্কাস এবং মেগস্থেনিস ইহাদিগকে মাণ্ডী (৬) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাদিগের গ্রামের

(৫) ভৌগোলিক।

(৬) ম্যাক্রিণ্ডল বলিতেছেন যে মাণ্ডী (Mandi) শব্দের পরিবর্ত্তে পাণ্ডই (Pandai) শব্দ ব্যবহৃত হওয়া উচিত। অথবা মেগস্থেনিস মন্দার-পর্ব্বতবাসীদের উল্লেখ করিয়াছেন।

সংখ্যা তিনশত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাদিগের স্ত্রীগণ সাত বৎসর বয়সে সন্তান প্রসব করে এবং চল্লিশ বৎসরে বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়।

সলিনাস ৫২,২৬-৩০ হইতে উদ্ধৃত

নুলো নামক পর্ব্বতের সন্নিকটে একজাতীয় মনুষ্য বাস করে, যাহাদিগের পায়ের পাতা পশ্চাদ্দিকে অবস্থিত এবং যাহাদিগের পায়ে আটটী করিয়া অঙ্গুলী আছে। মেগস্থেনিস লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বতে কুকুরের ন্যায় মস্তক ও নখরবিশিষ্ট এবং পশুচর্ম্ম পরিহিত ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে, যাহারা মনুষ্যের ন্যায় কথোপকথন করিতে পারে না, কেবল কুকুরের ন্যায় চীৎকার করে। টাসীয়াসে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন কোন প্রদেশে স্ত্রীগণ মাত্র একবার করিয়া সন্তান প্রসব করে এবং এই সকল সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই শুক্লকেশী হয়।

যাহারা গঙ্গার উৎপত্তিস্থলে বাস করে, তাহাদিগের কোনরূপ খাদ্যের আবশ্যক হয় না; তাহারা বন্য আপেলের সুগন্ধ গ্রহণ করিয়াই জীবিত থাকে এবং যখন তাহারা দূরদেশে ভ্রমণ করিতে যায়, তখন তাহারা জীবনরক্ষার জন্য এই সকল ফল লইয়া যায়, কারণ, তাহারা এই ফলের গন্ধ লইয়াই বাঁচিতে পারে। যদি তাহারা দুর্গন্ধ বায়ু গ্রহণ করে, তবে তাহাদিগের মৃত্যু অনিবার্য্য।

একত্রিংশ অংশ

প্লুটার্ক

(নবম খণ্ড, ৭০১ পৃষ্ঠা)

মুখবিহীন জাতি

চন্দ্র হইতে রস গ্রহণ না করিয়া যদি এই লতা (যাহা সুগন্ধি দ্রব্যের ন্যায় অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া এবং যাহার সুঘ্রাণে মেগস্থেনিস-বর্ণিত মুখবিহীন ও পানাহারে-বিরত জাতি জীবনধারণ করে) বর্দ্ধিত না হয়, তবে আর কি প্রকারে ইহার বৃদ্ধি লাভ ঘটিতে পারে ?

তৃতীয় খণ্ড

দ্বাত্রিংশ অংশ

(আরিয়ান ১১।১-১২ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত)

ভারতবর্ষের সাতটী জাতি

ভারতবর্ষের সমগ্র অধিবাসী সাতটী জাতিতে বিভক্ত। ইহাদিগের মধ্যে জ্ঞানিগণ (১) সংখ্যায় অপর জাতি অপেক্ষা কম হইলেও, ইঁহারা মহত্ত্বে ও মর্য্যাদায় অপর সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন ; কারণ, ইঁহাদিগকে কোন প্রকারের শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় না ; অথবা পরিশ্রমদ্বারা ধনোপর্জ্জন করিয়া সাধারণ-কোষে প্রদান করিতে হয় না, অথবা রাজ্যের মঙ্গলোদ্দেশ্যে দেবতাগণের প্রীত্যর্থে যজ্ঞসম্পাদন ব্যতীত, নিয়মানু-সারে করণীয় অন্য কোন কর্ত্তব্যই নাই। যদি কাহারও নিজের হিতার্থে যজ্ঞ সম্পাদন করিবার আবশ্যক হয়, তবে জ্ঞানীদিগের মধ্যে কেহ কি প্রকারে ইহা সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দেন ; (কারণ, ইঁহারা মনে করেন যে, নিজে করিলে উহাতে দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধন হয় না।) ভারতবর্ষে এই জ্ঞানীদিগের মধ্যেই ভূত ভবিষ্যৎ গণনা করিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকে এবং জ্ঞানী ব্যতীত অন্য কেহই এই বিদ্যা আচরণ করিতে পারেন না। এই জ্ঞানী ব্যক্তিগণই বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন ঋতু এবং রাজ্যে কোনরূপ বিপদ ঘটিবে কিনা,

(১) "Sages" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ গণনা করেন, কিন্তু ইঁহারা সাধারণ ব্যক্তির সম্বন্ধে কোনরূপ গণনা করেন না। কারণ, হয়ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারের সহিত ভবিষ্যদ্‌গণনার সম্পর্ক নাই, অথবা এই সকল ক্ষুদ্র ব্যাপারের জন্য পরিশ্রম করা তাঁহারা অপমানকর বোধ করেন। কিন্তু কথিত হয় যে, কেহ যদি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গণনায় তিনবার অকৃতকার্য্য হন, তবে তাঁহাকে দণ্ডস্বরূপ যাবজ্জীবন মৌনব্রতাবলম্বন করিতে হয় এবং পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যে এইরূপ মৌনব্রতাবলম্বীকে কথা কহাইতে পারে। এই সকল জ্ঞানিগণ উলঙ্গাবস্থায় গমনাগমন করেন এবং শীত ঋতুতে রৌদ্রভোগ করিবার জন্য উন্মুক্ত বাতাসে এবং গ্রীষ্মকালে উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর হইলে তৃণাচ্ছাদিত ভূমি এবং বৃহদাকারের বৃক্ষের ছায়ায় সময়াতিপাত করেন। নিয়ার্কাস বলিয়াছেন যে, এই সকল বৃক্ষগুলি এত বৃহৎ যে, তাহাদিগের এক একটী পাঁচ শত ফীট স্থানে ছায়া প্রদান করে এবং এক একটী বৃক্ষের তল-দেশে দশসহস্র ব্যক্তি আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। এই সকল জ্ঞানীব্যক্তি ঋতুকালীন ফল এবং খর্জ্জুর বৃক্ষের ফল অপেক্ষা কোন প্রকারে কম সুস্বাদু বা পুষ্টিকর নহে, এইরূপ ত্বক্ আহার করিয়া জীবনধারণ করেন।

জ্ঞানিগণের পরেই ভূমি-কর্ষকগণ এবং ইহারাই অন্যান্য জাতীয় অধিবাসী অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক। ইহাদিগকে যুদ্ধার্থ কোন অস্ত্র প্রদান করিতে হয় না; অথবা ইহাদিগকে কোন প্রকার সামরিক কার্য্যও করিতে হয় না; কিন্তু ইহারা ভূমিকর্ষণ

করে এবং রাজাকে এবং স্বাধীন নগরগুলিকে কর প্রদান করে। অন্তর্ব্বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, কৃষকগণকে উৎপীড়ন করিতে অথবা তাহাদিগের ভূমি নষ্ট করিতে সৈন্যগণের কোন অধিকার নাই; সেই জন্য সৈন্যগণ যখন পরস্পরে যুদ্ধ করিয়া, একে অপরকে হত্যা করে, তখন কৃষকগণকে অদূরে আপনাপন কার্য্যে (যথা ভূমিকর্ষণ, শস্যসংগ্রহ, বৃক্ষের শাখা কর্ত্তন অথবা শস্যকর্ত্তনে) নিযুক্ত থাকিতে দেখা যায়।

ভারতবাসীদিগের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণী রাখাল। গোপালক ও মেষপালক উভয়েই ইহার অন্তর্ভূত। ইহারা নগরে বা গ্রামে বাস করে না; কিন্তু ইহারা যাযাবর এবং পর্ব্বতে বাস করে। ইহাদিগকেও করস্বরূপ পশু দিতে হয়। ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এই জাতি পক্ষী ও বন্যপশুর জন্য দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে।

চতুর্থশ্রেণী শিল্পী এবং খুচরা বিক্রয়কারিগণ। এই জাতিকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কতকগুলি সাধারণ কার্য্য সম্পাদন করিতে হয় এবং তাহাদিগের পরিশ্রম-লব্ধ ধন হইতে কর প্রদান করিতে হয়। তবে যাহারা যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রনির্ম্মাণ করে, তাহাদিগকে কর-প্রদানে অব্যাহতি দেওয়া হয়। অধিকন্তু, তাহারা সরকার হইতে বেতন পায়। জাহাজ-নির্ম্মাতৃগণ এবং নাবিকগণও এই শ্রেণীভুক্ত।

ভারতবর্ষে যোদ্ধৃগণ পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত। ইহারা সংখ্যায় কৃষকগণেরই নিম্নস্থান অধিকার করে; কিন্তু ইহারা অত্যধিক স্বাধীনভাবে এবং প্রফুল্লচিত্তে সময়াতিপাত করে। ইহাদিগকে

কেবল সামরিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। অপরেই ইহাদের অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করে, অশ্ব সরবরাহ করে; শিবিরে অপরেই ইহাদিগের পরিচর্য্যা করে, হস্তী পরিচালনা করে, রথ সজ্জিত রাখে এবং সারথির কার্য্য সম্পাদন করে। কিন্তু যতক্ষণ যুদ্ধ করিতে হয়, ততক্ষণ ইহারা যুদ্ধ করে এবং শান্তি সংস্থাপিত হইলেই ইহারা সুখভোগ করে। সরকার হইতে ইহারা যে বেতন পায় তাহা এত অধিক যে, তাহাতে যে কেবল ইহারা নিজেরাই প্রতিপালিত হইতে পারে তাহা নহে; সেই বেতনে স্বচ্ছন্দে অপরকে প্রতিপালন করিতে পারে।

যে সকল ব্যক্তিকে পরিদর্শক বলা হয়, তাহারাই ষষ্ঠশ্রেণীভুক্ত। দেশে ও নগরে যাহা সংঘটিত হয়, তাহারা তাহা পরিদর্শন করে এবং যে দেশে রাজা আছে সে দেশে তাহারা ঐ সকল বিষয় রাজার নিকট ও যে স্থলে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত, তথায় শাসনকর্ত্তৃগণের নিকট সংগৃহীত সংবাদ প্রেরণ করেন। ইহারা কদাপি মিথ্যাসংবাদ প্রেরণ করেন না; কিন্তু কোন ভারতবাসীই মিথ্যা-কথনে অভিযুক্ত হয় নাই।

সপ্তম শ্রেণীতে অমাত্যগণ; ইহারা রাজাকে অথবা সাধারণ-তন্ত্রের শাসনকর্ত্তাদিগকে রাজকার্য্য সম্বন্ধে সদুপদেশ প্রদান করেন। সংখ্যায় ইহারা কম হইলেও, এই শ্রেণী জ্ঞান ও ন্যায়-পরায়ণতার জন্য প্রসিদ্ধ এবং তজ্জন্য ইহারাই শাসনকর্ত্তা, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, সহকারী শাসনকর্ত্তা, কোষাধ্যক্ষ, সেনা-পতি, নাবধ্যক্ষ, কার্য্যাধ্যক্ষ এবং সীতাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

প্রচলিত নিয়মানুসারে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কৃষক শিল্পীজাতি হইতে অথবা শিল্পীও কৃষকশ্রেণী হইতে স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে না। কাহারও পক্ষে দুই ব্যবসায় অবলম্বন করা অথবা একশ্রেণী পরিত্যাগ করিয়া অন্য শ্রেণীতে প্রবেশও বিধিসঙ্গত নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, গো-পালক কৃষক অথবা গো-পালক শিল্পী হইতে পারে না। তবে, কেবল জ্ঞানীই যে কোন শ্রেণী হইতে গৃহীত হইতে পারে; কারণ, জ্ঞানীর জীবনযাত্রা কষ্টসাধ্য; এমন কি সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়।

ত্রয়স্ত্রিংশ অংশ

(ষ্ট্রাবো ১৫।১, ৩৯-৪১; ৪৬-৪৯, ৭০৩-৪ এবং ৭০৭ পৃষ্ঠা), হইতে উদ্ধৃত)

ভারতীয় জাতি

মেগস্থেনিস বলেন যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীবৃন্দ সাতটী জাতিতে বিভক্ত (১)। অত্যল্প সংখ্যাবিশিষ্ট প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ

(১) ঐতিহাসিক এলফিনষ্টোন বলিয়াছেন যে, গ্রীকলেখকগণ ভ্রমবশতঃ ভারতবর্ষে জাতির সংখ্যা সাতটী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ হইতে রাজার অমাত্যগণকে ভিন্নশ্রেণী বলিয়া এবং বৈশ্যকে কৃষক ও রাখাল বলিয়া

দার্শনিক (২)। কোন ব্যক্তির পূজা বা যজ্ঞ সম্পাদনকালে ইহা-দিগের সাহায্যগ্রহণ আবশ্যক হয় এবং রাজাও প্রকাশ্যে মহাসভায় ইঁহাদিগকে আহ্বান করেন। এই মহাসভায় প্রতি বৎসরের প্রারম্ভে রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে সকল দার্শনিকগণ একত্র হইলে কোন দার্শনিক আবশ্যক কিছু লিখিয়া রাখিলে অথবা শস্য ও পশুর উন্নতি সাধনের জন্য অথবা সাধারণের হিতকর কোন প্রস্তাব থাকিলে প্রকাশ্যে নিবেদন করেন। যদি কেহ তিনবার মিথ্যাসংবাদ প্রদান করিয়া ধরা পড়েন, তাহা হইলে প্রচলিত আইনানুসারে তাঁহাকে চীরজীবনের জন্য মৌনাবলম্বন করিতে হয়; কিন্তু, যিনি উত্তম পরামর্শ দান করেন, তাঁহাকে শুল্ক বা অন্য প্রকারের দেয় কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়া থাকে।

কৃষকগণই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। ইহারা সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং প্রকৃতিতে ধীর ও শান্ত। ইহারা সামরিক কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে এবং নির্ভয়ে নিজ নিজ ভূমি কর্ষণ করে। ইহারা কখনও নগরের কোলাহলে বা অন্য কোন কার-ণেই তথায় গমন করে না। এইজন্য অনেক সময়েই দৃষ্ট হয় যে, একই সময়ে এবং একই জনপদে যোদ্ধৃগণ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকে এবং নিকটে নির্ব্বিবাদে অন্য সকলে কর্ষণ ও খননে নিযুক্ত থাকে

নির্দ্দেশ করাতেই এই ভ্রম হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মনু যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত গ্রীকগণবর্ণিত বর্ণনা বর্ণে বর্ণে এক হয়।

(২) "Philosopher" বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

এবং এই সৈন্যগণই ইহাদিগকে রক্ষা করে। রাজাই সকল ভূমির অধীশ্বর এবং কৃষকগণ উৎপাদিত শস্যের একচতুর্থাংশ পাইবার প্রত্যাশায় ভূমি কর্ষণ করে।

তৃতীয় শ্রেণী পশুপালক এবং শিকারী। কেবল ইহারাই শিকার ও পশুচারণ করিতে এবং ভারবাহী পশু বিক্রয় বা পশুদিগকে ভাড়া দিতে পারে। দেশকে বন্যপশু এবং শস্য নষ্টকারী পক্ষী হইতে রক্ষা করার জন্য, ইহারা রাজার নিকট হইতে পারিশ্রমিকস্বরূপ শস্য পায়। ইহারা যাযাবর এবং শিবিরে বাস করে।

[সাধারণ প্রজা অশ্ব বা হস্তী রাখিতে পারে না। কেবল রাজাই এই অধিকার ভোগ করেন। এই সকল জন্তু পরিচারকদের তত্ত্বাবধানে থাকে।]

নিম্নলিখিত প্রকারে হস্তী শিকার হইয়া থাকে। অনাবৃত ক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে ৫।৬ ষ্টাডিয়া গভীর একটী খাত খনন করা হয় এবং এই খাতের উপরে প্রবেশদ্বারের নিকট একটী সঙ্কীর্ণ সেতু স্থাপন করা হয়। এই পরিবেষ্টিত স্থানে ৩টী কি ৪টী শিক্ষিতা হস্তিনী রাখা হয়। শিকারীরা স্বয়ং গুপ্তস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে লুক্কায়িত থাকিয়া অপেক্ষা করে। বন্য হস্তীগুলি দিবাভাগে এই ফাঁদের নিকটে উপস্থিত হয় না; কিন্তু উহারা রাত্রিতে এক একটি করিয়া এই ফাঁদে প্রবেশ করে। সকলে প্রবেশ করিলে, ইহা বন্ধ করা হয়। তখন শিকারীরা পালিত হস্তীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান হস্তীটীকে ফাঁদের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, হস্তিপকগুলি

বন্য হস্তীগুলির সহিত যুদ্ধ করে এবং তাহাদিগকে অনাহারেও দুর্বল করিয়া ফেলে। যখন অবশেষে বন্য হস্তিসকল একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী হস্তিপক অলক্ষিতে হস্তীপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া নিজ হস্তীর তলদেশে গমন করে এবং তথা হইতে বন্যহস্তীর পেটের নীচে যাইয়া তাহার পদগুলি একত্র বাঁধিয়া ফেলে। এই ব্যাপার সমাধা হইলে, হস্তিপকগুলি পালিত হস্তিসকলকে উত্তেজিত করিয়া, আবদ্ধ-পদ বন্য হস্তিগুলিকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভূমিশায়ী না হয়, ততক্ষণ তাহাদিগকে প্রহার করিতে থাকে। তৎপরে, তাহারা গলদেশে গোচর্ম্মের রজ্জুদ্বারা বন্য ও পালিত হস্তিগুলির গলদেশ বন্ধন করে। যাহাতে ইহাদিগের পৃষ্ঠে-আরোহণকারীদিগকে নিক্ষেপ না করিতে পারে, তজ্জন্য বন্য হস্তিগুলির গলদেশের চতুর্দ্দিকে ক্ষত করা হয় এবং পরে ক্ষতস্থানে চর্ম্মের রজ্জু বন্ধন করা হয়। তজ্জন্য বেদনা বৃদ্ধি পাইয়া ইহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে আপত্তি করে না এবং শান্ত থাকে। ধৃত হস্তি-গুলির মধ্য হইতে যে গুলি বৃদ্ধ বা অল্পবয়স্ক এবং তজ্জন্য কর্ম্মের অনুপযোগী বোধ হয়, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা হয় এবং অবশিষ্ট-গুলিকে হস্তিশালায় লইয়া যায়। এই স্থানে হস্তিপকগণ একটীর সহিত অপর একটীর পদবন্ধন করে, সুদৃঢ় স্তম্ভে গলদেশ বদ্ধ করে এবং অনাহারে বশীভূত করে। ইহার পরে তাহাদিগকে নল এবং তৃণ দ্বারা সবল করা হয়। পরে তাহারা কোনটীকে মধুর কথা দ্বারা ভুলাইয়া, কোনটীকে সঙ্গীত দ্বারা এবং কোনটীকে ভেরীর বাদ্য দ্বারা শান্ত করিয়া বশীভূত করা হয়। খুব কম হস্তীকেই বশ

করিতে কষ্ট পাইতে হয়; কারণ তাহারা স্বভাবতঃই এমন ধীর এবং শান্ত যে, তাহারা অনেকাংশে জ্ঞানী জীবের ন্যায়। হস্তিপক যুদ্ধে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইলে, কোন কোন হস্তী তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রের বহির্দ্দেশে নিরাপদে লইয়া যায়। কোন হস্তী তাহার প্রভু, তাহার সম্মুখের পদদ্বয়ের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহার রক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়া তাহাকে রক্ষা করে। যদি ক্রোধবশতঃ হস্তী যে তাহাকে আহার বা শিক্ষা প্রদান করে, তাহাকে হত্যা করে, তবে সে এইজন্য এত দুঃখিত হয় যে, সে আহার-গ্রহণে বিরত থাকে এবং কোন কোন সময় অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

হস্তিসকল অশ্বের ন্যায় সঙ্গম করে এবং হস্তিনী প্রধানতঃ বসন্তকালে সন্তান প্রসব করে। বসন্তকালেই হস্তী ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠে। এই সময়ে তাহার ললাটস্থ ছিদ্র হইতে এক প্রকার মেদযুক্ত দ্রব্য বহির্গত হয়। করিণীও এই সময়ে মদোন্মত্তা হয়। করিণী ষোল হইতে আঠার মাস গর্ভধারণ করে। মাতা শাবককে ছয় বৎসর স্তন্য দান করে। অধিকাংশ হস্তীই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ুঃ মনুষ্যের ন্যায় জীবিত থাকে এবং কোন কোনটী দুই শত বৎসরের অধিককালও জীবিত থাকে। তাহাদিগের যে অনেক প্রকার পীড়া হয়, তাহা সহজে আরোগ্য হয় না। গোদুগ্ধ দ্বারা ধৌত করাই চক্ষুরোগের ঔষধ। অন্যান্য অধিকাংশ রোগে কৃষ্ণবর্ণের মদ্য প্রয়োগ করা হয়। তাহাদিগের ক্ষতরোগ নিরাময় করিবার জন্য তাহাদিগকে মাখন খাইতে দেওয়া হয়; কারণ ইহা

লৌহ-নিষ্কাশন করিতে পারে। ক্ষতস্থানে শূকরের মাংস দ্বারা সেক দেওয়া হয়।

বন্য পশু সম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই বলা হইল। আমরা এক্ষণে মেগস্থেনিস যাহা বলিয়াছেন, সেই বিষয় সম্বন্ধে পুনর্ব্বার আলোচনা করিব এবং যে স্থান হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়াছিলাম, সেই স্থান হইতেই আরম্ভ করিব।

শিকারী ও পশুপালকের পরে বণিক্‌শ্রেণী। ইহারা দ্রব্যাদি বিক্রয় করে এবং শারীরিক পরিশ্রম করে। এই শ্রেণীর কেহ কেহ কর দেয়; কেহ বা রাজসরকারে নির্দ্ধারিত কর্ম্ম সম্পাদন করে। কিন্তু শস্ত্র ও জাহাজ নির্ম্মাণকারিগণ রাজার নিকট হইতে বেতন ও আহার্য্য পায় এবং ইহারা কেবল রাজার জন্যই কার্য্য করে। সেনাবাহিনীর সেনাপতিই সৈন্যদিগকে অস্ত্র সরবরাহ করেন এবং নাবধ্যক্ষ যাত্রী ও পণ্যবহনের জন্য জাহাজ ভাড়া দেন।

পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত যোদ্ধৃগণ যখন যুদ্ধে ব্যাপৃত না থাকেন, তখন আলস্যে ও মদ্যপানে সময়াতিপাত করেন। রাজাই ইহাদিগের ব্যয়ভার গ্রহণ করেন এবং সেইজন্য ইহারা প্রয়োজন হইবামাত্রই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারেন; কারণ নিজ শরীর ব্যতীত ইহাদিগকে অন্য কিছুই বহন করিতে হয় না।

পরিদর্শকগণই ষষ্ঠশ্রেণীভুক্ত। রাজ্যে যাহা সংঘটিত হয়, তাহা রাজাকে গোপনে অবগত করার ভার ইহাদিগের উপর নির্দ্ধারিত। কাহারও কাহারও উপর নগরের এবং কাহারও উপর সৈন্যের পর্য্যবেক্ষণের ভার অর্পিত হয়। প্রথমোক্তগণ নগরের এবং

শেষোক্তগণ শিবিরস্থ বেশ্যাগণের সাহায্য গ্রহণ করেন। সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ ও বিশ্বাসী ব্যক্তিগণকেই এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়।

রাজার অমাত্য ও করনির্দ্ধারকগণই সপ্তম শ্রেণীভুক্ত। ইঁহাদিগের মধ্য হইতেই উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, বিচারক এবং শাসনকর্ত্তৃগণ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। নিজশ্রেণী ব্যতীত অন্য শ্রেণীতে কেহই বিবাহ করিতে পারেন না; অথবা এক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন না, অথবা একাধিক কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন না। কেবল দার্শনিক নিজের গুণের জন্য এই নিয়ম হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন।

চতুস্ত্রিংশ অংশ

(ষ্ট্রাবো ১।৫০-৫২, ৭০৭-৭০৯ পৃষ্ঠা)

শাসন-প্রণালী

(ইহা ত্রয়স্ত্রিংশ অংশে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।)

ঘোটক ও হস্তীর প্রয়োগ

রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিবৃন্দের মধ্যে কেহ হাটের, কেহ নগরের এবং কেহ সৈন্যের ভার পাইয়া থাকেন। কেহ নদী সকল পর্য্যবেক্ষণ করেন; কেহ মিশরদেশের প্রচলিত প্রথার ন্যায় ভূমির পরিমাপ ও যাহাতে সকলেই সমপরিমাণে জল পাইতে

পারেন, তজ্জন্য যে সকল বৃহৎ খাল হইতে পয়ঃপ্রণালীতে জল নির্গম হয়, সেইগুলি পরিদর্শন করেন। ইঁহারাই ব্যাধগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং তাহাদিগের কার্য্যানুযায়ী শাস্তি ও পুরস্কার দিবার ক্ষমতাও এই শ্রেণীর উপর অর্পিত হইয়াছে। ইঁহারাই রাজস্ব-সংগ্রহ করেন এবং ভূমিসংক্রান্ত বৃত্তি, কাষ্ঠসংগ্রাহক, সূত্রধর, কর্ম্মকার এবং খনকদিগের কার্য্যাবলী পরিদর্শন করেন। ইহাঁরাই রাজপথ নির্ম্মাণ করেন এবং প্রতি দশ ষ্টাডিয়া অন্তরে শাখাপথ ও দূরত্ব-নির্দ্দেশক স্তম্ভ স্থাপন করেন। যাঁহাদিগের উপর নগরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত আছে, তাঁহারা প্রত্যেক ভাগে পাঁচ পাঁচজন করিয়া ছয় ভাগে বিভক্ত। প্রথম দল শিল্প-সংক্রান্ত সকল কার্য্য পরিদর্শন করেন। দ্বিতীয়, বৈদেশিকদিগের অভ্যর্থনা করেন। ইঁহাদিগের উপরেই বৈদেশিকগণের বাসস্থান নির্দ্দেশ এবং ইঁহাদিগের দত্ত ভৃত্যবর্গের দ্বারা বৈদেশিকগণের কার্য্যাবলীর উপর লক্ষ্য রাখেন। দেশ হইতে বহির্গমনের কালে সঙ্গে সঙ্গে থাকা এবং কোন বৈদেশিকের মৃত্যু হইলে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি তাঁহার আত্মীয়বর্গের নিকট প্রেরণ করাও ইঁহাদিগের নিরূপিত কার্য্য। বৈদেশিকগণ পীড়িত হইলে ইঁহারাই শুশ্রূষা করেন এবং মৃত্যু হইলে ইঁহারাই প্রোথিত করেন। তৃতীয় দল, যাহাতে নির্দ্ধারিত কর আদায় হইতে পারে এবং উচ্চনীচ কাহারও জন্ম-মৃত্যু রাজার অবিদিত না থাকে, তজ্জন্য কোন্ সময়ে এবং কি প্রকারে জন্মমৃত্যু ঘটে, তাহার অনুসন্ধান করেন। চতুর্থ দল ব্যবসায় ও বাণিজ্য পরিদর্শন করেন। এই দলভুক্ত ব্যক্তিগণ

তুলা ও মাপ এবং ঋতুকালে যাহাতে প্রকাশ্যভাবে শস্য বিক্রীত হয়, এই সকল বিষয় পরিদর্শন করেন। দ্বিগুণ শুল্ক প্রদান না করিলে কেহই একাধিক পণ্যের ব্যবসায় করিতে পারেন না। পঞ্চমদল, শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত ও তাহাদের প্রকাশ্য বিক্রয় পর্য্যবেক্ষণ করেন। নূতন ও পুরাতন পণ্য পৃথক্‌ভাবে বিক্রীত হয় এবং একত্র বিক্রয় করিলে অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। ষষ্ঠদল, বিক্রেয় দ্রব্যের দশমাংশ গ্রহণ করেন। এই শুল্কপ্রদানে প্রতারণা করিলে মৃত্যু দণ্ড হয়।

এই সকল কার্য্য এই সমুদায় দল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সম্পন্ন করেন। ইঁহাদের নিজ নিজ কর্ম্মব্যতীত সম্মিলিতভাবে ইঁহারা রাজপ্রাসাদ-সংস্কার, দ্রব্যাদির মূল্য নিরূপণ, বন্দর এবং দেবমন্দিরের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি সাধারণের হিতকর কার্য্যের ভারও ইঁহাদের উপরে রহিয়াছে। নগরাধ্যক্ষগণের পরেই তৃতীয় একদল অমাত্য আছেন, যাঁহারা সামরিক কার্য্য পরিদর্শন করেন। ইঁহারাও পাঁচজন করিয়া, ছয়দলে বিভক্ত। একদল নাবধ্যক্ষের সহিত একত্র হইয়া কার্য্য করেন; দ্বিতীয়দল যুদ্ধসংক্রান্ত অস্ত্রাদি বহনের বলীবর্দ্দ, সৈন্যগণের রসদ, পশ্বাদির ভক্ষ্য, শুষ্ক তৃণাদি এবং যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণ পরিদর্শকের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করেন। ইঁহারাই বাদক, ঘণ্টানাদক, অশ্বপালক, শিল্পী এবং তাহাদিগের সহকারীও সরবরাহ করেন। ঘণ্টাধ্বনি সহকারে তাঁহারা তৃণাদি-সংগ্রহে লোক-প্রেরণ এবং পুরস্কার ও শাস্তিদ্বারা যাহাতে ঐ কার্য্য সত্বর ও নিরাপদে সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করেন। তৃতীয়দল,

পদাতিক সৈন্যের, চতুর্থ অশ্বারোহী, পঞ্চম যুদ্ধরথ এবং ষষ্ঠ সাদী সৈন্যের তত্ত্বাবধান করেন। অশ্ব এবং হস্তীর জন্য রাজকীয় অশ্বশালা এবং হস্তীশালা আছে। অস্ত্রের জন্য অস্ত্রাগার আছে; কারণ যুদ্ধান্তে সৈন্যগণের অস্ত্রাদি অস্ত্রাগারে এবং হস্তী ও অশ্ব হস্তিশালা ও অশ্বশালায় প্রত্যর্পণ করিতে হয়। হস্তীদিগের জন্য কোন প্রকার বল্‌গা ব্যবহৃত হয় না। যুদ্ধযাত্রার সময়ে বলীবর্দ্দ রথ টানিয়া লইয়া যায়; যাহাতে রথ টানিয়া লইয়া অশ্বগণের পায়ে ক্ষত না হইতে পারে, বা তাহারা ক্লান্ত না হয়, তজ্জন্য অশ্বগণকে কেবল দড়ি ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয়। সারথি ব্যতীত তাহার পার্শ্বে দুই জন করিয়া সৈন্য উপবেশন করে। যুদ্ধ-হস্তী চারিজন করিয়া সৈন্য বহন করে—একজন হস্তীপক ও অপর তিনজন তীর নিক্ষেপ করে।

(ইহার পরে সপ্তবিংশ অংশ প্রদত্ত হইয়াছে।)

চাণক্যের অর্থশাস্ত্র লোকগোচর হওয়ায় গ্রীকলেখকগণ বর্ণিত বর্ণনা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হইতেছে। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ তাঁহার ইতিহাসের দ্বিতীয় সংস্করণে এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন:—"The description of the Court and civil and military administration of Chandragupta Maurya, derived solely from Greek authorities, was practically uncorroborated. But recently an Indian scholar has made accessible by means of translation, copious extracts from the discourse on the Art of Government traditionally ascribed to Chanakya the wily Brahman minister of Chandragupta. Whoever its author may have been that curious work undoubtedly is proved by both external and internal evidence to be of early date.' অর্থাৎ এতকাল গ্রীকদিগের বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া চন্দ্রগুপ্ত

পঞ্চত্রিংশ অংশ

(ইলিয়ানের 'প্রাণিতত্ত্ব' ১৩।১০ হইতে গৃহীত)

অশ্ব ও হস্তীর ব্যবহার

যাহারা বাল্যকাল হইতে অশ্বকে সংযত করিতে শিক্ষা করিয়াছে, কেবল তাহাদিগের সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে যে, তাহারা অশ্বের পৃষ্ঠদেশে উলম্ফনে আরোহণ করিয়া অশ্বের বেগ সংযত করিতে পারে। সকল ভারতবাসীর সম্বন্ধেই এই কথা প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ, বল্‌গা সহযোগে অশ্বকে সংযত করা এবং তাহাকে পরিমিত ভাবে ও সোজা পথে চালিত করাই ইহাদিগের প্রথা। কিন্তু, ভারতবাসীরা কণ্টকিত মুখাবরণ দ্বারা অশ্বের জিহ্বায় কিংবা অশ্বের তালু ক্ষত বিক্ষত করেনা। যাহারা অশ্বকে সচরাচর শিক্ষা দেয়, তাহারা রঙ্গভূমিতে অশ্বকে বারংবার চক্রাকারে দৌড়াইতে

মৌর্য্যের যে সকল বর্ণনা করা হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত না। কিন্তু, একজন ভারতীয় লেখক এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় হইতে গ্রীকবর্ণিত বৃত্তান্ত যে সত্য তাহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। এই 'অর্থশাস্ত্র' চাণক্যের লিখিত না হইলেও, ইহা যে অতি প্রাচীন গ্রন্থ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং আমার বিশ্বাস যে, এই অমূল্যগ্রন্থবর্ণিত বৃত্তান্তগুলি মৌর্য্যকালেই ঘটিয়াছিল।

চাণক্যের অর্থশাস্ত্র প্রথমকল্প, দ্বিতীয়খণ্ড দ্রষ্টব্য।

-বাধ্য করিয়া শান্ত করে। কার্য্যে সুদক্ষ ব্যক্তিগণের হস্তের বল থাকা এবং অশ্ববিদ্যায় সম্যক্ পারদর্শী হওয়া আবশ্যক। সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শী ব্যক্তিগণ রঙ্গভূমিতে চক্রাকারে একখানি রথ চালনা করিয়া নিজেদের বিদ্যার পরীক্ষা করে; এবং প্রকৃতপক্ষে চক্রাকারে চালিত চারিটী তেজস্বী অশ্বকে সহজে সংযত করা সহজ কর্ম্ম নহে। রথে সারথির পার্শ্বে উপবিষ্ট দুইজন ব্যক্তি গমন করে। যুদ্ধহস্তী হাওদায় কিংবা তাহার অনাবৃত পৃষ্ঠদেশে তিনজন সৈন্য বহন করে। এই তিন জনের মধ্যে দুইজন উভয় পার্শ্ব হইতে এবং অপর ব্যক্তি পশ্চাদ্দেশ হইতে তীর নিক্ষেপ করে। এতদ্ব্যতীত পরিচালক ও পোতাধ্যক্ষেরা হাল সহযোগে যেরূপ জাহাজ চালনা করে, তদ্রূপ চতুর্থ একব্যক্তি, অঙ্কুশ সহকারে হস্তীকে পরিচালনা করে।

ষট্‌ত্রিংশ অংশ

(ষ্ট্রাবো ১৫। ৪১-৪৩ (৭০৪-৭০৫ পৃষ্ঠা) হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে)

এই অংশ ত্রয়স্ত্রিংশ অংশে প্রদত্ত হইয়াছে।

সপ্তত্রিংশ অংশ

আরিয়ানের ইণ্ডিয়া, ১৩-১৪ অধ্যায় হইতে গৃহীত)

হস্তি-শিকার

(দ্বাত্রিংশ অংশে উদ্ধৃত অংশ প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছে।)

ভারতবাসীরা হস্তিব্যতীত অন্যান্য বন্য জন্তু গ্রীকদিগের ন্যায় শিকার করে; এই জন্তু অন্যান্য জন্তুর ন্যায় নহে বলিয়া ইহার শিকারে বিশেষত্ব আছে। এই প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে বর্ণনা করা যাইতে পারে:—শিকারিগণ, বৃহৎ সেনাদলের শিবির-সংস্থাপনের সংকুলান হয়, এইরূপ একটী সমতল ও শুষ্কক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে খাত খনন করে। এই খাত পাঁচফাদম প্রস্থ ও চারিফাদম গভীর করা হয়। কিন্তু, খাতখননের সময় যে মৃত্তিকা বাহির হয়, তাহা খাতের উভয় পার্শ্বে স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হয় এবং স্তূপকে প্রাচীরের ন্যায় ব্যবহার করা হয়। পরে, তাহারা খাতের বহির্দ্দেশস্থ প্রাচীর খনন করিয়া আপনাদের জন্য কুটীর নির্ম্মাণ করে এবং আলোক-প্রবেশের জন্য, ও কোন্ সময়ে হস্তিযূথ অগ্রসর হইয়া বেষ্টিত স্থানে প্রবেশ করে, তাহা দেখিবার জন্য প্রাচীরে ছিদ্র করে। পরে, তাহারা খেদার মধ্যে সুশিক্ষিত ৩।৪টী করিণী রাখিয়া এবং গমনাগমনের জন্য খাতের উপর ক্ষুদ্র একটী সেতু প্রস্তুত করিয়া ও যাহাতে হস্তিগণ ঐ সেতু না দেখিতে পারে, তজ্জন্য উহা মৃত্তিকা ও প্রচুর খড় দিয়া আবৃত করিয়া রাখে।

শিকারীরা তৎপরে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া প্রাচীরমধ্যস্থ গৃহে গমন করে। বন্য হস্তিগণ দিবাভাগে লোকালয়ের নিকট গমন করে না, কিন্তু, তাহারা রাত্রিতে যত্র তত্র বিচরণ করে এবং গাভী সকল যেরূপ ষণ্ডের অনুগমন করে, সেইরূপ হস্তিযূথ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সাহসী হস্তীর পশ্চাদ্গমন করেন। খেদার নিকটবর্ত্তী হইলেই তাহারা করিণীদিগের রব শ্রবণ করিতে পায় এবং তাহাদিগের গন্ধ পাইয়া দ্রুতবেগে বেষ্টিত স্থানের দিকে অগ্রসর হয় এবং খাতে তাহাদিগের গতি প্রতিরোধ হইলে, উহারা চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে সেতুর সন্ধান পায় এবং সেতু দিয়া খেদার মধ্যে প্রবেশ করে। ইতিমধ্যে শিকারিগণ খেদার মধ্যে বন্য হস্তিগুলির প্রবেশ দেখিতে পাইলে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেতুধ্বংস করে এবং কেহ কেহ নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাইয়া এই বৃত্তান্ত প্রচার করে। গ্রামবাসিগণ এই সংবাদে তাহাদিগের দ্রুতগামী ও সুশিক্ষিত হস্তীতে আরোহণ করিয়া খেদায় উপস্থিত হয় ; কিন্তু, যদিও তাহারা খেদার নিকটে যায়, তত্রাপি তাহারা তৎক্ষণাৎ বন্য হস্তীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না ; কিন্তু, যখন বন্য হস্তিসকল ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর না হয়, ততক্ষণ অপেক্ষা করে। যখন তাহারা বিবেচনা করে যে, উহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহারা পুনরায় সেতু-নির্ম্মাণ করিয়া খেদার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, প্রথমতঃ শিক্ষিত হস্তীদ্বারা খেদার মধ্যস্থিত হস্তিসকলকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করে ; তখন, যে বন্য হস্তিগুলি নিস্তেজ ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া শীঘ্রই পরাস্ত হয়, তাহা সহজেই বোঝা যাইতে পারে। ইহার পরে, শিকারীর নিজ নিজ

হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া হস্তিগুলির পদ শৃঙ্খলে বন্ধন করে। বন্য পশুগুলি এতক্ষণে অবসন্নও হইয়া পড়ে। পরে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বন্য হস্তিগুলি নানারূপ ক্লেশে ক্লান্ত হইতে ভূমিতে পতিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা পালিত হস্তিগুলিকে, বন্য হস্তীকে আঘাত করিবার জন্য উত্তেজিত করে। ততক্ষণে, শিকারিগণ তাহাদিগের নিকটে দণ্ডায়মান থাকিয়া, তাহাদিগের গলদেশে ফাঁস পরাইয়া দেয় এবং তাহারা ভূমিতে পতিত থাকাকালীনই তাহাদিগের পৃষ্ঠে আরোহণ করে এবং যাহাতে তাহাদিগের পৃষ্ঠারূঢ় ব্যক্তিগণকে ফেলিয়া না দিতে পারে, বা অন্য কোন প্রকারে ক্ষতি না করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগের গলদেশের চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা ছেদন করে এবং ক্ষতস্থানে ফাঁস বাঁধিয়া দেয়। এবম্প্রকারে বন্য হস্তীগুলি মস্তক ও গলা স্থিরভাবে রাখিতে বাধ্য হয়; কারণ তাহারা অস্থির হইয়া নড়িবার চেষ্টা করিলেই, তাহাদের ক্ষতস্থানে আরও বেদনা অনুভব করে। এই প্রকারে তাহারা সকল প্রকার নড়াচড়া হইতে বিরত থাকে এবং বন্য হস্তিসকল পরাজিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া পালিত হস্তিসকল দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া নীত হয়।

কিন্তু যে সকল বন্য হস্তী অত্যন্ত দুর্ব্বল অথবা ক্রূরপ্রকৃতির জন্য রাখিবার অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়, সে গুলি গ্রামে লইয়া যাওয়া হয় এবং প্রথমে তাহাদিগকে শস্যের বৃন্ত এবং তৃণ খাইতে দেওয়া হয়। কিন্তু হস্তীগুলির তেজ নিঃশেষ হওয়াতে তাহাদিগের আহারের প্রবৃত্তি থাকে না; কিন্তু হস্তী সমস্ত পশুর মধ্যে বুদ্ধিমান্

বলিয়া ভারতবাসিগণ তাহাদিগের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া ঢক্কা ও করতাল সহকারে সঙ্গীতধ্বনি করিয়া তাহাদিগকে শান্ত করে ও উৎসাহ দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কোন কোন হস্তীর হস্তিপক যুদ্ধে হত হইলে সমাধির জন্য তাহাকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল; কোন হস্তী ভূপতিত চালককে ঢালদ্বারা আবৃত করিয়াছিল এবং কোন হস্তী ভূপতিত হস্তিপককে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল। একটী হস্তী অকস্মাৎ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার চালককে হত করিয়া পরে অনুতাপে ও হতাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। আমি স্বচক্ষে একটী হস্তীকে খঞ্জনী বাজাইতে এবং খঞ্জনীর তালে তালে অপর হস্তীগুলিকে নাচিতে দেখিয়াছি। একটী খঞ্জনী বাদ্যকর-হস্তীর সম্মুখের পদদ্বয়ে, অন্যটী তাহার শুণ্ডে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং হস্তী তাহার শুড়ের ও পদদ্বয়স্থ খঞ্জনী নির্দ্ধারিতরূপে বাজাইয়াছিল। নৃত্যকারী হস্তি-সকল বাদ্যকর হস্তীর চতুর্দ্দিকে গোলাকার হইয়া নৃত্য করিতেছিল এবং বাদ্যকর হস্তীর সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে তাহাদিগের সম্মুখস্থ পদদ্বয় একবার উঠাইতেছিল এবং একবার বক্র করিতেছিল।

ষণ্ড ও অশ্বের ন্যায়, হস্তী বসন্তকালে সন্তান প্রসব করে এবং এই ঋতুতেই করিণী ললাটস্থ ছিদ্র দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে। করিণী ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ মাস পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করে। ঘোটকীর ন্যায় করিণীও একটী করিয়া সন্তান প্রসব করে এবং অষ্টম বৎসর পর্য্যন্ত স্তন্যদান করে। সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ু হস্তী দুই শত বৎসর জীবিত থাকে; কিন্তু অনেকেই ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া অকালে

কালগ্রাসে পতিত হয়। যদি তাহাদের বার্দ্ধক্যজনিত মৃত্যু না হয়, তবে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহারা ততদিনই জীবিত থাকে। গো-দুগ্ধ হস্তীর চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে, তাহাদের চক্ষুরোগ আরোগ্য হয় এবং কৃষ্ণবর্ণ মদ্য পান করাইলে অন্যান্য রোগ নিরাময় হয়। ক্ষতস্থানে দগ্ধশূকরের মাংস-প্রয়োগে আরোগ্য হয়। ভারতবাসীরা হস্তিরোগচিকিৎসায় এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করে।

(নিম্নোদ্ধৃত অংশ ইলিয়ানের "প্রাণিতত্ত্ব" ১২, ৪৪ হইতে গৃহীত হইয়াছে)

হস্তী

ভারতবর্ষে যদি কোন হস্তী যৌবনকালে ধৃত হয়, তবে তাহাকে পোষমানান অত্যন্ত কঠিন হয় এবং সে স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করিয়া রক্তের জন্য লালায়িত হয়। তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিলে সে আরও কুপিত হয় এবং প্রভুর বশীভূত থাকিতে চাহে না। যাহা হউক, ভারতবাসীরা ইহাকে আহারদানে প্রলোভিত করে এবং ইহার উদর পূরণ ও প্রকৃতি শান্ত রাখিবার জন্য যে সকল খাদ্যে ইহার লোভ দেখা যায়, তাহাই ইহাকে প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু তথাপি হস্তী উহাদিগের প্রতি কোপান্বিত হয় এবং ঐ সকল খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাতও করে না। তখন ভারতবাসীরা কি উপায় অবলম্বন করে? অধিবাসীরা হস্তীর নিকট তদ্দেশীয় গান গায় এবং সচরাচর প্রচলিত চারিটী তারবিশিষ্ট স্কিণ্ডাপসস্ নামক

যন্ত্রসঙ্গীত দ্বারা ইহাকে শান্ত করে। হস্তী তখন কর্ণ উত্তোলন করিয়া ইহার সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া শান্ত হয়। পরে যদিও হস্তীর প্রশমিত ক্রোধ মধ্যে মধ্যে প্রকাশ পায়, তথাপি সে ক্রমে ক্রমে তাহার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। তখন ইহার শৃঙ্খল উন্মুক্ত করা হইলেও সঙ্গীতের বশ বলিয়া সে পলায়ন করিতে ইচ্ছা করে না। এমন কি, হস্তী আগ্রহের সহিত নিজ খাদ্য গ্রহণ করে। বিলাসপ্রিয় অতিথি যেরূপ নিমন্ত্রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে চাহে না, তদ্রূপ সঙ্গীতের বশ বলিয়া হস্তীরও পলায়নের ইচ্ছা থাকে না।

অষ্টাত্রিংশ অংশ

হস্তীর রোগ

(ইলিয়ান ১৩।৭ হইতে উদ্ধৃত)

ভারতবাসীরা যে সকল হস্তী ধৃত করে, সেই সকল হস্তীর ক্ষত নিম্নোক্তপ্রকারে আরোগ্য করিয়া থাকে,—বৃদ্ধ হোমর লিখিত বর্ণনায় পাট্রোক্লিস যে ভাবে ইউরিপাইলসের ক্ষতের চিকিৎসা করিয়াছিলেন, ইহারাও সেইভাবে ক্ষতস্থান ঈষদুষ্ণ জলে সেক দেয়। পরে তাহারা ক্ষতস্থানের উপরে মাখন ঘর্ষণ করে এবং যদি ক্ষত গভীর হয়, তবে স্ফীতিনিবারণার্থ ক্ষতস্থানে রক্তাক্ত এবং

উষ্ণ শূকরের মাংসখণ্ডসকল প্রয়োগ করে এবং ক্ষতের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। হস্তীর চক্ষুরোগ তাহারা গোদুগ্ধ দ্বারা নিরাময় করে। এই গোদুগ্ধ দ্বারা প্রথমে চক্ষুতে সেক দেওয়া হয়; পরে উহা চক্ষুর মধ্যে প্রয়োগ করা হয়। হস্তীর চক্ষু উন্মুক্ত করে এবং চক্ষুরোগের প্রতীকার হইয়াছে বুঝিতে পারিলে, তাহারা আহ্লাদিত হয় এবং মনুষ্যের ন্যায় এই উপকার অনুভব করণে সক্ষম হয়। তাহাদিগের চক্ষুরোগ যে পরিমাণে হ্রাস হয়, তাহাদিগের আহ্লাদ সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং এই চিহ্ন হইতেই তাহাদিগের রোগমুক্ত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায়। হস্তীর অন্যান্য ব্যাধিতে কৃষ্ণবর্ণের মদ্য প্রয়োগ হয় এবং যদি এই ঔষধে ব্যাধি আরোগ্য না হয়, তবে আর কিছুতেই তাহারা রক্ষা পায় না।

ঊনচত্বারিংশ অংশ

(ষ্ট্রাবো ১।৪৪-৭০৬ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত)

সুবর্ণখননকারী পিপীলিকা

মেগস্থেনিস এই সকল পিপীলিকার নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পূর্ব্বাঞ্চলে পার্ব্বতীয় প্রদেশে তিন হাজার ষ্টাডিয়া ব্যাসবিশিষ্ট উচ্চ উপত্যকায় দারদাই নামক এক জাতি

প্রায় সকল প্রাচীন গ্রীক-লেখকগণই এই বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। নিয়ার্কাস বলিয়াছেন যে, তিনি স্বচক্ষে এইরূপ একটী পিপীলিকার চর্ম্ম দেখিয়াছিলেন।

বাস করে। এই উপত্যকার নিম্নভাগে স্বর্ণের খনি আছে এবং তজ্জন্যই এই স্থানে সুবর্ণখননকারী পিপীলিকা দৃষ্ট হয়। এই সকল পিপীলিকা আকারে বন্য শৃগাল অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে। ইহারা অত্যন্ত দ্রুতগামী এবং মৃগয়ালব্ধ দ্রব্যে জীবনধারণ করে। ইহারা শীতকালে ইন্দুরের ন্যায় ভূমি খনন করিয়া খনিমুখে মৃত্তিকা স্তূপীকৃত করে। এই সুবর্ণরেণুকে অল্প জাল দিতে হয়। নিকটবর্ত্তী লোকেরা ভারবাহী জন্তুসহ গোপনে আসিয়া এই সুবর্ণরেণু লইয়া যায়। যদি তাহারা প্রকাশ্যভাবে আইসে, তবে তাহারা পিপীলিকা দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং পলায়ন করিলে পিপীলিকাগুলি তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তাহাদিগকে ও তাহাদিগের পশুগুলিই বিনষ্ট করে। সেইজন্য চৌর্য্যকার্য্য গোপনে সাধন করিবার উদ্দেশ্যে ইহারা নানাস্থানে বন্য পশুমাংস প্রক্ষেপ করে এবং এই প্রকারে পিপীলিকাগুলি ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলে, তাহারা সুবর্ণরেণু লইয়া যায়। ইহারা দ্রবীভূত করিবার প্রথা অবগত না থাকায় যে কোন ব্যবসায়ী দেখিতে পায় তাহাকেই অবিকৃত অবস্থায় বিক্রয় করে(২)।

অধ্যাপক উইল্‌সন মহাভারত হইতে স্থান উদ্ধৃত করিয়া এই বিষয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ম্যাক্রিণ্ডল ইহাদিগকে তিব্বতদেশীয় খননকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(২) সোয়ানবেক অনেকগুলি গ্রীক-গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা সকলেই মত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতীয়গণ ধাতু গলাইতে জানিতেন না।

চত্বারিংশ অংশ

(আরিয়ান ১৫।৫-৭ হইতে গৃহীত অংশ)

সুবর্ণখননকারী পিপীলিকা

কিন্তু মেগস্থেনিস নিশ্চয় করিয়া বলেন যে, পিপীলিকা সম্বন্ধীয় জনশ্রুতি প্রকৃতপক্ষেই সত্য; তাহারা যে সুবর্ণের জন্যই খনন করে, তাহা নহে, কিন্তু আমাদের দেশে যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকাগুলি নিজেদের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত খনন করে, ভারতবর্ষস্থ পিপীলিকাগুলিও তদ্রূপ ভূগর্ভে বাস করিবার উদ্দেশ্যে স্বভাবতঃই ভূমি খনন করে। তবে ভারতবর্ষের পিপীলিকাগুলি আকারে শৃগালাপেক্ষাও বৃহৎ বলিয়া তাহাদের কৃত গর্ত্ত বৃহদাকারের হয়, কিন্তু তথাকার মৃত্তিকা সুবর্ণমিশ্রিত বলিয়া ভারতবাসিগণ এই মৃত্তিকা হইতেই সুবর্ণ সংগ্রহ করে। এক্ষণে ইহাই বক্তব্য যে, মেগস্থেনিস যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পরম্পরাশ্রুত হইয়াই লিখিয়াছেন এবং আমি যখন ইহাপেক্ষা অধিক কিছু নিশ্চিতভাবে লিখিতে পারি না, তখন আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলাম।

(ডায়ন খ্রীষটম হইতে গৃহীত)

সুবর্ণখননকারী পিপীলিকা

তাহারা পিপীলিকা হইতে স্বর্ণ গ্রহণ করে। এই সকল জন্তু শৃগাল অপেক্ষা আকারে বৃহৎ, কিন্তু অন্যান্য প্রকারে তাহারা

আমাদের দেশের পিপীলিকার ন্যায়। তাহারা অন্যান্য পিপী· লিকার ন্যায় ভূগর্ভে গর্ত্ত খনন করে। এই প্রকারে যে স্তূপ নির্ম্মিত হয়, তাহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ এবং উজ্জ্বল সুবর্ণে পরিপূর্ণ। স্তূপগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সুবর্ণরেণুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের ন্যায় সজ্জিত থাকিয়া সমগ্রদেশকে উজ্জ্বল করে। এইজন্য সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা সুকঠিন এবং যাহারা সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা নিজেদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিয়াছে। যে সকল মনুষ্যেরা পিপীলিকাদের নিকটে বাস করে, তাহারা এই সুবর্ণের স্তূপ অপহরণ করিবার মানসে দ্রুত-গামী অশ্বযোজিত শকটে করিয়া মধ্যবর্ত্তী নাতিবৃহৎ মরুভূমি পার হয়। দ্বিপ্রহরে যখন পিপীলিকারা ভূগর্ভে প্রবেশ করে, তখন তাহারা এই স্থানে উপস্থিত হইয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ দ্রুতবেগে পলায়ন করে। পিপীলিকাগণ এই সংবাদে পলায়নকারীদিগের অনুসরণ করে এবং পরে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে হয়, তাহাদিগকে পরাভূত করে অথবা নিজেরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। (কারণ সকল জন্তুদিগের মধ্যে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী)। এইজন্য অনুমান হয় যে, তাহারা সুবর্ণের মূল্য বুঝিতে পারে এবং ইহা পরিত্যাগ করা অপেক্ষা দেহত্যাগই প্রশস্ত মনে করে।

একচত্বারিংশ অংশ

(ষ্ট্রাবো ১৫।১, ৫৮-৬০ ৭১১-৭১৪ পৃষ্ঠা)

ভারতীয় দার্শনিক

(অংশ ইহার পূর্ব্বে স্থান পাইয়াছে)

দার্শনিক সম্বন্ধে মেগস্থেনিস বলিয়াছেন যে, ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পর্ব্বতে বাস করেন, তাঁহারা ডাইওনীসসের উপাসক। ডাইওনীসস যে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা বলেন যে, বন্য দ্রাক্ষা, আইভি, লরেল, মার্টল, বাক্সবৃক্ষ এবং অন্যান্য চিরহরিৎ তরুরাজি যাহা কেবল তাঁহাদিগের দেশেই জন্মে এবং যাহা ইউফ্রেটীস নদীর পূর্ব্বদিকে কেবল উপবনে জন্মিয়া থাকে এবং যাহা রক্ষণে অত্যন্ত যত্ন আবশ্যক, তাহা এই দেশে জন্মে। তাঁহারা ডাইওনীসসের উপাসকগণের ন্যায় মসলিন-বস্ত্র ব্যবহার, উষ্ণীষধারণ, গন্ধদ্রব্যব্যবহার, উজ্জ্বলবর্ণের ফুলতোলা কাপড় পরিধান করেন এবং তাঁহাদিগের রাজা যখন প্রাসাদ-বহির্ভাগে গমন করেন, তখন দুন্দুভি ও ঘণ্টাধ্বনি হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল দার্শনিক সমতলক্ষেত্রে বাস করেন, তাঁহারা হীরাক্লিসের পূজা করেন। এই সকল বৃত্তান্ত আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে এবং অনেক লেখক এই সকল বিষয়ে বিশেষতঃ দ্রাক্ষা ও মদ্য সম্বন্ধীয় বৃত্তান্তে প্রতিবাদ করিয়াছেন। কারণ, আর্ম্মেনিয়ার

অধিকাংশ এবং সমগ্র মেসোপটোমিয়া, পারস্য ও আর্ম্মেনিয়া পর্য্যন্ত মিডিয়ার অংশ ইউফ্রেটিসের অপর পার্শ্বে অবস্থিত এবং এই সকল দেশের অনেক স্থানে উৎকৃষ্ট মদ্য উৎপাদনকারী দ্রাক্ষাক্ষেত্র আছে।

অন্য এক প্রকারে মেগস্থেনিস পণ্ডিতগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, এক শ্রেণীকে ব্রাহ্মণ, অপর শ্রেণীকে তিনি শ্রমণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের মত অধিক ‍র সঙ্গতিবিশিষ্ট বলিয়া সকলেই তাঁহাদিগকে অধিক সম্মান করেন। গর্ভস্থ হইবামাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইহাদিগের যত্ন লইতে আরম্ভ করেন।

১। উইল্‌সন বলিয়াছেন যে, মেগস্থেনিস প্রকৃতপক্ষে কাহাদিগকে শ্রমণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। কেহ কেহ ইহাদিগকে বৌদ্ধ যতি বলিয়াছেন। কেহ বা আবার ইহা স্বীকার করেন না। যদিও উভয় পক্ষই নানারূপ প্রমাণ প্রয়োগ করেন, তত্রাপি বৌদ্ধ যতিদিগকে যে শ্রমণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই মনে হয়। "Weighty arguments are adduced on both sides, but the opinion of those seems to approach nearer the truth who contend that they were Buddhists" (Wilson) ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে মেগস্থেনিস ভিন্ন ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া সোয়ানবেক মনে করেন যে, ইহারা বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। শ্রমণগণকে কয়েক স্থানে শমন লিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং পালিভাষায় তাঁহারা ঐ নামে কথিত হইয়া থাকে, বলিয়া বোলেন মনে করেন যে, মেগস্থেনিসবর্ণিত শ্রমণ বৌদ্ধযতি। কিন্তু লাসেন এই মত গ্রহণে অনিচ্ছুক।

এই সকল জ্ঞানী ব্যক্তিগণ মাতার নিকট গমন করিয়া মাতার ও গর্ভস্থ ভ্রূণগণের মঙ্গলোদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করিবার ছলে সদুপদেশ ও সৎপরামর্শ প্রদান করেন এবং যে সকল গর্ভধারিণী এই সকল উপদেশ বিশেষ আগ্রহের সহিত প্রণিপাত করেন, তাঁহাদিগকেই সুসন্তানের মাতা বলিয়া বিবেচনা করা হয়। ভূমিষ্ঠ হইলে সন্তানগণ একের পর অন্যের যত্নে লালিত পালিত হয় এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর গুরুর নিকট তাহাদিগের শিক্ষার ভার প্রদান করা হয়। দার্শনিকগণ নগরের সম্মুখস্থ নাতিবৃহৎ বেষ্টিত উপবনে বাস করেন। তাঁহারা আড়ম্বরহীন হইয়া জীবনাতিপাত করেন এবং তৃণশয্যা বা মৃগচর্ম্মে শয়ন করেন, মাংসাহারে ও ইন্দ্রিয়সম্ভোগে বিরত থাকেন এবং জ্ঞানপূর্ণ প্রসঙ্গশ্রবণে অভিলাষযুক্ত হইয়া শিক্ষাদানে সময়াতিপাত করেন। কিন্তু শ্রোতা কথা বলিতে, কাসিতে, এমন কি, নিষ্ঠীবন ফেলিতেও নিষিদ্ধ; অন্যথা তাঁহাকে সংযমবিহীন বলিয়া সমাজ হইতে ঐ দিবসেই বহিষ্কৃত করা হয়। এই প্রকারে সাইত্রিশ বৎসর বাস করিয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্পত্তিভোগে অধিকারী হইয়া মসলিনের বস্ত্রাদি পরিধান ও হস্তে ও কর্ণে কয়েকটী সুবর্ণালঙ্কার পরিধান করিয়া নিরাপদে অপেক্ষাকৃত যথেচ্ছভাবে জীবনাতিপাত করিতে পারেন। এই সময়ে তাঁহারা মাংস ভক্ষণ করেন; কিন্তু শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত পশুর মাংস ভক্ষণ কিম্বা উগ্র ও অত্যধিক মশলাবিশিষ্ট খাদ্যভক্ষণে বিরত থাকেন। বহু স্ত্রী থাকিলে অনেক সুবিধা হয়, এইজন্য এবং অনেক সন্তানসন্ততি লাভের জন্য তাঁহারা

যতগুলি স্ত্রী ইচ্ছা হয় ততগুলি ইচ্ছানুযায়ী বিবাহ করিতে পারেন। তাহাদিগের ক্রীতদাস না থাকাতে আবশ্যকানুযায়ী সন্তানসন্ততির সেবা অত্যন্ত আবশ্যক।

অসচ্চরিত্রা হইলে উহারা নিষিদ্ধ বিষয় অপরের নিকট প্রকাশ করিবে, অথবা তাহারা উত্তম দার্শনিক হইয়া স্বামীকে পরিত্যাগ করিবে, এই আশঙ্কায় ব্রাহ্মণগণ নিজপত্নীগণকে দর্শনশিক্ষা দান করেন না। কারণ যাহারা সুখ ও দুঃখ, জীবন ও মরণ একই ভাবে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তাহারা অপরের দাসত্ব গ্রহণ ইচ্ছা করে না। কিন্তু জ্ঞানী পুরুষ ও জ্ঞানবতী স্ত্রীর ইহাই ধর্ম্ম। অধিকাংশ সময়েই ইঁহারা মৃত্যুর বিষয় আলোচনা করেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, এই জন্ম যেন গর্ভস্থ শিশুর পরিণত হইবার সময় এবং মৃত্যুই দার্শনিক-গণের পক্ষে সত্য ও উপযুক্ত জন্ম। এই জন্যই তাঁহারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইবার নানা প্রকার শিক্ষা ও ক্লেশ সহ্য করেন। মনুষ্যের অদৃষ্টে যাহা ঘটে, তাঁহারা উহা ভালমন্দ কিছুই বিবেচনা করেন না। তাঁহাদের মতে ভালমন্দ স্বপ্নানু-ভূতির ন্যায়; নতুবা একই ব্যক্তি একই বস্তুদ্বারা বিভিন্ন সময়ে সুখ দুঃখ ভোগ করিবে কিরূপে? আমাদের গ্রন্থকার বলেন যে, জড়জগৎ সম্বন্ধে ইঁহাদিগের মত অত্যন্ত সরল, কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস উপাখ্যানের উপর স্থাপিত বলিয়া যুক্তি অপেক্ষা ইঁহারা কার্য্যেই অধিক সুদক্ষ। অনেক বিষয়ে গ্রীকদিগের সহিত ইঁহাদের একমত দেখা যায়; কারণ, গ্রীকদিগের

ন্যায় ব্রাহ্মণগণও বলেন যে, পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছিল; উহা ধ্বংসশীল, গোলাকার এবং যে দেবতা এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন ও শাসন করিতেছেন, তিনি সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত। ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, প্রত্যেক বিষয়েরই মূল বিভিন্ন, কিন্তু পৃথিবী নির্ম্মাণে জল ব্যবহার করা হইয়াছিল; চারিভূত ব্যতীত একটী পঞ্চভূত আছে এবং এই পঞ্চভূত হইতেই স্বর্গ ও তারাদল সৃষ্ট হইয়াছে এবং পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত। জনন, আত্মার প্রকৃতি এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও গ্রীকদিগের একই মত। প্লেটোর ন্যায় ব্রাহ্মণও আত্মার অবিনশ্বরত্ব যমালয়ে বিচার প্রভৃতি বিষযে নিজেদের মত রূপকাকারে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন। মেগস্থেনিস ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন,—

শ্রমণদিগের সম্বন্ধে মেগস্থেনিস বলিয়াছেন যে, হিলোবিয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মানভাজন। তাঁহারা বনে বাস করেন, বনজাত পত্র ও বন্য ফল ভোজনে জীবন ধারণ করেন; বল্কল পরিধান করেন এবং মদ্যপান ও স্ত্রীসম্ভোগ হইতে বিরত থাকেন। ঘটনার কারণ সম্বন্ধে নৃপতিগণ দূত দ্বারা ইঁহাদিগের মত জিজ্ঞাসা করেন এবং ইঁহাদের দ্বারায় ঈশ্বরের পূজা ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন। হিলোবিয়ই পরেই, চিকিৎসকগণকে সম্মান করা হয়। কারণ ইহারা দর্শন দ্বারা মনুষ্যের প্রকৃতি অনুসন্ধান করেন। ইঁহারা মিতব্যয়ী; কিন্তু, বনে বাস করেন না। ইঁহারা ভাত ও যব আহার করেন; এই ভাত ও যব চাহিবা-

মাত্রই পাওয়া যায় এবং ইহারা যাহাদের গৃহে অতিথি হন, তথায়ও ইহা পাওয়া যায়। ইহাঁরা ঔষধপ্রয়োগে রমণীগণকে বহু সন্তানবতী করিতে পারেন এবং ইচ্ছামত সন্তানদিগকে পুরুষ বা স্ত্রীজাতীয় করিতে পারেন। ঔষধ অপেক্ষা পথ্যাদি দ্বারা ইহারাই আরোগ্য সম্পাদন করেন। মলম ও প্লাষ্টার অধিক ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা অন্যান্য ঔষধ অনিষ্টকারী বিবেচনা করেন। এই উভয় শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ এবং অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি সকল শ্রমসাধ্য কর্ম্ম ও দুঃখ সহ্য করিয়া এমন সহিষ্ণুতা অভ্যাস করেন যে, তাঁহারা সমস্ত দিন একই অবস্থায় নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন।

এতদ্ব্যতীত গণক, যাদুকর এবং যাহারা প্রেতশাস্ত্রবিশারদ, যাহারা গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় এরূপ জাতিও আছে।

যাহারা ইহাদের মধ্যে বিদ্বান, এবং মনুষ্যের সহবাসে থাকে, তাহারাও পরলোক সম্বন্ধে কুসংস্কার প্রচার করে; তাহারা মনে করে যে, ইহাতে ধর্ম্মভীরুতা ও পবিত্রতা বৃদ্ধি করে। স্ত্রীলোকেরাও উহাদের কাহারও কাহারও সহিত দর্শন অধ্যয়ন করে; কিন্তু এই সকল স্ত্রীলোক ইন্দ্রিয়-সেবা হইতে বিরত থাকে।

দ্বিচত্বারিংশ অংশ

(ক্লিমেণ্ট, ১। ৩০৫ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত)

ভারতীয় দার্শনিক

ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে, মেগস্থেনিস (যিনি সেলুকস-নিকেটরের সহিত বাস করিতেন) পরিষ্কার ভাবেই বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচীনগণ যাহা বলিয়াছেন, গ্রীসের বহির্ভাগেও ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণগণ এবং সিরিয়া দেশীয় ইহুদীগণও তাহাই বলিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন যে "লেখক মেগস্থেনিস, যিনি সেলুকাস নিকটেরর সহিত বাস করিতেন, তিনি এই সম্বন্ধে পরিষ্কাররূপেই বলিয়াছেন যে, "প্রাচীনগণ" ইত্যাদি

পেরিপ্যাটেটিক সম্প্রদায়ভুক্ত আরিষ্টবুলস কোন স্থলে লিখিয়াছেন যে, যাহা বলা হইয়াছে যে "প্রাচীনগণ ইত্যাদি"

ত্রয়শ্চত্বারিংশ অংশ

(ক্লিমেণ্ট আলেকজান্দার ১। ৩০৫ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত)

[দর্শন বহুকাল হইতে বর্ব্বরগণের মধ্যে প্রচারিত থাকিয়া পরে ইহুদীদিগের মধ্যে আলোক বিস্তার করিয়া অবশেষে গ্রীসদেশে প্রবেশ করে। মিশরবাসিগণের মধ্যে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ, আসিরিয়ান-দের মধ্যে কালডীয়ানগণ, গলদের মধ্যে ড্রুয়িডগণ, বাকট্রিয়ান ও কেলট জাতির দার্শনিক, শ্রমণগণ এবং পারসিকগণের মধ্যে মাগই যাঁহারা নক্ষত্রদ্বারা পরিচালিত হইয়া জুডীয়া দেশে উপস্থিত হইয়া যীশুর জন্মের কথা ঘোষণা করেন, এবং ভারতীয়-গণের মধ্যে জিমনোসোফিষ্টস্ এবং বর্ব্বর জাতির মধ্যে দার্শনিকগণই এই শাস্ত্রের আচার্য্য ছিলেন।]

ভারতীয় দার্শনিকগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, একটী শ্রমণ ও অপরটী ব্রাক্ষনাই নামে কথিত হইয়া থাকেন। শ্রমণদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট হিলবিয়ই নামে আর এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন। ইহারা নগরে, এমন কি গৃহেও বাস করেন না। ইহারা বল্কল পরিধান ও বৃক্ষের ফল আহার এবং অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া জল পান করেন। তাঁহারা আমাদিগের সমসাময়িক এনক্রেটী-টাই নামক সন্ন্যাসিগণের ন্যায় বিবাহ বা সন্তান উৎপাদন

করেন না। ভারতবাসিগণের মধ্যেই বৌট্টার (১) উপদেশ পালনকারী একপ্রকার দার্শনিক আছেন। এই দার্শনিকগণ তাঁহাকে তাঁহার চরিত্রের জন্য দেবতার ন্যায় সম্মান করেন।

চতুশ্চত্বারিংশ অংশ

(ষ্ট্রোবো ১৫। ১, ৬৮ (৭১৮ পৃষ্ঠা)

কালানস এবং মান্দানিস

কিন্তু মেগস্থেনিস বলেন যে, আত্মহত্যা করা দার্শনিকগণের মতবিরুদ্ধ এবং যাহারা এরূপ কার্য্য করে, তাহাদিগকে দুঃসাহসিক বলিয়া বিবেচনা করা হয়। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোপন-স্বভাব এবং নিজেরাই নিজ গাত্রে আঘাত করিয়া ক্ষত করে, অথবা উচ্চ শৈল হইতে লম্ফ প্রদান করে, যাহারা যন্ত্রসাহায্য

১। সম্ভবতঃ বুদ্ধদেব। এলিফিনষ্টোন বলিয়াছেন, ইহা বাস্তবিক আশ্চর্য্য বোধ হয় যে, আলেকজান্দারের অভিযানের দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলেও স্ত্রীলোকগণের বর্ণনায় বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ কিছুই অবগত হওয়া যায় না। তিনি বলিয়াছেন যে, ইহার একমাত্র কারণ এই যে, সাধারণ অধিবাসীদের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের আচার-ব্যবহারে বিশেষ পার্থক্য না থাকায় গ্রীকগণ সহজে ইহাদের চিনিতে পারেন নাই। (The only explanation is that the appearance and manners of its followers were not so familiar as to enable a foreigner to distinguish him from the mass of the people." Elphinstone)

করিতে পারে না, তাহারা জলমধ্যে নিমজ্জনে দেহত্যাগ করে, যাহারা কষ্টসহিষ্ণু তাহারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে এবং যাহারা উৎসাহী, তাহারা অগ্নিমধ্যে ঝম্পপ্রদান করে। কালানস এই প্রকৃতির লোক ছিলেন(১)। তিনি উত্তেজনার বশবর্ত্তী ছিলেন এবং আলেকজান্দারদত্ত সুখাদ্যপ্রিয় হইয়াছিলেন। এই জন্য ভারতবাসিগণ তাঁহার নিন্দা করিতেন, কিন্তু মান্দানিসকে প্রশংসা করা হয়। কারণ যখন জিয়াস পুত্রের সহিত সাক্ষাত করিলে তিনি পুরস্কৃত হইবেন ও না করিলে শাস্তি পাইবেন, এই সংবাদ সহ তাঁহার নিকট আলেকজান্দারের দূত পৌঁছিল, তখন তিনি তথায় গমন করেন নাই। তিনি বলিলেন যে, আলেকজান্দার জিয়াসের পুত্র নহেন, কারণ, তিনি এখনও পৃথিবীর অর্দ্ধাংশের অধিপতি হইতে পারেন নাই। যে ব্যক্তির কিছুতেই আশার পরিতৃপ্তি হয় না, তাঁহার নিকট তিনি কোন অনুগ্রহপ্রার্থী হইবেন না, এবং তিনি তাঁহার ভয়ে ভীত নহেন। কারণ, জীবিত থাকিলে ভারতবর্ষে আহারের অভাব হইবে

১। কালানস তক্ষশীলা হইতে মাসিদোনিয়ান সৈন্যের সহগামী হইয়াছিলেন। পরে পীড়িত হইলে অগ্নিকুণ্ডে দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে সমস্ত ম্যাসিদোনিয়নবাহিনী সেই স্থানে উপস্থিত ছিল। কালানস কোন প্রকার যন্ত্রণা প্রকাশ করেন নাই। প্লুটার্ক ইহাকে স্ফিনিস (Sphines) নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, গ্রীকসৈন্যগণই ইহাকে কালানস নামে আখ্যাত করেন। কারণ, আশীর্ব্বাদকালে ইনি "কল্যাণ"শব্দ ব্যবহার করিতেন।

না এবং প্রাণত্যাগ হইলে তিনি নিষ্কৃতি পাইয়া উত্তম ও পবিত্র জীবন লাভ করিবেন। আলেকজান্দার তাঁহার প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে দিয়াছিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ অংশ

(আরিয়ানের "আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ" ৭।২,৩-৯ হইতে উদ্ধৃত)

কালানস এবং মান্দানিস

ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, যদিও সুযশ অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা আলেকজান্দারের উপর প্রবল আধিপত্য প্রকাশ করিতেছিল, তত্রাপি তিনি মহত্তর দ্রব্য উপলব্ধি করিতে পারিতেন। কারণ, যখন তিনি তক্ষশীলায় উপস্থিত হইয়া ভারতীয় দার্শনিকগণকে দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি ইহাদিগের কষ্টসহিষ্ণুতায় বিমুগ্ধ হইয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগের একজন তাঁহার নিকটে আনীত হন। এই সকল দার্শনিকদিগের বয়োজ্যেষ্ঠ (এবং যাঁহার সহিত অপর সকলে শিষ্যের ন্যায় বাস করিতেন) দণ্ডামিস স্বয়ং আলেকজান্দারের নিকট যাইতে অস্বীকার করিলেন এবং অপর সকলকে যাইতে বাধা দিলেন। কথিত হয় যে, প্রত্যুত্তরস্বরূপ তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনিও

আলেকজান্দারের ন্যায় জীয়সের পুত্র এবং তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট আছেন বলিয়া তিনি আলেকজান্দারের নিকট কিছুই চাহেন না। পক্ষান্তরে, যাঁহারা আলেকজান্দারের সঙ্গে এত জলস্থল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহারা কোনই লাভ পাইতেছেন না এবং তাঁহাদিগের ভ্রমণের শেষ হইতেছে না। তজ্জন্য আলেকজান্দারের ক্ষমতার অন্তর্ভূত তিনি কোন প্রার্থনাই করেন না; পক্ষান্তরে, তাঁহাকে ভীতিপ্রদর্শনের জন্য তিনি যাহাই করুন না কেন, তাহাতেও তিনি দৃক্‌পাত করেন না। বাঁচিয়া থাকিলে ভারতবর্ষে তাঁহার কিছুরই অভাব হইবে না এবং মৃত্যু হইলে তিনি তাঁহার দেহরূপ সঙ্গী হইতে মুক্ত হইবেন। আলেকজান্দার এই ব্যক্তির স্বাধীন প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে কোনরূপে নির্য্যাতন করিলেন না। কিন্তু কথিত হয় যে, তিনি কালানস নামক তত্রস্থ একজন দার্শনিককে স্বপক্ষভুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মেগস্থেনিস এই ব্যক্তিকে আত্মসংযমবিহীন বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন এবং দার্শনিকগণ নিজেরাও কালানসকে নিন্দা করিতেন; কারণ, তিনি ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের সংসর্গে যে সুখভোগ করিতেন, তাহা ত্যাগ করিয়া জগদীশ্বর ভিন্ন অপর এক প্রভুর সেবার জন্য ব্রতী হইলেন।

চতুর্থ খণ্ড

ষট্‌চত্বারিংশ অংশ

(ষ্ট্রাবো ১৫।১, ৬-৮ (৬৮৬—৬৮৮ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত)

ভারতবাসীরা কখনও অপরকর্তৃক আক্রান্ত হয় নাই, কিংবা অপরকেও কখন আক্রমণ করে নাই।

সাইরাস বা সেমিরামিসের আক্রমণকালে সংগৃহীত ভারত-বর্ষের বিবরণের উপর কি প্রকারে আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে? ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে মেগস্থেনিস আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। মেগস্থেনিস বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীরা কোন দিন নিজ সীমান্তের বহির্ভাগে সৈন্য প্রেরণ করে নাই এবং হিরাক্লিস, ডাইওনিসাস এবং ম্যাসিদোনিয়ানগণ ব্যতীত কোন বৈদেশিক তাহাদের দেশে প্রবেশ বা তাহাদের দেশ অধিকার করে নাই। মিশরদেশীয় সিসষ্ট্রিস(১) এবং ইথিওপিয়ন টিয়র্কন, ইউরোপ পর্য্যন্ত অগ্রসর

(১) গ্রীক গ্রন্থকারগণের মতে সিসট্রীস্ পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে, তিনি ভারতবিজয়েও সক্ষম হইয়াছিলেন। দায়দরাস বলিয়াছেন যে, সিসট্রীস ভারতবর্ষ জয় করিয়া লোহিতসাগরে চারিশত রণতরী প্রেরণ করেন। এই রণতরী সাহায্যে তিনি ভারতবর্ষ অধিকারে সক্ষম হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে কেহই এই আখ্যানে আস্থাস্থাপন করেন না। সেমিরামিসের আখ্যানে 'প্রাচীন ভারতের' প্রথমকল্পের প্রথমখণ্ডে স্থান পাইয়াছে।

হইয়াছিলেন এবং হিরাক্লিস অপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ নেবুকোড্রসোর(২), স্তম্ভ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। টিয়র্কনও এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। সিসষ্ট্রিস নিজ বাহিনীকে আইবিরীয়া হইতে থ্রেস ও পণ্টাস পর্য্যন্ত চালিত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সিথিয়ান ইডানথিরসস্ মিসর পর্য্যন্ত পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু, ইঁহারা কেহই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন নাই। যে সেমিরামিস ভারতবর্ষ-আক্রমণে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, তিনি আয়োজনাদি শেষ হইবার পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন। পারসীকগণ হিড্রাকাই-গণকে(৩) বেতনভোগী সৈন্যস্বরূপ তাহাদের সহিত যোগদান করিতে আদেশ দিয়াছিলেন সত্য ; কিন্তু, তাহারাও ভারতবর্ষ আক্রমণ করে নাই। কেবল, যখন সাইরাস ম্যাসাজেটাই-

(২) বাইবেলে ইনি নেবুচাদনেজর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠপূর্ব্ব শতাব্দীতে ব্যাবিলনে রাজত্ব করিতেন। 'স্তম্ভ' Pillars of Alexander-টলেমি কথিত "আলেকজান্দারের স্তম্ভ" সারমেসিয়ার প্রান্তদেশে অবস্থিত ছিল।

(৩) ইহাদের বিষয় বিশেষ কিছু অবগত হওয়া যায় না। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার ইহাদের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়াছেন। আরিয়ান নামক গ্রন্থকার ইহাদিগকে অক্সিড্রাকাই বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন এবং ইহারা হাইডাসপীস তীরে বাস করিত বলিয়াছেন। বানবেরি নামক অন্যতম গ্রন্থকার ইহারা শতদ্রু ও চিনাবের সঙ্গমস্থলে বাস করিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্লিনি ইহাদিগকে সিদ্রাসী নামে অভিহিত করিয়াছেন। আলেকজান্দার ইহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

গণের(৪) বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখনই তাহারা ভারতবর্ষের সীমান্ত-প্রদেশে পৌঁছিয়াছিল।

মেগস্থেনিস এবং অন্য কেহ কেহ হিরাক্লিস এবং ডাইও-নিসাসের বৃত্তান্ত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন; কিন্তু, ইরাটসথিনিস প্রমুখ অনেক গ্রন্থকার, এই সকল বর্ণনাকে গ্রীস-দেশে প্রচলিত কাহিনীর ন্যায় অবিশ্বাসযোগ্য ও কল্পিত বলিয়া পরিগণিত করেন। ইউরিপাইডস(৫) তাঁহার "ব্যাকাই" নামক গ্রন্থে ডাইওনিসাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি লিদিয়ান ও ফ্রিজিয়ানগণের সুবর্ণময়দেশ, পারসিকদিগের সূর্য্যতাপিত সমতল-ক্ষেত্রসমূহ এবং ব্যাক্‌ট্রিয়া নগরের প্রাচীর পরিত্যাগ করিয়া মিদিসগণের(৬) তুষারময় দেশে এবং আরব ও এসিয়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

"সফোক্লিসে"(৭) একব্যক্তি নিসার(৮) জয়গান করিতে

(৪) হেরোডটাস বলিয়াছেন যে, ম্যাসাজেটাইগণ আরক্সিস নদীর অপরপারে বাস করিত। এস্থলে সাইরাসের যে অভিযানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ অভিযানে ম্যাসাজেটাইগণ তাহাদিগের রাজ্ঞী টমিরিসের নেতৃত্বে সাইরাসকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিল।

(৫) ইনি ব্যাকাস কর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬) মিডিয়াদেশবাসিগণ। ৩৩০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে আলেকজান্দার মিডিয়া জয় করেন।

(৭) সফোক্লিস—গ্রীসদেশীয় সুবিখ্যাত বিয়োগান্ত নাটক প্রণয়নকারী।

(৮) এই স্থান নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। আলেকজান্দারের যুদ্ধযাত্রায় যে নিশার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা সে নিশা হইতে পারে না; কারণ সফো-ক্লিসের বহুপরে আলেকজান্দার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

করিতে বলিতেছে যে, "এই স্থান হইতে ব্যাকানালগণের(৯) প্রিয়, সুপ্রসিদ্ধ নিসা দেখিতে পাই। শৃঙ্গধারী ইয়াকস(১০) এক্ষণে এই নিসায় তাঁহার প্রিয় আবাসস্থল করিয়াছেন। এই স্থানে পক্ষীর কাকলি শ্রুত হয় না।" ইত্যাদি

কবি হোমর, ইডোনিয়ান(১১) লাইকারগসের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—পূর্ব্বে, লাইকারগস, নিসা পর্ব্বতে ক্রুদ্ধ ডাইওনিসাসের স্ত্রীগণের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল।"

ডাইওনিসাসের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাই যথেষ্ট। কেহ কেহ হিরাক্লিস(১২) সম্বন্ধে বলেন যে, তিনি পশ্চিমদেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং কাহারও কাহারও মতে তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় দিকেই প্রবেশ করিয়াছিলেন।

এই সকল কাহিনী হইতে, তাহারা কোন না কোন জাতিকে নিসিয়ান নাম প্রদান করেন ; এবং তাহাদের নগরকে ডাইওনিসাস কর্ত্তৃক স্থাপিত নিসানামে খ্যাত করে। তাহাদের নগরের উর্দ্ধদেশস্থ পর্ব্বতকে তাহারা মিরণ নামে অভিহিত করে।

(৯) ব্যাকাস নামক গ্রীকদেশীয় দেবতার অনুচরগণ। ব্যাকাসকে গ্রীসীয় পুরাণে "মদ্যের দেবতা" বলিয়া আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

(১০) ব্যাকাসের অন্যতম নাম।

(১১) থ্রাইমন নদীতীরবর্ত্তী থেসিয়ান জাতি।

(১২) হিরাক্লিস বা হার্কিলিস প্রাচীন গ্রীসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাত। ইনি দেবরাজ জিয়াসের পুত্র বলিয়া পরিচিত। কানিংহাম অক্সিড্রাকাই দেশকে কাথীর নিকটবর্ত্তী জনপদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কারণ স্বরূপ তাহারা বলে যে, আইভি ও দ্রাক্ষা ঐ স্থানে জন্মে। এ দেশীয় দ্রাক্ষা-লতায় ফল পাওয়া যায় না; কারণ অতিরিক্ত বর্ষার জন্য পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বেই ফলগুলি পড়িয়া যায়। উল্লিখিত গ্রন্থকারগণের মতে, অক্সিড্রেকাইগণই ডাইওনিসাসের বংশধর। কারণ তাহাদের দেশেও দ্রাক্ষা জন্মে; তাহারা বিশেষ সাজসজ্জার সহিত শোভাযাত্রা করে; তাহাদের নরপতিগণ, ব্যাকাসের পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করেন এবং অন্য সময়ে পুষ্পযুক্ত বেশ পরিধান করিয়া,বাদ্যকরগণ সহ রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হন। প্রথম আক্রমণেই আলেকজান্দার আয়র্ণস(১৩) নামক, সিন্ধুনদ-সেবিত পর্ব্বত অধিকার করেন, [হিরাক্লিস ঐ পর্ব্বত তিন বার আক্রমণ করিয়া তিন বারই পরাজিত হইয়াছিলেন], ম্যাসিদোনিয়াগণ এইরূপ প্রচার করিয়া, নিজেদের কৃতকার্য্যতার জন্য সমধিক শ্লাঘা বোধ করিতেছিল। হিরাক্লিসের যুদ্ধযাত্রাকালে যে সকল যোদ্ধা তাঁহার সহগামী হইয়াছিল,

(১৩) আয়র্ণসের স্থান-নির্দ্দেশে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ম্যাক্রিণ্ডলের মতে সিন্ধুনদের পশ্চিমপার্শ্বস্থ মহাবনই আয়র্ণস। সেনাপতি কোর্ট আটক নগরীর অপর পার্শ্বে স্থাপিত "রাজাহোদি" নামক দুর্গ ও সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম বিল্দ হইতে ষোড়শ মাইল উত্তরে অবস্থিত রাণীঘাট নামক দুর্গকে আয়র্ণস বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং অনেকেই এই মতের স্বপক্ষে মত দিয়াছেন। কিন্তু ১৯০৪ সনের অক্টোবর মাসে কর্ণেল স্যার হ্যারল্ড ডীনের সাহায্যে ডাক্তার ষ্টিন মহাবন পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, গ্রীকবর্ণিত আয়র্ণস মহাবন নহে।

শিবাইগণ(১৪) তাহাদেরই বংশধর বলিয়া খ্যাত। শিবাইগণ নিজ উৎপত্তির চিহ্ন রক্ষা করিয়াছে। তাহারা হিরাক্লিসের ন্যায় বর্ম্ম পরিধান করে, মুদ্গার বহন করে, এবং তাহাদিগের বৃষ ও অশ্বতরের গাত্রেও মুদ্গার-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া রাখে। পারোপামি সাদাইগণের(১৫) দেশে, পবিত্র গুহা থাকার জন্য তাহারা প্রমিথিয়াস(১৬) এবং ককেসাস সম্বন্ধীয় আখ্যান, পণ্টাশে ঘটে নাই, এই স্থানে ঘটিয়াছে, এইরূপ প্রকাশ করে। তাহারা বলে যে, এই গুহাই প্রমিথিয়াসের কারাগার ছিল, হিরাক্লিস প্রমিথিয়াসের উদ্ধার-কল্পে এই স্থানেই আসিয়াছিলেন এবং

(১৪) আরিয়ান তাঁহার 'ইণ্ডিকাগ্রন্থে' এবং কার্টিয়াস তাঁহার ইতিহাসে এই জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা আকেসাইন নামক নদীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিত। সম্ভবতঃ ইহারা শৈব ছিল বলিয়া ইহাদিগকে শিবাই নামে আখ্যাত করা হইয়াছে।

(১৫) টলেমি "পারোপামিনদাই" নামক এক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ষ্ট্রাবো লিখিত "পারিপামিসাদাই" ও টলেমিকথিত "পারোপানিসাদাই" গণ একই জাতি। ইহারা হিন্দুকুস পর্ব্বতের দক্ষিণ ও পূর্ব্বে বাস করিত। ভিনসেণ্ট স্মিথ ইহাদিগকে কাবুল ও চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসী বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

(১৬) প্রমিথিয়াস স্বর্গ হইতে "দেবাগ্নি" চুরি করিয়া নিজকৃত মনুষ্যের জীবনদানের চেষ্টা করাতে দেবতাগণ তাঁহাকে এই স্থানে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন।

গ্রীকগণ-বর্ণিত প্রমিথিয়াসের কারাগার যে ককেসাস পর্ব্বতে অবস্থিত ছিল, ইহাই সেই ককেসাস(১৭)।

---

(১৭) সোয়ানবেক এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আলেকজান্দারের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন লেখকই ভারতীয় দেবতাগণের নামোল্লেখ করেন নাই। যখন মাসিদোনিয়ানগণ সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের চিরন্তন রীত্যনুসারে ভারতীয় সকল দেবতাকে গ্রীসদেশের প্রচলিত দেবতা বলিয়া পরিগণিত করেন। তাঁহারা ভারতীয় শিবকে গ্রীসের ব্যাকাস, কৃষ্ণকে গ্রীসীয় হার্কিলিউস বলিয়া মনে করেন। অধিকন্তু যখন তাঁহারা কোন জাতিকে বন্য-পশুর চর্ম্মপরিধান করিয়া থাকিতে অথবা গদা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন, তখনই সেদেশে হার্কিউলিসের আগমন হইয়াছিল বলিয়া মনে করিয়াছেন।

সপ্তচত্বারিংশ অংশ

(আরিয়ান "ইণ্ডিকা, ৫।৪—১২ হইতে উদ্ধৃত)

ভারতবাসীরা কখনও অপরকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় নাই ; কিংবা অপরকেও কখন আক্রমণ করে নাই।

মেগস্থেনিস বলেন যে, ভারতবাসিগণ অপর জাতিকে আক্রমণ করে না ; কিংবা অপরজাতিও তাহাদিগকে আক্রমণ করে না ; কারণ মিশরবাসী সিসষ্ট্রীস্, এসিয়ার অধিকাংশ অংশ পরাভূত করিয়া এবং সসৈন্যে ইউরোপ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সিথিয়ান ইডানথিরসস্(১) সিথিয়া হইতে বহির্গত হইয়া এসিয়ার অনেক জাতিকে পরাজিত করেন এবং এমন কি, মিশরের সীমান্ত-প্রদেশ পর্য্যন্ত নিজ বিজয়ী সৈন্যবাহিনী-সহ অগ্রসর হইয়াছিলেন। আসিরিয়ান রাজ্ঞী সেমিরামিসও ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে এক অভিযান সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্য

(১) ষ্ট্রাবো বলিয়াছেন যে, সিথিয়ানগণ তাঁহাদের নরপতি ইডানথিরসসের অধীনে আসিয়া আক্রমণ করেন। হেরডটস বলিয়াছেন যে, সিথিয়ানগণ তাঁহাদের নরপতি মধ্যাস (Madyes) কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া এসিয়া আক্রমণ করেন। ম্যাক্রিণ্ডল এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ সকল সিথিয়ানরাজই ইডানথিরসিস নাম ধারণ করিতেন।

সমাধা হইবার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করেন। এবম্প্রকারে দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র আলেকজান্দারই প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ডাইওনীসাস সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী এইরূপ যে, তিনিও ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং আলেক-জান্দারের পূর্ব্বে ভারতবাসীদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু, কিংবদন্তী হার্কিউলিস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলে না। ব্যাকাস যে অভির্যান করেন, সে সম্বন্ধে নিসা কম কীর্ত্তিস্তম্ভ নহে। মিরস পর্ব্বত ও উক্ত পর্ব্বতস্থ ভারতবাসীদের আইভি, ঢক্কা ও খঞ্জনীসহ যুদ্ধযাত্রা এবং ডাইওনীসাসের সহযাত্রিগণ যেরূপ চিত্রিত বস্ত্র পরিধান করিত, সেইরূপ বস্ত্র পরিধানও উক্ত অভিযানেরই কীর্ত্তিস্তম্ভ। পক্ষান্তরে, হীরাক্লিস সম্বন্ধীয় চিহ্ন খুব কমই আছে, এবং যাহা আছে, তাহাও বিশ্বাসযোগ্য কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ রহিয়াছে, পারোপামিসাসের সহিত ককেসাসের সম্পর্ক না থাকাতেও যেরূপ মাসিদোনিয়ানগণ উহাকে ককেসাস বলিত, তদ্রূপ হার্কিউলিস তিনবার আয়র্ণস আক্রমণ করিয়া তিনবারই পরাজিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু, আলেকজান্দার প্রথম আক্রমণেই আয়র্ণস অধিকারে সক্ষম হইয়াছিলেন, এই উক্তি মাসিদোনিয়া-গণের শ্লাঘাসূচক উক্তি বলিয়াই বোধ হয়। সেইরূপ শ্লাঘার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা পারোপামিসাসীগণের রাজ্যে গুহা দেখিয়া তাহাই প্রমিথিয়াস´ দৈত্যকে যে গুহায় অগ্নি চুরির জন্য ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল, সেই গুহা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল। সেই প্রকারে তাহারা শিবাই নামক ভারতীয় জাতির রাজ্যে উপস্থিত

হইয়া তাহাদিগকে পশুচর্ম্ম পরিহিত দেখিয়া প্রচার করে যে, শিবাইগণ হিরাক্লিসের অভিযানান্তর্গত পরিত্যক্ত যোদ্ধৃগণের বংশধর। কারণ, পশুচর্ম্ম পরিধান ব্যতীত শিবাইগণ মুদ্গর-বহন করে এবং তাহাদিগের ষণ্ডের পৃষ্ঠদেশে মুদ্গর চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এই মুদ্গর চিহ্ন দেখিয়া মাসিদোনিয়ানগণ হিরাক্লিসের মুদ্গরের চিহ্নের স্মৃতি মনে করে। কিন্তু কেহ যদি এই আখ্যান বিশ্বাস করিতে চাহেন, তবে তিনি যেন মনে করেন যে,এই হার্কিউলিস অন্ত কোন ব্যক্তি; কারণ ইনি থিবসের সুবিখ্যাত (২) হার্কিউলিস বা টিরিয়ান বা মিসরদেশীয় বা ইহাদের অপেক্ষাও পরাক্রান্ত রাজা নহেন।

———

(২) হার্কিউলিস থিবস দেশ হইতে নিজ মাতৃভূমি আথেন্সকে স্বাধীন করেন।

অষ্টচত্বারিংশ অংশ

(জোসেফাস ১।২০ হইতে উদ্ধৃত)

নেবুচড্রোসর (১)

মেগস্থেনিস তাঁহার "ইণ্ডিকা" গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন এবং তথায় পূর্ব্বোক্ত রাজা (নেবুচড্রোসর) সাহসে এবং বীরোচিত কার্য্যে হিরাক্লিসকে অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, তিনি আই-বিরীয়াও জয় করিয়াছিলেন।

(জোসেফাস ১০।২, ১)

তাঁহার স্ত্রী মিডিয়াদেশে লালিতা হইয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার বাসস্থান তাঁহার বাল্যকালের গৃহের ন্যায় দেখিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানে, তিনি (নেবুচোডোনোসর) ভ্রমণার্থ এইরূপ উচ্চ স্থান সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে পর্ব্বত বলিয়া অনুমিত হইত এবং এই সকল স্থানে তিনি নানারূপ

(১) বাইবেলোক্ত নরপতি; ইঁহার নাম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বানান করা হয়। ইঁহাকে Nebuchadnezzar বা Nebuchadrezzar বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইনি বাবিলন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ৬০৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৬১ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। দুর্গ, দেবমন্দির ও প্রাসাদাদি নির্ম্মাণে ইনি অপর্য্যাপ্ত অর্থব্যয় করেন।

বৃক্ষরোপণ করিয়াছিলেন। মেগস্থেনিসও তাঁহার 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থের চতুর্থখণ্ডে এই সকল বিষয়, এবং তিনি লিবিয়া ও আইবিরিয়ার অধিকাংশ জয় করিয়াছিলেন, উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সাহসে এবং বীরোচিত কার্য্যে এই রাজা হিরাক্লিসকে অতিক্রম করিয়াছিলেন।

সিনসেল

মেগস্থেনিস তাঁহার "ইণ্ডিকা" গ্রন্থের চতুর্থখণ্ডে নেবুচোডো-নোসরকে হিরাক্লিস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, কারণ তিনি অধিকতর সাহস ও উদ্যমের সহিত লিবিয়ার অধিকাংশ ও আইবিরিয়া জয় করেন।

ঊনপঞ্চাশৎ অংশ

নেবুচোডোসর

মেগস্থেনিস বলিয়াছেন যে, হিরাক্লিস্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নেবু-চোডোসর লিবিয়া ও আইবিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন; এবং এই দুই দেশ স্বাধিকার-ভুক্ত করিয়া তিনি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা পণ্টাসের দক্ষিণে এক উপনিবেশ স্থাপন করেন।

পঞ্চাশৎ অংশ

(আরিয়ান, ৭-৯)

ভারতবর্ষসংক্রান্ত নানা কথা

মেগস্থেনিস বলেন যে, ভারতীয় জাতিসমূহ সংখ্যায় ১১৮টী। তাহারা সংখ্যায় যে প্রকৃতই অনেক, মেগস্থেনিসের এই উক্তির সহিত আমি একমত হইতে পারি, কিন্তু যখন তিনি এইরূপ সুনিশ্চিত ভাবে ভারতীয় জাতির সংখ্যা নির্দ্দেশ করেন, তখন তিনি কি প্রকারে ইহা জানিতে পারিলেন, তাহা আমি স্থির করিতে পারি না; কারণ ভারতবর্ষের সকল স্থান তিনি দর্শন করেন নাই এবং সকল জাতির পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কও নাই। তিনি আরও বলেন যে, সিথিয়ানগণের ন্যায় ভারতীয়গণও যাযাবর ছিল এবং ভূমি কর্ষণ না করিয়া ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সিথিয়ার এক অংশ হইতে অন্য অংশে শকটে করিয়া গমনাগমন করিত এবং নগরে বাস কিংবা মন্দিরে পূজা করিত না। ভারতীয়গণ নগর বা দেবমন্দির নির্ম্মাণ করে নাই। পক্ষান্তরে, তাহারা এত অসভ্য ছিল যে, বন্যজন্তু নিধন করিয়া সেই সকল পশুর চর্ম্ম পরিধান ও বৃক্ষের বল্কল আহার করিয়া জীবনধারণ করিত; এই সকল বৃক্ষ ভারতীয় ভাষায় তাল (১) নামে অভিহিত

(১) 'Tala' বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

হইত এবং তালবৃক্ষের শীর্ষদেশে পশমের গোলকের ন্যায় যেরূপ ফল জন্মে, এই সকল বৃক্ষেও সেইরূপ ফল জন্মিত। ডাইওনিসাসের ভারতবর্ষে গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহারা ধৃত বন্যপশুর অপক্কমাংস আহার করিত। মেগস্থেনিস আরও বলেন যে, ডাইওনিসাস ভারতবর্ষে আসিয়া অধিবাসীদিগকে পরাভূত করিয়া নগর প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সকল নগরের জন্য আইন প্রবর্ত্তন করেন এবং গ্রীকদিগের মধ্যে যেরূপ মদ্যের প্রচলন শিক্ষা দেন, তদ্রূপ ভারত-বাসীদের মধ্যেও ইহা শিক্ষা দেন। এতদ্ব্যতীত তিনি স্বয়ং বীজ প্রদান করিয়া ভারতবাসীদিগকে বীজবপনপ্রণালী শিক্ষা দেন। ইহার কারণ হয়ত যে, ডিমেটার (২) কর্ত্তৃক প্রেরিত ট্রিপটোলেমাস যখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র বীজবপন করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি এতদ্দেশে আগমন করেন নাই, অথবা পূর্ব্বোল্লিখিত ডাইওনিসাস ট্রিপটোলেমাসের আগমনের পূর্ব্বেই এতদ্দেশে আগমন করিয়া শস্যের বীজ প্রদান করেন। ইহাও কথিত হয় যে, ডাইওনিসাসই সর্ব্বপ্রথমে লাঙ্গলে বৃষ যোজনা করেন এবং অনেক ভারতবাসীকে যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করাইয়া কৃষকবৃত্তি গ্রহণ করান এবং কৃষিকার্য্যোপযোগী যন্ত্রাদি প্রদান করেন। ভারতীয়গণ ডাইওনিসাস কর্ত্তৃক শিক্ষিত প্রক্রিয়ানুসারে ঢক্কা ও খঞ্জনীসহ ডাইওনিসাস ও অন্যান্য দেবতার পূজা করে; তিনি

(২) ডিমেটর—গ্রীকদেশীয় কৃষি ও ফলশস্যের দেবী। ইঁহারাই কন্যাকে প্লটো হরণ করেন। ট্রিপটোলেমাস—ডিমেটার কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র কৃষিকার্য্য শিক্ষা দেন এবং সর্ব্বত্র বীজ বপন করেন।

তাহাদিগকে সাটীরিক (৩) নৃত্যও (গ্রীকদিগের করডাস্ক) শিক্ষা দেন এবং তিনিই তাহাদিগকে দীর্ঘ কেশ রাখিতে, উষ্ণীষ পরিধান করিতে এবং গন্ধদ্রব্য মাখিতে শিক্ষা দেন। সেইজন্য আলেক-জান্দারের অভিযানকাল পর্য্যন্ত ভারতবাসীরা খঞ্জনী এবং ঢক্কা সহ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিল।

কিন্তু ভারতবর্ষে এই প্রকার শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারত-বর্ষ পরিত্যাগ করিবার কালে তিনি তাঁহার অন্যতম সঙ্গী এবং তাঁহার প্রণীত নিয়মাদিতে অভিজ্ঞ স্পাটেম্বাসকে এই দেশের রাজা নিযুক্ত করেন। ৬২ বৎসর রাজত্ব করিয়া স্পাটেম্বাসের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বৌদিয়াস (৪) রাজা হইয়া কুড়ি বৎসর রাজত্ব করেন। বৌদিয়াসের পুত্র ক্রাডিয়াস যথাকালে রাজত্ব লাভ করিয়া ও তৎপরে বংশপরাক্রমানুসারেই ইঁহাদের পুত্র-পৌত্রগণ সিংহাসন আরোহণ করিতে থাকেন, কিন্তু রাজবংশে উত্তরাধি-কারীর অভাব হওয়াতে ভারতীয়গণ গুণানুসারে রাজা নির্ব্বাচন করিয়াছিল। যদিও প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে হার্কিউলিস বিদেশ হইতে এতদ্দেশে আগমন করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি এইদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মেথেরা এবং ক্লিস্‌বোরা নামক দুইটি বৃহৎ নগরের অধিকারী সৌরসেনী (৫) নামক

(৩) (Satyric) সাটীর—গ্রীকদিগের বনদেবতা।

(৪) বুদ্ধদেব (?)।

(৫) মেথোরা (Methora) মথুরা; ক্লিস্‌বোরা (Kleisbora) কৃষ্ণ-পুর (?) সৌরসেনই (Sourasenoi) শূরসেন

এক ভারতীয় জাতি হার্কিউলিসকে বিশেষ সম্মান করে। আই-বোরেস (৬) নামক নৌচলনোপযোগী নদী ইহাদিগের দেশমধ্য দিয়াই প্রবাহিতা হইতেছে। কিন্তু, মেগস্থেনিস বলেন যে, এই হার্কিউলিস্-পরিহিত বস্ত্র থিবানদেশীয় হার্কিউলিসেরই বস্ত্রের ন্যায় এবং ভারতবাসীরাও ইহা স্বীকার করে। ইহাও কথিত হয় যে, থিবান হার্কিউলিসের ন্যায় তিনি অনেকগুলি পত্নী গ্রহণ করেন এবং তজ্জন্য ভারতবর্ষে তাঁহার অনেকগুলি পুত্র জন্মে ও কেবল একটী কন্যা জন্মে। এই কন্যা পাণ্ডী নামে অভিহিতা হইতেন, এবং যে দেশে সেই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন এবং হার্কিউলিস তাঁহাকে যে দেশের রাজত্ব প্রদান করেন, সেই দেশ তাঁহারই নামানুসারে পাণ্ডীয়া নামে খ্যাত হয়। তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে, ৫০০ হস্তী, ৪০০০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং প্রায় ১৩০০০০ পদাতিক সৈন্য পাইয়া ছিলেন। কোন কোন ভারতীয় লেখক হার্কিউলিস সম্বন্ধে ইহাও বলেন যে, যখন তিনি পৃথিবী হইতে সকল প্রকার ক্রূর প্রকৃতিবিশিষ্ট দৈত্য ধ্বংশ করিতে জলস্থল সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তিনি সমুদ্রে স্ত্রীলোকের উপযোগী এক প্রকার অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং যে সকল ভারতীয় বণিক্‌গণ আমাদিগের হাটে ভারতীয় পণ্য আনয়ন করে, তাহারা সেই অলঙ্কারই আগ্রহ সহকারে ক্রয় করিয়া লইয়া যায় এবং প্রাচীনকালে ধনী গ্রীকগণ যেরূপ আগ্রহের সহিত ইহা ক্রয় করিতেন, বর্ত্তমান ধনী রোমকগণ সেইরূপ আগ্রহের

(৬) আইবোরেস বা জোবেরেস—যমুনা নদী।

সহিত ইহা ক্রয় করেন। ভারতীয় ভাষায় এই অলঙ্কারকে মারগারিটা (৭) বলে। কিন্তু কথিত হয় যে হার্কিউলিস অলঙ্কার-রূপে পরিধান করিলে ইহা অত্যন্ত সুন্দর দেখায় বিবেচনা করিয়া, তাঁহার কন্যার জন্য সকল সমুদ্র হইতে ইহা আনয়ন করিয়াছিলেন।

মেগস্থেনিস বলিয়াছেন যে, যে সকল শুক্তি এই মুক্তা প্রদান-করে, তাহা জাল দ্বারা সংগ্রহ করা হয় এবং শুক্তিগুলি একই স্থানে দলবদ্ধ মৌমাছির ন্যায় বাস করে। কারণ, মৌমাছির ন্যায় শুক্তিদেরও রাজা বা রাণী আছে এবং যদি কেহ সৌভাগ্যবশতঃ রাজাকে ধৃত করিতে পারে, তবে সে শুক্তির ঝাঁক শুদ্ধ সহজেই জালে ধরিতে পারে; কিন্তু যদি রাজা পলায়ন করে, তবে অপর শুক্তি ধরিবার আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। মৎস্যজীবিগণ ধৃত-শুক্তির মাংস পচিতে দেয় এবং কেবল হাড়গুলি রাখিয়া দেয়, কারণ এই হাড়ই অলঙ্কার। ভারতবর্ষে, তদ্দেশজাত বিশুদ্ধ স্বর্ণের ওজনের তিনগুণ মূল্যে শুক্তি বিক্রী হয়।

যে প্রদেশে হার্কিউলিসের কন্যা রাজত্ব করিতেন, তথায় বালিকাগণ সপ্তম বৎসরে বিবাহিতা হয় এবং মনুষ্যের পরমায়ু মাত্র চল্লিশ বৎসর। * * * * প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীলোকদিগের বিবাহযোগ্য বয়স যদি সত্যই ঐ হয়, তবে, আমার মতে, পুরুষদিগের বয়সের কথাও (যে তাহারা চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল জীবিত থাকে না) সত্য বলিয়া বোধ হয়। কারণ, যেখানে মনুষ্য এত অল্পবয়সে

(৭) ম্যাক্রিণ্ডল বলিয়াছেন যে এই শব্দ সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। পারস্য দেশে এক প্রকার মুক্তাকে 'Muravarid' বলা হয়।

বার্দ্ধক্যদশা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেখানে যে তাহারা শীঘ্রই যুবত্ব লাভ করিবে, ইহাই সত্য বলিয়া বোধ হয়। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, সেদেশে ত্রিশ বৎসর বয়সে মনুষ্যগণ বার্দ্ধক্যে পতিত হয়; যুবকেরা কুড়ি বৎসর বয়সেই যৌবনসীমা অতিক্রম করে এবং আন্দাজ পনর বৎসরেই তাহারা পূর্ণযৌবন লাভ করে। এই নিয়মানুসারে স্ত্রীলোকেরা সাত বৎসর বয়সেই বিবাহযোগ্যা হয়। মেগস্থেনিস স্বয়ং যখন বলিয়াছেন যে, অন্য দেশাপেক্ষা সেই দেশের ফল শীঘ্র শীঘ্র পাকে এবং নষ্ট হয়, তখন মনুষ্যগণ সম্বন্ধেও এইরূপ হইবে না কেন?

ডাইওনিসাস্ হইতে চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত ভারতীয় রাজন্যবর্গ ৬০৪২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং সংখ্যায় তাঁহারা ১৫৩ জন ছিলেন; তবে এই সময়ের মধ্যে তিনবার সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল(৭)। ভারতীয়গণ ইহাও বলেন যে, ডাউওনিসাসের অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষই হার্কিউলিস এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেহই ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই। এমন কি, কামবাইসসের পুত্র সাইরাস (৮) যিনি সিথিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য প্রকারে সমগ্র এসিয়াখণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা উদ্যোগী নরপতি ছিলেন, তিনিও ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই। কিন্তু আলেকজান্দার এতদ্দেশে আসিয়া সকলকে যুদ্ধে পরাজিত করেন,

(৮) পারস্যসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ৫২৯ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে সিথিয়া প্রদেশস্থ ম্যাসাজাটাইগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এবং তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন করিতে স্বীকৃত হইলে, সমুদায় পৃথিবী জয় করিতেন। পক্ষান্তরে, ভারতবাসীরা বলিয়া থাকে যে, ন্যায়পরায়ণ বলিয়াই কোন ভারতীয় রাজাই ভারত-বর্ষের বহির্ভাগে যুদ্ধযাত্রা করেন নাই।

(প্লিনির প্রাণিতত্ত্ব, ৯।৫৫)

মুক্তা

কোন কোন লেখক আরোপ করেন যে, মৌমাছিদের ন্যায় শুক্তির মধ্যেও যাহারা আকারে ও সৌন্দর্য্যে অপরগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহারাই দলপতি হয়। ইহারা সুচতুরভাবে শুক্তির দলকে জালবদ্ধ হইতে রক্ষা করে। ডুবুরীরাও ইহাদিগকে ধরিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। যদি দলপতিদিগকে আবদ্ধ করা যায়, তবে ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী অপরগুলি সহজেই ধৃত হয়। তখন তাহাদিগকে মৃৎপাত্রে প্রচুর লবণের মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখা হয়। এই প্রক্রিয়ায় শুক্তিগুলির মাংস নষ্ট হইয়া যায় এবং হাড়-গুলি পাত্রের তলদেশে পতিত হয়। এই হাড়ই মুক্তা।

(প্লিনি প্রাণিতত্ত্ব, ৬।২১, ৪-৫)

ভারতীয়গণের প্রাচীন ইতিহাস

একমাত্র ভারতীয়গণই নিজদেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন করে নাই। ফাদার ব্যাকাস (১) হইতে আলেকজান্দার

(১) ফাদার ব্যাকাস (Father Bacchus)—পূর্ব্বকথিত ডাইওনিসাস।

পর্য্যন্ত কালে তাহাদিগের দেশে ১৫২ জন রাজা ৬৪৫১ বৎসর এবং ৩ মাস রাজত্ব করিয়াছেন।

(সলিনাস, ৫২।৫)

ফাদার ব্যাকাস সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং তিনিই সর্ব্বাগ্রে পরাজিত ভারতীয়গণের উপর আধিপত্যবিস্তার করেন। তাঁহার সময় হইতে আলেকজান্দারের সময় পর্য্যন্ত ১৫৩ জন রাজা ৬৪৫১ বৎসর তিন মাস রাজত্ব করেন।

একপঞ্চাশৎ অংশ

পাণ্ড্যদেশ

মেগস্থেনিস বলেন যে, পাণ্ডদেশীয় স্ত্রীগণ ছয় বৎসর বয়সে সন্তান প্রসব করে।

পঞ্চম খণ্ড

(এই খণ্ডোক্ত অংশগুলি প্রকৃতপক্ষে মেগস্থেনিসের
লিখিত কি না, সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ
সন্দেহ প্রকাশ করেন।)

দ্বিপঞ্চাশৎ অংশ

(ইলিয়ান—প্রাণিতত্ত্ব, ১২।৮)

হস্তী সাধারণ আহারের সময় জলপান করে; কিন্তু যুদ্ধ-ক্লেশকালে তাহাকে মদ্যপান করিতে দেওয়া হয়। এই মদ্য আঙ্গুর হইতে প্রস্তুত হয় না; ইহা চাউল হইতে প্রস্তুত হয়। হস্তিপকগণ হস্তিগণের জন্য অগ্রে অগ্রে ফুল সংগ্রহ করে; কারণ, হস্তী অত্যন্ত সুগন্ধপ্রিয় এবং তজ্জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুগন্ধের সাহায্যে শিক্ষা দিবার জন্য ইহাদিগকে তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়। হস্তী নিজ নিজ প্রিয় সুগন্ধানুসারে পুষ্প চয়ন করে এবং সংগৃহীত হইলে হস্তিপক কর্ত্তৃক ধৃত আধারে নিক্ষেপ করে। এই কার্য্য সম্পন্ন হইলে হস্তী স্নান করে এবং ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রলোকের ন্যায় ইহাতে আনন্দ অনুভব করে। স্নানসমাপনান্তে সে তাহার পূর্ব্ব সংগৃহীত পুষ্পের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয় এবং পুষ্প আনয়ন করিতে বিলম্ব হইলে, চীৎকার করিতে থাকে এবং তাহার সংগৃহীত সকল পুষ্প তাহার সম্মুখে না রাখিলে, সে এক গ্রাস আহারও গ্রহণ করে না। তাহার সম্মুখে ফুল স্থাপিত হইলে, সে শুঁড়দ্বারা সেইগুলি পুষ্পাধার হইতে তুলিয়া তাহার আহার করিবার পাত্রের চতুষ্পার্শে স্থাপিত করে এবং এইরূপ কৌশলে তাহার খাদ্য যেন সুস্বাদু করিয়া লয়। যাহাতে তাহার নিদ্রা

সুখকর হইতে পারে, তজ্জন্য সে তাহার বিছানার উপরেও প্রচুর পরিমাণে ফুল নিক্ষেপ করে।

ভারতীয় হস্তী নয় হাত উচ্চ এবং বিস্তারে পাঁচ হাত। প্রাসিয়ান নামক প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকারের হস্তী পাওয়া যায়; তক্ষশীলার হস্তী প্রাসিয়ানপ্রদেশের হস্তীদেরই নিম্নস্থান অধিকার করে(১)।

---

(১) সোয়ানবেক বলিয়াছেন যে, বর্ণিত বিষয় এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৮ ও ৩৯ অংশ ইলিয়ান মেগস্থেনিস হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া, উপরের অংশও যে ইলিয়ান মেগস্থেনিস হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই অনুমিত হয়।

ত্রয়পঞ্চাশৎ অংশ

(ইলিয়ান, প্রাণিতত্ত্ব, ৩।৪৬)

শ্বেত হস্তী

একজন ভারতীয় হস্তিপক একটী শ্বেত হস্তী-শাবক দেখিতে পাইয়া, তাহাকে শৈশবকালেই গৃহে আনয়ন করিয়া লালন-পালন করিয়া শিক্ষা দেয় এবং তাহাতে আরোহণ করিতে থাকে। সে হস্তীশাবককে অত্যন্ত ভালবাসিতে আরম্ভ করে এবং সেও তাহাকে ভালবাসিয়া প্রতিপালনের পুরস্কার দিয়াছিল। ভারতীয়গণের রাজা এই হস্তীর কথা জানিতে পারিয়া, তাহাকে গ্রহণের ইচ্ছা করেন। কিন্তু, হস্তিপক অপর কেহ ইহার প্রভু হইবে মনে করিয়া দুঃখিতচিত্ত হইয়া ইহা রাজাকে প্রদান করিতে অস্বীকার করে এবং তাহার প্রিয় হস্তীতে আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ মরুভূমির দিকে অগ্রসর হয়। রাজা এই সংবাদে অত্যন্ত কুপিত হইয়া হস্তী ধৃত করিবার জন্য এবং হস্তিপককে শাস্তি দিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। এই সকল লোক পলাতকের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া রাজাদেশ প্রতিপালনে তৎপর হইল; কিন্তু হস্তিপক হস্তীর পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার আততায়ীদিগকে আক্রমণ ও বাধা দিতে লাগিল। হস্তীও তাহার প্রভুকে এই যুদ্ধে সাহায্য করিতে লাগিল। প্রথমে এইরূপ ব্যাপারই সংঘটিত হইয়াছিল;

কিন্তু, পরে হস্তিপক আঘাতিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলে, সৈন্যগণ যুদ্ধকালে যেরূপ ভূপতিত সহগামীকে ঢাল দ্বারা রক্ষা করে, তদ্রূপ হস্তীও তাহার আশ্রয়দাতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অনেকগুলি আক্রমণকারীকে নিহত করিল এবং অবশিষ্টকে পলায়নে বাধ্য করিল। পরে, তাহার প্রতিপালককে শুঁড় দিয়া জড়াইয়া পৃষ্ঠে করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল এবং বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় তাহার নিকটে থাকিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। (হে মনুষ্যগণ! তোমরা কি নীচ! তোমরা পাক-পাত্রের সঙ্গীত শুনিয়া নৃত্য কর, নিমন্ত্রণ-কালে বিলাস-উৎসবে মত্ত হও; কিন্তু বিপদকালে বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় বৃথা ও নিরর্থক-'বন্ধুত্ব' এই পবিত্র নামে কলঙ্ক লেপন কর।) (১)

---

(১) প্লুটার্ক আলেকজান্দারের যে জীবনী প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে পোরসের হস্তীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, এই হস্তী যুদ্ধকালে পোরসের শরীর রক্ষার্থ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল; পরে, পোরস বহু আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ভূপতিত হইলে এই হস্তী নত হইয়া অতি যত্নের সহিত তাঁহার গাত্র-বিদ্ধ তীরগুলি উৎপাটনে সক্ষম হইয়াছিল।

চতুঃপঞ্চাশৎ অংশ

(ওরিজেন, ২৪)

ব্রাহ্মণগণ এবং দর্শনশাস্ত্র

ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় সন্ন্যাসী আছেন, যাঁহারা স্বাধীনভাবে কালাতিপাত এবং পশুপক্ষীর মাংস ও অগ্নি-পক্ক আহার হইতে বিরত থাকিয়া কেবল ফলের উপর জীবনধারণ করেন। এই সকল ফল তাঁহারা বৃক্ষ হইতে আহরণ করেন না, কেবল যাহা ভূতলে পতিত হয়, তাঁহারা তাহাই গ্রহণ করেন এবং তাগাবেনা (১) নদীর জল পান করেন। আত্মার আচ্ছাদনার্থ ভগবান এই শরীর প্রদান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা আজীবন নগ্নদেহে থাকেন(২)। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বরই আলোক(৩), এবং চক্ষুতে আমরা যে আলোক দেখিতে পাই, তাহা কিংবা সূর্য্য কিংবা অগ্নি সেইরূপ আলোক নহে। ঈশ্বরই তাঁহাদিগের বাক্য, কিন্তু আমরা যাহা উচ্চারণ করি তাঁহারা এই বাক্য শব্দ দ্বারা সেই অর্থ করেন না। যদ্দ্বারা জ্ঞানিগণ জ্ঞানের গূঢ়রহস্য অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা বাক্য অর্থে ইহাই প্রয়োগ করেন। এই আলোক বা বাক্যকেই তাঁহারা ভগবান বলিয়া মনে করেন

(১) সম্ভবতঃ তুঙ্গভদ্রা।

(২) বেদান্ত দর্শনের কথিত মতের সহিত এই মতের সাদৃশ্য দেখা যায়।

এবং ইহা একমাত্র ব্রাহ্মণগণই জানিতে পারেন। কারণ, কেবল ব্রাহ্মণগণই আত্মার শেষ বহিরাবরণ অহঙ্কারকে বিদূরিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন (৩)। এই সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ মৃত্যুকে একেবারে অবজ্ঞা করেন ; এবং আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, ইঁহারা ভগবানের নাম অত্যন্ত ভক্তির সহিত উচ্চারণ করেন এবং তাঁহারা প্রশংসা-সূচক স্তুতিগান করেন। তাঁহারা বিবাহ করেন না এবং তাঁহাদের সন্তানাদিও নাই। যে সকল ব্যক্তি তাঁহাদিগের ন্যায় জীবনাতি-পাত করিতে চাহেন, তাঁহারা নদীর অপর-পারে গমনপূর্ব্বক চির-দিনের জন্য তাঁহাদিগের সহিত বাস করেন এবং কখনও স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণ যদিও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় ঠিক জীবনাতিপাত করেন না, (কারণ, সে দেশের অধিবাসিগণ যে সকল রমণীর গর্ভসম্ভূত, এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণ সেই সকল রমণীর গর্ভেই সন্তান উৎপাদন করে), তাহা হইলেও তাঁহারা ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত বাক্য কথাটী, (যাহাকে তাঁহারা ভগবান বলিয়া থাকেন) সম্বন্ধে তাঁহারা মনে করেন যে, উহা শরীরী এবং লোকে যে প্রকার পশমের বস্ত্রাবরণ ব্যবহার করেন, সেইরূপ উহাও উহার বহিরাবরণ শরীরের মধ্যে বাস করে এবং যখন ইহা সেই দেশ পরিত্যাগ করে,

(৩) এই প্রসঙ্গে ম্যাক্রিণ্ডল বলিয়াছেন "The affinity between God and light is the burden of the Gayatri or holiest verse of the Vedas."

তখনই ইহা দৃষ্টিগোচর হয়। ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, তাঁহাদিগের আবরণস্বরূপ এই দেহে যুদ্ধ চলিতেছে এবং তাঁহাদের মত এই যে, দেহই সকল যুদ্ধের আবাসস্থল এবং আমরা পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি, সৈন্যগণ যেরূপ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করে, তাঁহারাও সেইরূপ দেহের সহিত যুদ্ধ করেন। তাঁহারা আরও সমর্থন করেন যে, পরাজিত বন্দীর ন্যায় মনুষ্যগণ অন্তর্নিহিত কাম, লোভ, ক্রোধ, হর্ষ, বিষাদ, প্রসক্তি প্রভৃতি শত্রুর দাস। যে ব্যক্তি এই সকল শত্রুকে পরাজয় করিতে সক্ষম হইয়াছে, সেই ভগবান্‌কে পায়। সেইজন্য মাসি-দোনিয়ান আলেকজান্দার যে দণ্ডামিসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণগণ দেবতা বলিয়া থাকেন, কারণ তিনি দেহের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা কালানসকে নিন্দা করেন। মৎস্য যেরূপ জল হইতে ঊর্দ্ধে লম্ফপ্রদান করিলে সূর্য্যালোক দেখিতে পায়, ব্রাহ্মণগণও তদ্রূপ দেহপরিত্যাগ করিয়া আলোক দর্শনে সক্ষম হইয়া থাকেন।

পঞ্চপঞ্চাশৎ অংশ

(পালাডিয়াস)

কালানস এবং দান্দামিস

ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীজাত স্বচ্ছন্দ-লভ্য ফলে এবং বন্য ওষধি-ভক্ষণে এবং কেবল জলপান করিয়া জীবনধারণ করেন। তাঁহারা বনে বিচরণ করেন এবং বৃক্ষপত্রের শয্যায় শয়ন করেন।

* * * *

"তোমাদিগের কপট বন্ধু কালানস এই মত পোষণ করিতেন; কিন্তু তাঁহাকে আমরা ঘৃণা করি এবং তাঁহার মতকে পদদলিত করি। আমাদের সম্প্রদায় হইতে যদিও তিনি অহিতকর বলিয়া ঘৃণার সহিত পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন এবং যদিও তিনি তোমাদের অনেক পাপের সহকারী ছিলেন, তথাপি তাঁহাকে তোমরা সম্মান ও পূজা কর। এরূপ কেনই বা না হইবে? যাহা আমরা পদদলিত করি, তোমাদিগের অকর্ম্মণ্য বন্ধু (সে আমাদের বন্ধু নহে) অর্থগৃধ্নু কালানসের নিকট তাহাই প্রশংসার পাত্র হইত। সে হতভাগ্য জীব নিতান্ত অসুখী—পাথরাপেক্ষাও কৃপার পাত্র, কারণ অর্থগৃধ্নু হইয়াই সে তাহার আত্মার উচ্ছেদসাধন করিয়াছে। এইজন্য সে আমাদিগের বন্ধু হইবার উপযুক্ত নহে এবং ভগবানেরও কৃপার পাত্র নহে। এইজন্য সে এ জীবনও সুখে

কাটাইতে পারে নাই এবং অর্থগৃধ্নু হইয়া তাহার আত্মাকে বিনষ্ট করিয়াছিল বলিয়া পরজন্মের জন্যও তাহার কোন আশা ছিল না।

যাহা হউক, আমাদিগের মধ্যে দান্দামিস বলিয়া একজন ঋষি আছেন। তিনি বনে পর্ণশয্যায় শয়ন করেন এবং যথায় তিনি এইরূপে বাস করেন, তাহার নিকটস্থ শান্তির উৎস হইতে তিনি মাতৃস্তন্যের ন্যায় উহার বারি-পান করেন।"

রাজা আলেকজান্দার এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, এই সম্প্রদায়ের মতামত জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন এবং এই সম্প্রদায়ের শিক্ষক ও নেতা বলিয়া দণ্ডামিসকে তথায় আসিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন।

এতদুদ্দেশ্যে দান্দামিসকে আনয়নের জন্য অনিসিক্রিটস প্রেরিত হইলেন এবং তিনি যখন সেই দার্শনিকের দর্শন পাইলেন, তখন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণদিগের শিক্ষক! আপনাকে নমস্কার করি। পরাক্রান্ত দেবতা জিয়াসের পুত্র মনুষ্যজাতির প্রভু আলেকজান্দার, আপনাকে তাঁহার নিকটে যাইতে আদেশ করিয়াছেন। যদি আপনি আদেশ প্রতিপালন করেন, তবে তিনি আপনাকে বহু মূল্যবান্ উপহার প্রদান করিবেন ; পক্ষান্তরে, তিনি আপনার মস্তকচ্ছেদন করিবেন।"

দান্দামিস সৌজন্য সহকারে হাস্য করিতে করিতে সকল কথা শ্রবণ করিলেন ; কিন্তু, তাঁহার পত্র-শয্যা হইতে মস্তকোত্তোলন না করিয়া এবং শয়ান-অবস্থায়ই ঘৃণার সহিত এই উত্তর করিলেন। "পরমপিতা পরমেশ্বর কখনও প্রগল্‌ভতাপ্রসূত

অন্যায়াচারের সৃষ্টিকারী নহেন ; পক্ষান্তরে তিনি আলোক, শান্তি, জীবন, জল, মনুষ্য-শরীর এবং আত্মা সৃষ্টি করেন এবং তিনি কোন প্রকার ইচ্ছার বশবর্ত্তী না হওয়াতে, মৃত্যু ইহাদিগকে মুক্ত করিলে, উহাদিগকে গ্রহণ করেন। যিনি হত্যাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন এবং কোন যুদ্ধই উত্তেজিত করেন না, একমাত্র তিনিই আমার পূজ্য দেবতা। কিন্তু আলেকজান্দার যখন নিজেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইবেন, তখন তিনি পরমেশ্বর নহেন এবং যিনি টিবেরোবোয়াস নদীর অপর পারে পৌঁছিতে এবং বিশ্বজনীন রাজত্বের সিংহাসনে আরোহণ করিতে সক্ষম হন নাই, তিনি কি প্রকারে সমগ্র পৃথিবীর অধিকারী হইবেন ? অধিকন্তু, আলেক-জান্দার এখনও জীবিতাবস্থায় নরকে প্রবেশ করেন নাই ; পৃথিবীর মধ্যভাগে সূর্য্যের গতিও অবগত নহেন এবং পৃথিবীর সীমান্ত প্রদেশস্থ জাতিগণ তাঁহার নামও শ্রবণ করে নাই। যদি বর্ত্তমান রাজ্যে তাঁহার তৃপ্তি না হয়, এবং আমাদের এই দিকের ভূভাগ যদি সঙ্কীর্ণ মনে করেন, তবে তিনি গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইলে, অপর পারস্থ ভূমি তাঁহার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে পারিবে। যাহা হউক, মনে রাখিবেন যে, আলেকজান্দার আমাকে যাহা দিতে চাহিয়াছেন, সে সকলই আমার নিকট অনাবশ্যক; এই পত্রের গৃহ, আমার আহার প্রদানকারী এই সকল বৃক্ষ এবং আমার পানীয় জল, এই সকল দ্রব্যই আমি মূল্যবান্ বলিয়া মনে করি এবং প্রকৃত ব্যবহারের উপযুক্ত মনে করি। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যে সকল সম্পত্তি ও দ্রব্য যাহা যত্নের সহিত সংগৃহীত হয়, তাহাতে কেবল দুঃখ ও

বিরক্তি আনয়ন করে। আমার পক্ষে, বন্যপত্রের শয্যাই যথেষ্ট এবং রক্ষা করিবার কিছুই নাই বলিয়া আমি নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাই ; কিন্তু যদি আমাকে স্বুবর্ণ রক্ষা করিতে হইত, তবে নিদ্রা দূরে পলায়ন করিত। প্রসূতি যেরূপ সন্তানকে দুগ্ধ দেন, পৃথিবীও সেইরূপ আমাকে সকল দ্রব্য সরবরাহ করেন। যেখানে ইচ্ছা, আমি সেখানেই গমন করি এবং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন দ্রব্যেরই অধীন নহি। আলেকজান্দার আমার মস্তক-চ্ছেদন করিতে পারেন ; কিন্তু তিনি আমার আত্মাকে বিনাশ করিতে পারেন না। কেবল আমার মস্তকই পড়িয়া থাকিবে ; কিন্তু আমার আত্মা পৃথিবীতেই যে দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ছিন্ন-বস্ত্রের ন্যায় সেই দেহ ত্যাগ করিয়া প্রভুর নিকট গমন করিবে। ঈশ্বর আমাদিগকে মাংসে জড়িত করিয়াছিলেন এবং আমরা পৃথিবীতে বাসকালীন তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করি কি না দেখিবার জন্য আমাদিগকে এখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং যিনি আমরা এ পৃথিবী হইতে প্রত্যাখ্যান করিলে আমরা এই পৃথিবীতে কি ভাবে কালহরণ করিয়াছি, তাহার বিবরণ চাহিবেন, আমি দেহান্তে তাঁহারই নিকট গমন করিব। তিনিই সকল অন্যায়ের বিচারকর্ত্তা, কারণ অত্যাচার-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের কাতরোক্তিই অত্যাচারিগণের শাস্তিতে পরিণত হয়। যাহারা স্বর্ণ এবং ধন চায় এবং যাহারা মৃত্যুকে ভয় করে, আলেকজান্দার তাহাদেরই বিভীষিকা প্রদর্শন করেন ; কারণ ব্রাহ্মণগণ স্বুবর্ণকেও ভালবাসেন না, মৃত্যুকেও ভয় করেন না এবং তজ্জন্য তাঁহারা এই সকল অস্ত্রের

ভয় রাখেন না। সুতরাং তুমি যাইয়া আলেকজান্দারকে বল যে, আলেকজান্দারের কোন দ্রব্যেই দান্দামিসের আকাঙ্ক্ষা নাই এবং সেজন্য তিনি আলেকজান্দারের নিকটে যাইবেন না; কিন্তু যদি দান্দামিসের নিকট আলেকজান্দারের কোন প্রার্থনা থাকে, তবে তিনি যেন দান্দামিসের নিকটে আগমন করেন। (১)

আলেকজান্দার অনিসিক্রিটসের নিকট এই দর্শনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দান্দামিসকে দেখিবার জন্য অধিকতর আকাঙ্ক্ষিত হইলেন; কারণ, বহু জাতির বিজেতা আলেকজান্দার বৃদ্ধ ও নগ্নদেহ দান্দামিসকে নিজের অপেক্ষা পরাক্রান্ত দেখিয়াছিলেন।

(আম্ব্রোসিয়াস)

ব্রাহ্মণগণ গৃহপালিত পশুর ন্যায় ভূমিতে বৃক্ষের পত্র বা বন্য ওষধি যাহা পান, তাহাই ভক্ষণ করেন।

"কালানস তোমার বন্ধু, কিন্তু সে আমাদিগের নিকট ঘৃণিত ও পদদলিত। যদিও তিনি তোমাদের মধ্যে অনেক অকল্যাণ জন্মাইয়াছেন, তত্রাপি তিনি তোমাদিগের দ্বারা সম্মানিত ও পূজিত হইতেছেন; কিন্তু অকর্ম্মণ্য বলিয়া আমরা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। যে সকল দ্রব্য আমরা কখনও অন্বেষণ করি না, অর্থ-গৃধ্নুতাবশতঃ সেই সকল দ্রব্যেই কালানস সন্তুষ্ট হইতেন।

(১) প্লুটার্ক বলিয়াছেন যে দান্দামিস কোন প্রকার কথোপকথনে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল জিজ্ঞাসা করেন "আলেকজান্দার কেন এতদূর আসিয়াছেন?"

কিন্তু, যে ব্যক্তি এইরূপে আত্মার ক্ষতিসাধন করিয়া, আত্মার উচ্ছেদ করিয়াছে, সে কখনও আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিতে পারে না এবং এই কারণেই সে আমাদের এবং ভগবানের বন্ধু বলিয়াও বিবেচিত হইতে পারে না, অথবা এই পৃথিবীতেও সে নিরাপদ ছিল না এবং ভবিষ্যতেও কোন শান্তির আশা করিতে পারে না।"

সম্রাট্ আলেকজান্দার সেই বনমধ্য দিয়া যাইবার কালে দান্দামিসকে দেখিতে পান নাই।

সুতরাং যখন পূর্ব্বোক্ত বার্ত্তাবাহক দান্দামিস সমীপে আগমন করিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে নিম্নোক্ত মর্ম্মে সম্বোধন করিলেন —"পরাক্রান্ত জুপিটারের পুত্র, সমগ্র মানবজাতির অধীশ্বর আদেশ করিয়াছেন যে, আপনি সত্বর তাঁহার নিকটে গমন করুন; কারণ আপনি গমন করিলে বহু পুরস্কার পাইবেন; কিন্তু তাঁহার আদেশ অমান্য করিলে তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য তিনি আপনার শিরশ্ছেদন করিবেন।" যখন দান্দামিস এই আদেশ শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি পর্ণশয্যা হইতে গাত্রোত্থান না করিয়াই শয়ান থাকিয়া হাস্যমুখে নিম্নোক্ত মর্ম্মে উত্তর দিলেন যে "সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন পরমেশ্বরও কাহার ক্ষতি করিতে পারেন না; কিন্তু, যাহারা এই পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিয়াছে, তাহাদেরও তিনি জীবনীশক্তি পুনর্ব্বার প্রত্যর্পণ করেন। এইজন্য যিনি নরহত্যা নিষেধ করেন এবং যুদ্ধের জন্য কাহাকেও উত্তেজিত না করেন, তিনিই কেবল আমার ঈশ্বর। যখন আলেকজান্দারের

নিজের দেহত্যাগ করিতে হইবে, তখন তিনি পরমেশ্বরপদবাচ্য হইতে পারেন না। যিনি অদ্যাপিও টিবেরোবোয়াস নদী অতিক্রম করেন নাই, এখনও তিনি সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইতে পারেন নাই; যিনি এখনও গ্যাডিস মণ্ডল (১) পার হন নাই, কিংবা পৃথিবীর মধ্যভাগে সূর্য্যের গতি পরিদর্শন করে নাই, তিনি কি প্রকারে সকলের অধীশ্বর হইতে পারেন? সেইজন্য অনেক জাতি তাঁহার নামও শ্রবণ করেন নাই। যে সকল দেশের তিনি অধীশ্বর, যদি সেই সকল দেশে তিনি সন্তুষ্ট না হইতে পারেন, তবে তিনি যেন আমাদের নদী উত্তীর্ণ হন এবং তাহা হইলে পরপারস্থ দেশ তাঁহার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করিবে। আলেকজান্দার আমাকে যে সকল উপহারের প্রলোভন দেখাইয়াছেন, তাহা আমার পক্ষে অনাবশ্যক। গৃহের জন্য আমার বৃক্ষপত্র আছে, আমি ঔষধি ভোজন ও জলপান করি; কষ্টসাধ্য শ্রমদ্বারা সংগৃহীত দ্রব্য, যাহা সহজেই বিনষ্ট হয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহা আমি তুচ্ছ করি। এইজন্য আমি নিরাপদে বাস করি এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমি কোন দ্রব্যের জন্যই যত্ন করি না। সুবর্ণ রাখিবার ইচ্ছা হইলে, আমি নিদ্রাভোগ করিতে পারিব না; মাতা যেরূপ সন্তানের সকল দ্রব্য সরবরাহ করেন, পৃথিবী তেমনই আমার সকল আবশ্যক দ্রব্য প্রদান করেন। আমার যথায় ইচ্ছা, আমি তথায়ই গমন করিতে পারি এবং যথায় আমার যাইবার ইচ্ছা না

(১) "Zone of Gades" বলা হইয়াছে।

থাকে, কোন কারণেই আমাকে তথায় যাইতে বাধ্য করিতে পারে না। যদি তিনি আমার মস্তকচ্ছেদন করিতে চাহেন, তিনি আমার আত্মা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তিনি আমার দেহচ্যুত মস্তকই লইবেন ; কিন্তু আত্মা ছিন্নবস্ত্রের ন্যায় দেহত্যাগ করিবে এবং যে পৃথিবী হইতে ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাকেই ইহা প্রত্যর্পণ করিবে। কিন্তু, যে ঈশ্বর এই আত্মাকে মাংসের আবরণ প্রদান করিয়াছিলেন, আমি সেই ঈশ্বরের নিকটেই পৌঁছিব। আমরা তাঁহা হইতে দূরে থাকিয়া কি আচরণ করি, ইহা দেখিবার জন্যই তিনি আমাদের আত্মাকে মাংসের আবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে যখন আমরা তাঁহার নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন করিব, তখন তিনি জীবনের বৃত্তান্ত চাহিবেন। আমি যে সকল উপকার করিয়াছি তাহা এবং আমার প্রতি যাহারা অত্যাচার করিয়াছিল তাহাদিগের বিচার প্রত্যক্ষ করিব ; কারণ উৎপীড়িতের দীর্ঘনিশ্বাস ও আর্ত্তনাদ, অত্যাচারীর নিকট শাস্তিরূপে পরিণত হইবে।

"যে সকল ব্যক্তি অর্থকামনা বা মৃত্যুভয় করে, আলেকজান্দার যেন তাহাদিগকেই ভয় দেখান। আমি উভয়ই তুচ্ছ করি, কারণ ব্রাহ্মণের স্বর্ণের প্রতিও লোভ নাই ; মৃত্যুকেও ভয় নাই। সুতরাং তুমি আলেকজান্দারের নিকট যাইয়া তাঁহাকে বল যে, দান্দামিস তাঁহার নিকটে কিছুই প্রার্থনা করেন না ; কিন্তু তাঁহার নিজের যদি কোন দ্রব্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে তিনি যেন দান্দামিসের সহিত সাক্ষাত করেন।"

আলেকজান্দার দ্বিভাষীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া এই প্রকার ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য আরও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন, কারণ, তিনি যদিও বহু জাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি এক নগ্ন বৃদ্ধ মনুষ্যের দ্বারা পরাভূত হইলেন।

ষট্পঞ্চাশৎ অংশ

(প্লিনির প্রাণিতত্ত্ব ৬।২১—৮ হইতে ২৩-১১)

ভারতীয় জাতিসকলের তালিকা

সেলুকাস নিকোটারের জন্য যে সকল পর্য্যটন সাধিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে:—হেসিদ্রাস পর্য্যন্ত ১৬৮ মাইল; তথা হইতে যমুনাও ১৬৮ মাইল (কোন কোন নকলনবিস ১৭৩ মাইল লেখেন); তথা হইতে গঙ্গা ১১২ মাইল। গঙ্গা হইতে রডোফা ১১৯ মাইল (কেহ কেহ এই দূরত্ব ৩১৫ মাইল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন)। তথা হইতে কালিনিপাক্সা নগর ১৬৭ (কেহ কেহ ২৬৫ মাইল বলেন)। তথা হইতে গঙ্গাযমুনাসঙ্গম ৬২৫ মাইল (অনেকে আরও ১৩ মাইল যোগ করেন) এবং সঙ্গমস্থল হইতে পালিমবোথ্রা ৪২৫ মাইল। এই স্থান হইতে গঙ্গার মোহনা ৭৩৮ মাইল (১)।

(১) প্লিনি এই তালিকা মেগস্থেনিস হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। ম্যাকিণ্ডলের ভূমিকা পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ক্লান্তি না ঘটাইয়া ইমায়স নামক যে পর্ব্বত ইমদাস পর্ব্বতমালা হইতে বাহির হইয়াছে, সেই ইমদাস পর্ব্বত হইতে ইসারি, কোসিরি, ইজগাই এবং পর্ব্বতোপরি অবস্থিত চিসি ও টৌসাগাই (২) এবং মাকোকালিঙ্গ এবং আরও অন্যান্য জাতিতে বিভক্ত ব্রাহ্মণদের (৩) নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। পিনাস (৪) এবং গঙ্গার শাখানদী কৈনাস (৫) উভয়ই নৌচলনোপযোগী। কলিঙ্গ-গণ সমুদ্রের নিকটেই বাস করে; তাহাদিগের উপরে মাণ্ডি (৬) এবং যে জাতির দেশ মালাসপর্ব্বত আছে এবং গঙ্গা যাহাদের দেশের সামা নির্দ্দেশ করে, মালি নামক সেই জাতি তথায় বাস করে।

কাহারও কাহারও মতে, এই নদী নীলনদের ন্যায় অজ্ঞাত স্থান হইতে নির্গতা হইয়াছে এবং নীলনদেরই ন্যায় ইহার গমনমার্গস্থ

(২) এই চারিটী জাতি কাশ্মীর বা তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিত। কোসিরি মহাভারতোক্ত খসী জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

(৩) ম্যাক্রিণ্ডল এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, প্লিনি যে সকল জাতি কাশ্মীরে বাস করিত বলিয়াছেন, তাহাদের সহিত ব্রাহ্মণদের সংশ্রিষ্ট করিয়াছেন। মাকোকলিঙ্গ জাতিগণ মহাভারতের মতে মগধ ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিত।

(৪) তমসা নদী। (৫) ম্যাক্রিণ্ডল ইহাকে যমুনার শাখানদী কেন বলিয়াছেন; কিন্তু সোয়ানবেক ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

(৬) কানিংহাম মাণ্ডিকে মহানদীর তীরবর্ত্তী জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সকল দেশকে প্লাবিত করিতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা সিথিয়া দেশীয় কোন পর্ব্বতে উদ্ভূতা হইয়াছেএবং ইহার ১৯টী শাখা নদীর মধ্যে উল্লিখিত নদীগুলি ব্যতীত কণ্ডোচাটেস, ইরান্নো-বোয়াস, কসোয়াগস এবং সোন নৌচলনোপযোগী। অন্য কেহ কেহ বলেন যে, ইহা ইহার উৎস হইতে গভীর গর্জ্জন সহকারে নির্গত হয় এবং পার্ব্বত্য প্রণালী হইয়া সমতলক্ষেত্রে পৌঁছিয়াই হ্রদে পতিত হয় এবং তথা হইতে ধীরপ্রবাহে প্রবাহিতা হইতেছে। ইহা প্রস্থে ৮ হইতে ·০০ ষ্টাডিয়া এবং গাঙ্গারিদইগণের দেশে যে স্থানে ইহার শেষ হইয়াছে, তথায় ইহার গভীরতা ১০০ শত ফুট্। কলিঙ্গী-গণের রাজধানী পার্থেলিস নামে কথিত হয়। তাহাদের রাজাকে ৬০, ০০ পদাতিক, ১০০০ অশ্ব এবং ৭০০ সাদী সৈন্য রক্ষা করে।

ভারতীয় জাতি সকলের মধ্যে যে সকল সুসভ্য জাতি আছে, তাহারা বিভিন্ন কর্ম্মে জীবনাতিপাত করে। কেহ ভূমিকর্ষণ করে; কেহ সৈনিকের বৃত্তি অবলম্বন করে; কেহ ব্যবসায় করে; অভিজাত ও ধনিগণ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া বিচারকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং রাজাকে মন্ত্রণা প্রদান করেন। পঞ্চম শ্রেণী তদ্দেশীয় দর্শনের আলোচনা করেন। এই দর্শন ধর্ম্মেরই এক প্রকার অঙ্গীভূত এবং এই শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রজ্জ্বলিত চিতায় জীবন বিসর্জ্জন করেন। এই সকল শ্রেণী ব্যতীত, এক অর্দ্ধসভ্য জাতি আছে, যাহারা ভাষায় বর্ণনাতীত শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া হস্তী-শিকার করে ও তাহাকে শিক্ষা দেয়। তাহারা এই সকল জন্তুকে হলচালনায় এবং চড়িবার জন্য ব্যবহার করে এবং

হস্তীরা অন্যান্য গৃহপালিত পশুর ন্যায় তাহাদের সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হয়। তাহারা হস্তীকে যুদ্ধে এবং স্বদেশ-রক্ষার্থ নিযুক্ত করে। যুদ্ধের জন্য নির্ব্বাচনকালে তাহাদিগের বয়স, বল ও আকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

গঙ্গার একটী বৃহৎ দ্বীপ আছে; এই দ্বীপে মোডোগালিঙ্গী নামে একটী মাত্র জাতির বাস। কিয়দ্দূরে, মধুবী, মলিন্দী, উবীরী নামক সুদৃশ্য নগরবাসী উবীরা জাতি, গ্যালমোদ্রেসী, প্রেতি, কালিসী, সাস্থুরি, পাসালি, কলুবী, অর্কস্থলি, আবালি এবং তালুকটী (৭) জাতি বাস করে। এই সকল জাতির রাজা ৫০,০০০ পদাতিক, ৪০০০ অশ্বারোহী এবং ৪০০ সাদী সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রাখেন। ইহাদিগের পরে, আন্দারী (৮) নামক পরাক্রান্ত জাতি বাস করে; ইহাদিগের অনেকগুলি গ্রাম আছে এবং প্রাচীর ও দুর্গ সুরক্ষিত ত্রিশটী নগর আছে এবং এই সকল নগর ইহাদের রাজাকে ১০০,০০০ পদাতিক, ২০০০ অশ্বারোহী এবং ১০০০ সাদী সৈন্য সরবরাহ করে। দার্দিগণের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সুবর্ণ এবং সেতীদের মধ্যে প্রচুর রৌপ্য পাওয়া যায়।

(৭) এই সকল জাতি গঙ্গার বামতীর ও হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিত। এই সকল জাতির মধ্যে খুচ জাতিকেই আজকাল নির্দ্দেশ করা যায়। তবে কলুবী (Colubae) জাতিকে অনেকে রামায়ণোক্ত কোলুট জাতি বলিয়াছেন। ইহারা যমুনার অদূরবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিত। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে হিউয়েনসিয়াং এই দেশে আগমন করেন। তালুকটীকে তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তমলুক) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। (৮) অন্ধ্র।

কিন্তু, প্রাচীনগণ কেবল যে এই সকল জাতি অপেক্ষা পরাক্রমে ও খ্যাতিতে শ্রেষ্ঠ তাহা নহে ; তাহারা সমগ্র ভারতবর্ষেই শ্রেষ্ঠ। সুবৃহৎ এবং সমৃদ্ধিশালী পালিবোথ্রায়ই ইহাদের রাজধানী অবস্থিত। এবং এই কারণেই কেহ কেহ এই জাতিকে, এমন কি, সম্পূর্ণ গাঙ্গেয়-প্রদেশবাসী জাতিকে পালিবোথ্রি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। তাহাদের রাজার বেতনভোগী ৬০০,০০০ পদাতিক, ৩০,০০০ অশ্বারোহী এবং ৯০০০ সাদী সৈন্য আছে ; ইহা হইতেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য অনুমিত হইতে পারে।

এই সকল জাতির কিছুদূরে, কিন্তু ভারতবর্ষের আরও অভ্যন্তরে মোনিডিস (৯) এবং সুয়ারি (১০) জাতি বাস করে। এই প্রদেশস্থ মালিয়স পর্ব্বতের ছায়া পর্য্যায়ক্রমে শীতকালে উত্তরদিকে এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণদিকে পতিত হয়। বিটন বলেন যে, এই দেশ হইতে বৎসরে মাত্র একবার, সুমেরু পনরদিনের জন্য দৃষ্টিগোচর হয় ; মেগস্থেনিস বলেন যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও এইরূপ ঘটিয়া থাকে। ভারতীয়গণ কুমেরুকে দামস বলে। যমুনানদী পালিবোথ্রিদিগের দেশমধ্য দিয়া মেথোরা এবং কার্সিবোরার মধ্যে গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়াছে। গঙ্গার দক্ষিণস্থ প্রদেশবাসী অধিবাসিবর্গ কৃষ্ণবর্ণ (যদিও ইথিওপিয়ানগণের ন্যায় একবারে কাল

(৯) ইউল নামক প্রত্নতত্ত্ববিৎ ইহাদিগকে ছোটনাগপুরের উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় জাতি (মুণ্ডা) বলিয়াছেন। (১০) সুয়ারী শবর জাতি। লাসেন বলিয়াছেন যে, এই জাতি সোনপুর এবং সিংহভূমের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিত।

নহে,) সূর্য্যের উত্তাপে আরও অধিক কৃষ্ণবর্ণ হয়। যে জাতি সিন্ধুর যত নিকটবর্ত্তী, সেই জাতি তত অধিক কৃষ্ণবর্ণ।

সিন্ধু প্রাসীগণের জনপদের প্রান্তদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই প্রাসীগণের পার্ব্বত্য-প্রদেশেই বামনগণ বাস করে। আর্টিমিডোরাস (১১) উভয় নদীর মধ্যে ১২১ মাইল ব্যবধান বলিয়াছেন।

ইণ্ডাস যাহাকে তদ্দেশবাসীরা সিন্ধুনামে অভিহিত করিয়া থাকে, ককেসাস পর্ব্বতের পারোপামিসাস শাখা হইতে, উদয়াচলের অভিমুখী উৎপত্তিস্থল (১২) হইতে উদ্ভূতা হইয়াছে। ইহাতে উনবিংশটী শাখানদী পতিতা হইয়াছে; তন্মধ্যে চারিটী উপনদীবিশিষ্টা হাইডাসপিস, তিনটী উপনদীবিশিষ্টা কাণ্টাব্রা এবং নৌচলনোপযোগী আকিসাইন এবং হাইফাসিসই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধা। তত্রাপি জল-সরবরাহের উপযুক্ত আধার নাই বলিয়া, ইহা কোন স্থানেই প্রস্থে ৫০ ষ্টাডিয়া ও গভীরতায় ১৫ পাদের অধিক নহে। ইহার প্রাসিয়ানী নামে একটী বৃহৎ ও পাটল নামে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। সর্ব্বাপেক্ষা কম গণনানুসারেও ইহা ১২৪০ মাইল পর্য্যন্ত নৌচলনোপযোগী এবং ইহা সূর্য্যের গতি অনুসরণ করিয়া সমুদ্রে পতিতা হইয়াছে। যদিও একটী গণনার সহিত অন্যটীর মিল নাই, তত্রাপি আমি গঙ্গার মোহনা হইতে

(১১) ইফিসাস নগরবাসী ভৌগোলিক। (১২) প্রাচীনগণ সিন্ধুর উৎপত্তিস্থলের বিষয় অবগত ছিলেন না।

এই নদী পর্য্যন্ত উপকূলের মাপ প্রদান করিব। গঙ্গার মোহনা হইতে কালিঙ্গন অন্তরীপ (১৩) এবং দণ্ডগুল নগর ৬২৫ মাইল; তথা হইতে ট্রপিনা ১২২৫, ট্রপিনা হইতে পেরিমূলা (১৪) নামক ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা বাণিজ্যপ্রধান স্থান ৭৫০ মাইল এবং তথা হইতে পাটল দ্বীপস্থিত নগর ৬২০ মাইল।

সিন্ধু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে নিম্নলিখিত পার্ব্বত্য জাতি বাস করে:—কেসি; বনবাসী কেট্রিবোনি; পাঁচশত সাদী এবং অপরিমেয় অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যের অধীশ্বরের জাতি মেগালী, ক্রিসি,পরসঙ্গী এবং হিংস্র ব্যাঘ্র-পরিপূর্ণ আসাঙ্গী (১৫), ইহাদিগের ৩০,০০০ পদাতিক, ৩০০ হস্তী এবং ৮০০ অশ্ব। এই সকল জাতিসমূহের অধিকৃত-দেশের একপ্রান্তে সিন্ধুনদ এবং ইহার ৬২৫ মাইল স্থান পর্ব্বত ও মরুভূমি দ্বারা বেষ্টিত। মরুভূমির নিম্ন-প্রদেশে দারী ও সুরী জাতি, পরে পুনরায় ১৮৭ মাইল বিস্তৃত মরুভূমি, সমুদ্র যেরূপ দ্বীপকে বেষ্টন করে, সেইরূপ উর্ব্বর ভূমিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। পরে, মাল্‌তীকোরী, সিঙ্গী, মারোনি, রারুণজী, এবং মরুণি জাতি। ইহারা সমুদ্রের উপকূলের সমান্ত-রালে অবস্থিত পর্ব্বতমালায় বাস করে। ইহারা স্বাধীন; ইহাদিগের রাজা নাই (১৬) এবং ইহারা পর্ব্বতের শীর্ষদেশে অনেকগুলি নগর

(১৩) ইউল ইহাকে গোদাবরী অন্তঃরীপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১৪) বর্ত্তমান সালসীট দ্বীপ। (১৫) লাসেন বলেন যে, ইহারা যোধপুরের নিকটবর্ত্তী কোন জাতি হইতে পারে। (১৬) সম্ভবতঃ ইহারা কচে বাস করিত

নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। পরে কাপিটালিয়া (১৭) নামক সর্ব্বোচ্চ ভারতীয় পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত নারি জাতি। এই পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ বিস্তৃত সুবর্ণ ও রৌপ্যের খনির কার্য্য করে। পরবর্ত্তী প্রদেশীয় ওরেটুরী (১৮) জাতির রাজার বহুসংখ্যক পরাক্রান্ত ও পদাতিক সৈন্য থাকিলেও, মাত্র দশটী হস্তী আছে। ইহাদিগের পরেই বারিতাতি জাতি; এই জাতির রাজার হস্তী সৈন্য নাই; তিনি কেবল অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের উপর নির্ভর করেন। পরবর্ত্তী প্রদেশসমূহে ওডোম্বোরী (১৯), সালাবস্ত্রী (২০) এবং জলাভূমি রক্ষিত সুন্দর নগরবাসী হোরেটি (২১) জাতি বাস করে। এই জলাভূমিতে মাংসপ্রিয় কুম্ভীর বাস করে বলিয়া একটীমাত্র সেতু ব্যতীত নগরে প্রবেশের দ্বিতীয় পথ নাই। অটোমেলা নামক তাহাদের আর একটী নগর সমুদ্রতীরে পাঁচটী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলিয়া বাণিজ্যপ্রধান স্থানরূপে সকলেরই প্রশংসার্জ্জন করিয়া থাকে। এতদ্দেশীয় রাজা ১৬০০ হস্তী, ১৫,০০০ পদাতিক এবং ৫০০০ অশ্বারোহীর অধিকারী। চার্ম্মি নামক দরিদ্র জাতির রাজার মাত্র ৬০টী হস্তী আছে এবং অল্প

(১৭) আবুপর্ব্বত। (১৮) বর্ত্তমান রাঠোর।

(১৯) পাণিনি উদুম্বরী জনপদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

(২০) লাসেন ইহাদিগকে সরস্বতী ও যোধপুরের মধ্যবর্ত্তী জনপদ বলিয়াছেন।

(২১) সৌরাষ্ট্র। প্রত্নতত্ত্ববিৎ সেণ্টমার্টিন অটোমেলাকে বল্লভী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন।

প্রকারেও তাঁহার সেনাবল অকিঞ্চিৎকর। ইহাদের পরেই পাণ্ডী জাতি; ইহারাই ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র স্ত্রীলোক-শাসিত জাতি। কথিত হয় যে, হার্কিউলিসের একটীমাত্র কন্যা থাকাতে, তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিয়া তাঁহাকে একটী সমৃদ্ধিশালী রাজ্য প্রদান করেন। তাঁহার বংশধরগণ ৩০০ নগরে রাজত্ব করেন এবং ১৫,০০০০০, পদাতিক ও ৫০০ হস্তী সৈন্যের অধীশ্বর। পাটলদ্বীপের সন্নিকটে ৩০০ নগরে সিরিয়েনি, ডেরাঙ্গী, পোসিঙ্গি, বুঝী, গোগিয়ারী, আমত্রী, নিরি, ব্রানকোসী, নোবান্দী, কোকোনদী, নেসি, পেদাটী রী, সোলোত্রিয়াসী, অলোষ্ট্রী (২২) জাতি বাস করে। পাটলদ্বীপের প্রান্তসীমা হইতে কাস্পিয়ান গেটের (২৩) দূরত্ব ১৯২৫ মাইল।

তৎপরে, সিন্ধুনদের দিকে, আমাটি, বোলিঙ্গি, গ্যালিটালুটী, ডিমুরী, মেগারী, অর্ডেবী, মেসি, উরী এবং সিলেনী জাতি বাস করিত। এই সকল জাতির জনপদের পরেই ২৫০ মাইল বিস্তৃত মরুভূমি। পরে এই মরুভূমি অতিক্রম করিলে আমরা ওরঙ্গি, আবার্ত্তী, সাইবারি, সুর্ত্তি জাতির দেশে যাইতে পারি। ইহাদের পরে উপর্য্যুক্ত মরুভূমির ন্যায় আর একটী মরুভূমি। পরে সারো-

(২২) সেণ্টমার্টিন সিরিয়েনিকে সুরেয়নি, ডেরাঙ্গীকে ঝাড়েঝা, বুঝীকে বুন্দা, গোগিয়ারীকে কোকারী, আমত্রীকে উমরাণী, নিরিকে নারোনি, নোবান্দীকে সুবিতা, কোকোনদীকে কোকনদ, বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(২৩) দুইটী গিরিসঙ্কটকে এই নামে অভিহিত করা হইত। একটী আলবেনিয়া প্রদেশে; অপরটীই প্লিনি এই স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন।

ফাগেস, সর্গি, বারাওমাটী এবং আম্বিটি নামক দ্বাদশ শাখায় বিভক্ত ও তিনটী নগরের অধিস্বামী আসেনি জাতি বাস করে। আলেকজান্দারের সুবিখ্যাত অশ্ব বিউকেফেলা যেখানে প্রোথিত হয়, ইহাদের রাজধানী বিউকেফেলা তথায়ই অবস্থিত। তৎপরে ককেসাস পর্ব্বতের পাদদেশবাসী সোলিদি এবং সন্ত্রী নামক পার্ব্বতীয় জাতি বাস করে। সিন্ধু উত্তীর্ণ হইলে আমরা সমরাত্রি, সামএসেনী, বিষমবৃত্তি, অসাই, আর্টিস্কেনি এবং টাক্সিলী নামক বৃহৎ নগরবাসী টাক্সিলি জাতি দেখিতে পাই। তৎপরে আমন্দ নামে সমতলপ্রদেশ রহিয়াছে; এই সমতলপ্রদেশে পিউকোলেইটী, আর্সাগালিটী, গেরেটী এবং আসর জাতি বাস করে।

অনেক লেখক সিন্ধু নদকে ভারতের পশ্চিমসীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না; তাঁহারা কোফেস নদীকে ইহার পশ্চিমসীমা বলিয়া গেড্রোসি, আরাকোটী, আরিয়াই এবং পারোপামিসাদী প্রদেশকেও ভারতবর্ষের অন্তর্ভূত করেন। কেহ কেহ এই সকলকে আরিয়াই দেশের অন্তর্গত বলেন।

অনেক লেখক, এমন কি নিসানগর এবং ফাদার ব্যাকাসের পবিত্রনামের সহিত সংশ্রিষ্ঠ মিরাসপর্ব্বতও ভারতবর্ষের অন্তর্ভূত বলিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহারা দ্রাক্ষা, লরেল, বকসতরু এবং গ্রীসদেশীয় অন্যান্য ফলবান্ বৃক্ষ উৎপাদনকারী আষ্টাকানইকেও ইহার অন্তর্ভূত করেন। এই দেশের ভূমির উর্ব্বরতা এবং ফল, বৃক্ষ, পশু, পক্ষী ও অন্যান্য জন্তু সম্বন্ধীয় যে সকল আশ্চর্য্য ও অমূলক আখ্যানগুলি প্রচলিত আছে, তাহা এই গ্রন্থের অন্যত্র

বর্ণিত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ পরেই, আমি স্থাট্রাপির কথা বর্ণনা করিব। কিন্তু এক্ষণে তাপ্রোবেণ দ্বীপের বৃত্তান্ত আলোচনা করিব।

এই দ্বীপের বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোল্লিখিত ২২০ মাইল বিস্তৃত পাটলদ্বীপ যাহা ত্রিভুজাকৃতি হইয়া সিন্ধুর মোহনায় অবস্থিত তাহারই বর্ণনা করিব। সিন্ধুর মোহানা হইতে দূরে ক্রিসি ও আর্গি (২৪) দেশে প্রচুর ধাতু পাওয়া যায়। কারণ, আমি কোন রূপেই বিশ্বাস করিতে পারি না, যে এই দুই দেশের ভূমি সুবর্ণ ও রজতময়। এই দুই দেশ হইতে কুড়ি মাইল দূরবর্ত্তী ক্রোকালা দ্বীপ (২৫) এবং ক্রোকালা হইতে শুক্তি ও অন্যান্য শঙ্খজাতীয় মৎস্যবাসকারী বিবাগ প্রদেশ। তৎপরে বিবাগ হইতে তোরাল্লিবা নয় মাইল। এতদ্ব্যতীত আরও বহুসংখ্যক দ্বীপ আছে, সে সকল উল্লেখযোগ্য নহে।

(সলিনাস, ৫২।৬-১৭)

ভারতীয় জাতিসমূহের নামাবলী

ভারতবর্ষে গঙ্গা ও সিন্ধুই বৃহৎ নদী এবং এই দুইটীর সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, গঙ্গা অজ্ঞাত স্থান হইতে উদ্ভূতা হইয়াছে এবং নীলনদের ন্যায় ইহা দেশপ্লাবিত করে; পক্ষান্তরে কেহ কেহ

(২৪) ইউল এই দুইটী স্থানকে বর্ম্মা ও আরাকান বলিয়াছেন।

(২৫) কেহ কেহ ইহাকে করাচীর নিকটবর্ত্তী স্থান বলিয়াছেন।

বলেন যে, ইহা সিথিয়ান পর্ব্বত হইতে উদ্গতা হইয়াছে। হাই-ফানিস নাম্নী অন্য একটী বৃহৎ নদী (যাহার তীরস্থ বেদী সকল আলেকজান্দারের গতিরোধের সাক্ষ্য দিতেছে) আছে। গঙ্গার বিস্তৃতি ৮ হইতে ২০ মাইল। যে স্থানে ইহার গভীরতা সর্ব্বাপেক্ষা কম, সে স্থানেও ইহা একশত ফীট্ গভীর। গঙ্গার এক প্রান্তে যে গারাদি জাতি আছে, তাহাদিগের রাজার ১০০০ অশ্বারোহী, ৭০০ হস্তী সৈন্য ও ৬০,০০০ পদাতিক সৈন্য আছে।

ভারতবাসিগণের কেহ কেহ ভূমিকর্ষণ করে, অনেকেই যোদ্ধা এবং অপর সকলে ব্যবসায়ী। আভিজাত ও ধনিগণ রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনা ও বিচারকার্য্য সম্পাদন এবং রাজার মন্ত্রীর কার্য্য করেন। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা জ্ঞানী ও যাঁহারা জীবনে পরিতৃপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জ্জন করেন, তাঁহারা পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত। যাহারা বনে কষ্টসাধ্য জীবনাতিপাত করে, তাহারা হস্তী ধৃত করে এবং হস্তী পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে হলচালনা ও চড়িবার জন্য ব্যবহার করে।

গঙ্গায় বহুজনাকীর্ণ একটী দ্বীপ আছে। এই দ্বীপে যে জাতি আছে, তাহাদের রাজার ৫০,০০০ পদাতিক এবং ৪০০০ অশ্বারোহী সৈন্য আছে। প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা রাজদণ্ড পরিচালনা করেন, তাঁহারাই অনেক সাদী সৈন্য, পদাতিক ও অশ্বারোহী সর্ব্বদাই প্রস্তুত রাখেন।

অত্যন্ত পরাক্রান্ত প্রাসিয়ান জাতি পালিব্রোথ্রা নগরে বাস করেন এবং তজ্জন্য কেহ কেহ ঐ জাতিকে পালিবোথ্রি বলিয়া

অভিহিত করেন। তাঁহাদের রাজা সকল সময় বেতনভোগী ৬০,০০০ পদাতিক, ৩০,০০০ আরোহী এবং ৭ হস্তিসৈন্য রাখেন।

পালিবোথ্রা হইতে কিয়দ্দূরস্থ মালিয়াস পর্ব্বতে পর্য্যায়ক্রমে শীতকালে ছায়া উত্তরদিকে এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিকে পতিত হয়। বিটন বলেন যে, এই প্রদেশে সপ্তর্ষিমণ্ডল, বৎসরে মাত্র একবার পঞ্চদশ দিবসের জন্য দৃষ্ট হয়। তিনিই বলেন যে, ভারতবর্ষের অনেকস্থলেই এইরূপ দৃষ্ট হয়। যাহারা সিন্ধুনদের দক্ষিণ দিকৃস্থ প্রদেশে বাস করে, তাহারা অপর সকলাপেক্ষা সূর্য্যতাপে অধিক পরিমাণে দগ্ধ হয় এবং অবশেষে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ অধিবাসীদিগের বর্ণের উপর কার্য্য করে। বামনগণ পর্ব্বতে বাস করে।

যাহারা সমুদ্রের নিকটে বাস করে তাহাদিগের রাজা নাই।

পাণ্ডিয়ান জাতি স্ত্রীলোক দ্বারা শাসিত হয়, এবং হার্কিউলিসের কন্যাই তাহাদের প্রথমা রাণী ছিলেন। নিসা নগর এবং জুপিটারের পবিত্রভূমি মিরস পর্ব্বত ও যাহার গুহায় ফাদার ব্যাকাস পালিত হইয়াছিলেন, এই প্রদেশে অবস্থিত, ভারতীয়েরা এইরূপ বলিয়া থাকে; ইহাও কথিত হয় যে, ব্যাকাস তাঁহার পিতার জানুদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। সিন্ধুর মোহনা হইতে দূরে ক্রিস এবং আগীর নামক দুইটী দ্বীপে এত প্রচুর পরিমাণে ধাতু পাওয়া যায় যে, কোন কোন লেখক বলিয়াছেন যে, ঐ দ্বীপদ্বয়ের ভূমি সুবর্ণ ও রজতময়।

সপ্তপঞ্চাশৎ অংশ

(পোলিয়েন ১।১ ১-৩ হইতে গৃহীত)

ডাইওনিসস

ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে অভিযানকালে, যাহাতে নগরগুলি তাঁহাকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে, তজ্জন্য ডাইওনিসস তাঁহার অস্ত্রধারী সৈন্যগণের অস্ত্রাদি প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া তাহাদিগকে কোমল বস্ত্র ও মৃগচর্ম্ম পরিধান করাইয়াছিলেন। বর্শাগুলি আইভিজড়িত এবং থার্সাসকেই সূক্ষ্মাগ্র করা হইয়াছিল। তিনি শিঙ্গাবাদন না করিয়া খঞ্জনী ও ঢক্কাসহকারে যুদ্ধে অগ্রসর হন এবং শত্রুকে মদ্যপানে তৃপ্ত করিয়া, তিনি তাহাদিগের চিন্তা যুদ্ধ হইতে নৃত্যে ব্যাপৃত করেন। এই প্রকার ও অন্যান্য প্রক্রিয়ানুসারে তিনি ভারতীয় এবং এসিয়ার অন্যান্য অংশ জয় করেন।

ভারতীয় অভিযানকালে, যখন ডাইওনিসস দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার সৈন্যগণ বায়ুর প্রখর উত্তাপ সহ্য করিতে পারিতেছে না, তখন তিনি বলপূর্ব্বক ভারতবর্ষের ত্রিশৃঙ্গবিশিষ্ট পর্ব্বত অধিকার করিলেন। এই শৃঙ্গের একটীকে কোরাসিবী এবং দ্বিতীয়টী কোন্দাস্কি নামে অভিহিত হইত, কিন্তু তৃতীয়টী তাঁহার জন্মের স্মরণচিহ্নস্বরূপ মিরস নামে আখ্যাত করেন। এই শেষোক্ত পর্ব্বতশৃঙ্গে সুস্বাদু বারির অনেক নির্ঝরিণী, অপর্য্যাপ্ত ফলবৃক্ষ এবং শরীরের নূতন প্রাণসঞ্জীবনী তুষার ছিল। এই শৃঙ্গোপরি

স্থাপিত সৈন্যবৃন্দ, সমতলস্থ অসভ্যগণকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়াও উচ্চে অবস্থান করিয়া অস্ত্রনিক্ষেপ দ্বারা তাহাদের পলায়নে সক্ষম হয়।

ডাইওনিসস ভারতবর্ষ জয় করিয়া, তাঁহার সহকারিস্বরূপ ভারতীয় ও আমেজন সৈন্যসহ বাকট্রিয়া আক্রমণ করেন। সারঙ্গ নদী এই প্রদেশের সীমা নির্দ্ধারণ করে। বাকট্রিয়ানগণ সুবিধামত স্থান হইতে ডাইওনিসসকে আক্রমণ করিবার জন্য এই নদীতীরবর্ত্তী উচ্চ পর্ব্বত অধিকার করে। ডাইওনিসস অপর পারে শিবির সন্নিবেশ করিয়া, যাহাতে বাকট্রিয়ানগণ রমণীসৈন্যের প্রতি অবজ্ঞা বশতঃ শৈলশিখর হইতে অবতরণ করে, তজ্জন্য রমণীসৈন্যও বাক্কাইগণকে সেই নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য আদেশ দিলেন। রমণীগণ তখন নদী উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিলে, শত্রু শৈলশিখর হইতে অবতরণ করিয়া নদীর দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করিল। রমণীগণ তখন পশ্চাদ্‌গামিনী হইতে থাকে এবং বাকট্রিয়ানগণ নদী পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে; তখন, ডাইওনিসস তাঁহার সৈন্য সহ অগ্রসর হইয়া নদীর স্রোতের জন্য বাধা প্রাপ্ত বাকট্রিয়ানগণকে নিহত করিয়া নিরাপদে নদী পার হইলেন।

---

[1] বাক্কাই—(Bakhai)—ব্যাকাসের শিষ্যগণ।

অষ্টপঞ্চাশৎ অংশ

(পলিয়েনস ১:৩, ৪)

হার্কিউলিস এবং পাণ্ডি

হার্কিউলিস ভারতবর্ষে থাকার সময় একটী কন্যা লাভ করেন এবং তাঁহাকে পাণ্ডেয়া নাম প্রদান করেন। ভারতবর্ষের যে অংশ দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত, তিনি তাঁহাকে সেই অংশ প্রদান করেন এবং তাঁহার রাজ্যস্থ প্রজাবৃন্দকে ৩৬৫টী গ্রামে বাস করান এবং আদেশ দেন যে, প্রত্যহ এক একটী গ্রাম রাজকোষে রাজস্ব প্রদান করিবে; কারণ তাহা হইলে রাজ্ঞী যাহারা কর প্রদান করিয়াছে, তাহাদিগের সাহায্য পাইবেন।

উনপঞ্চাশৎ অংশ

(ইলিয়ান-প্রাণি-তত্ত্ব ১৬, ২-২২)

ভারতীয় জন্তু (১)

আমি অবগত হইলাম যে, ভারতবর্ষে শুক নামে এক প্রকার পক্ষী আছে ; এবং যদিও আমি নিশ্চয়ই পূর্ব্বে ইহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তথাপি আমি পূর্ব্বে যাহা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি, তাহা এই স্থানে বলিলেও অন্যায্য হইবে না। আমি অবগত হইয়াছি যে, তাহারা তিন জাতীয় এবং শিশুদিগকে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, ইহাদিগকেও তদ্রূপ শিক্ষা দিলে, ইহারা শিশুগণের ন্যায় বাক্‌পটু হয় এবং মনুষ্যের স্বরে কথা বলিতে পারে ; কিন্তু তাহারা বলে যে, ইহারা পক্ষীরই ন্যায় চীৎকার করে এবং পরিষ্কার ও সুস্বরে কথা বলিতে পারে না। ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ ময়ূর এবং ঈষৎ সবুজ বর্ণের পারাবত পাওয়া যায়। যাহারা পক্ষিবিদ্যায় পারদর্শী নহেন, তাঁহারা ইহাদিগকে প্রথম বার দেখিবার

(১) সোয়ানবেক বলিয়াছেন যে, এই অংশের অনেক স্থল মেগস্থেনিস হইতে উদ্ধৃত বলিয়া বোধ হয়। তিনি এই উক্তির সমর্থনার্থ দুইটী যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। প্রথম, গ্রন্থকারের ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিন বৃত্তান্তে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন এবং দ্বিতীয়, তিনি ব্রাহ্মণ ও প্রাচীনগণের কথা অনেক বার উল্লেখ করিয়াছেন।

সময় পারাবত মনে না করিয়া শুক পক্ষী বলিয়া মনে করিবেন। চঞ্চু এবং পদদ্বয়ের বর্ণে ইহারা গ্রীস দেশীয় তিতির পক্ষীর ন্যায়। ভারতবর্ষে বৃহদাকারের কুক্কুটও আছে এবং তাহাদিগের শিখা অন্যান্য দেশের, অন্ততঃ আমাদের দেশের কুক্কুটের শিখার ন্যায় লোহিত নহে; কিন্তু পুষ্পের ন্যায় মুকুটের শীর্ষদেশ নানা প্রকার বর্ণে চিত্রিত। তাহাদিগের অঙ্গের অবশিষ্ট পালকগুলি বক্র কিংবা কুঞ্চিত নহে; কিন্তু, সেগুলি প্রশস্ত এবং ময়ূরগণ যেমন পুচ্ছ সরল বা খাড়া না করিয়া, তাহাদের পুচ্ছ ভূমি স্পর্শ করিয়া টানে, ইহারাও সেইরূপ টানে। এই সকল ভারতীয় কুক্কুটের পালক স্বুবর্ণবর্ণ এবং মরকতের ন্যায় গাঢ় নীল বর্ণ।

ভারতবর্ষে আরও এক প্রকার আশ্চর্য্য পক্ষী দৃষ্ট হয়। ইহা আকারে ষ্টার্লিং (১) পক্ষীর ন্যায়, বিচিত্র বর্ণ এবং ইহাদিগকে মনুষ্যের ন্যায় শব্দ উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই পক্ষী তোতা অপেক্ষাও বাক্‌পটু এবং স্বভাবতই অধিকতর চতুর। মনুষ্যের নিকট আহার প্রাপ্ত হইয়া সুখানুভব করা দূরে থাকুক, ইহারা স্বাধীনতার জন্য এত ব্যাকুল এবং সঙ্গীদিগের সহিত ইচ্ছানুরূপ কূজনে এত লালায়িত যে, অধীন থাকিয়া উত্তম আহারাদি ভোগ করা অপেক্ষা স্বাধীন থাকিয়া অনশনই শ্রেয়ঃ মনে করে। যে সকল মাসিদোনিয়ানগণ ভারতবর্ষস্থ বোকেফলা ও

(১) সম্ভবতঃ ভরত পক্ষী।

নিকটবর্ত্তী স্থান এবং কুরোপেলিস ও ফিলিপপুত্র আলেকজান্দার কর্ত্তৃক স্থাপিত নগরে বাস করে, তাহারা ইহাকে কার্কিয়ন (২) বলে। আমার বোধ হয়, পানিকৌরীর ন্যায় পুচ্ছ সঞ্চালন করে বলিয়া এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

আমি আরও অবগত হইলাম যে, ভারতবর্ষে কীল নামক পক্ষী আছে; এই পক্ষী আয়তনে বাষ্টার্ড (৩) অপেক্ষা ত্রিগুণ; ইহা অত্যন্ত দীর্ঘ চঞ্চুবিশিষ্ট এবং ইহার পদদ্বয়ও দীর্ঘ। চর্ম্মের থলিয়ার ন্যায় ইহার একটী প্রকাণ্ড থলিয়া আছে। ইহার স্বর অত্যন্ত কর্কশ। ইহার পালকগুলি পাংশুবর্ণ; কেবল মাত্র পক্ষের প্রান্তভাগে ঈষৎ পীত বর্ণ।

ইহাও আমি শুনিয়াছি যে, ভারতবর্ষের হুপো আমাদের দেশের এই পক্ষীর দ্বিগুণ এবং উহারা দেখিতেও অধিকতর সুশ্রী। হোমর বলেন যে, যেমন অশ্বের বল্গায় এবং সজ্জায় কোন গ্রীক-রাজার আহ্লাদ হয়, ভারতবর্ষের রাজারও তেমনি পক্ষীতে আনন্দ হয়। রাজা ইহা হস্তে লইয়া ভ্রমণ করেন, ইহার সহিত ক্রীড়া করেন এবং আহ্লাদিত চিত্তে এই পক্ষীর উজ্জ্বলতা ও প্রকৃতিদত্ত সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া ক্লান্ত হন না। ব্রাহ্মণগণ এজন্য এই পক্ষীকে একটী গল্পের আখ্যান-বস্তু করিয়াছেন। তাঁহাদের উপাখ্যানটি এই :—ভারতবর্ষের রাজার একটী পুত্র জন্মে। এই

(২) কাকাতুয়া।

(৩) সম্ভবতঃ অষ্ট্রিচ জাতীয় পক্ষী বিশেষ।

পুত্রের কয়েকটী জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিল; তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত ও কদাচারী হইয়া উঠে। জ্যেষ্ঠগণ কনিষ্ট বলিয়া উহাকে ঘৃণা করিত এবং তাহাদের মাতাপিতাকে বৃদ্ধ ও পক্ককেশ বলিয়া ঘৃণা করিত। এই জন্য, ঐ বালক ও তাহার বৃদ্ধ মাতাপিতা এই সকল দুষ্ট প্রকৃতির সন্তানের সহিত বাস করিতে অসমর্থ হওয়ায় একত্রে তিন জনে গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। সুদীর্ঘপথ ভ্রমণ করিতে করিতে রাজা ও রাণী অবসন্ন হইয়া দেহত্যাগ করেন এবং বালকটী তাঁহাদের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ নিজ মস্তক স্বকীয় তরবারি দ্বারা ছেদন করিয়া নিজদেহে মাতা-পিতাকে প্রোথিত করে। ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, পরে সর্ব্বদর্শী দিবাকর এই বালকের নিরতিশয় ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে অতি সুন্দর ও দীর্ঘ পরমায়ুবিশিষ্ট পক্ষীতে পরিণত করেন। এই জন্য পলায়ন কালের কৃত কর্ম্মের স্মারক চিহ্নস্বরূপ তাঁহার মস্তকে এই চূড়া জন্মে। আথেনিয়ানগণও চূড়াধারী চাতক পক্ষীর সম্বন্ধে এইরূপ একটা গল্প বলে এবং আমার বোধ হয়, হাস্যরসিক নাট্যকার আরিষ্টফিনিস তাঁহার "বিহঙ্গম" (৪) নাটকে এই উপাখ্যান অনুকরণ করিয়াছেন। আরিষ্টফিনিস বলিয়াছেন, "কারণ তুমিও অজ্ঞ ছিলে, সর্ব্বদা ব্যস্ত ছিলে না এবং সর্ব্বদা

(৪) আরিষ্টফিনিস গ্রীসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক কবি। ইনি অনেকগুলি প্রহসন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। "বিহঙ্গম" (Birds) পুস্তকখানি ৪১৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে প্রণীত হইয়াছিল।

ঈশপও (৫) পড়িতে না। ঈশপ চূড়াধারী চাতক পক্ষীর বর্ণনা-কালে বলিয়াছেন যে, পক্ষীর মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথমে জন্মগ্রহণ করে। এমন কি. তখন পৃথিবীও সৃষ্ট হয় নাই। পরে ইহার পিতা পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, পৃথিবী না থাকায় পাঁচ দিন পর্য্যন্ত শব পড়িয়া থাকে। অবশেষে অন্যত্র সমাহিতের স্থান না পাইয়া তাহার কন্যা স্বীয় মস্তকেই পিতাকে সমাহিত করে।” এই জন্য বোধ হয় যে, এই উপাখ্যান অপর পক্ষী সম্বন্ধীয় হইলেও, ভারতবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীসে প্রচারিত হইয়াছে। কেন না, ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, ভারতীয় হুপোর মনুষ্যরূপে শৈশবকালে পিতামাতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের সময় হইতে অপরিমেয়কাল অতীত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে অন্য এক প্রকার জন্তু আছে,যাহা দেখিতে স্থলচারী কুম্ভীরের ন্যায়; ইহা আকারে মাণ্টাদ্বীপজাত ক্ষুদ্র কুকুরের ন্যায়। ইহার দেহ কর্কশ ও ঘন সন্নিবিশিষ্ট শল্কে আবৃত; ভারতবাসীরা এই শল্ক দ্বারা ফাইলের (উকা) কার্য্য করে। ইহা দ্বারা পিত্তল কাটা যাইতে পারে এবং ইহা লৌহও জীর্ণ করিতে পারে। তাহারা ইহাকে “ফট্টগীস” বলে।

ভারতবর্ষে যে অশ্বতর পাওয়া যায়, তাহাকে ভারতবাসীরা পাশবদ্ধ করিয়া ধৃত করে এবং দুই বৎসর বয়স্ক অশ্বতর ধৃত করিতে

(৫) গল্প-প্রণেতা স্বনামখ্যাত ঈশপ সম্ভবতঃ ৬২০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৬০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

পারিলে তাহাদের বশ মানান যায়। কিন্তু, ইহার পরে ধৃত করিলে উহারা কিছুতেই বশ মানে না এবং উহারা মাংসভোজী হিংস্র জন্তুর ন্যায় হয়।

ভারতবর্ষে অশ্বের দ্বিগুণাকার বিশিষ্ট, এক প্রকার কেশবহুল, ঘন কৃষ্ণবর্ণ পুচ্ছবিশিষ্ট জন্তু আছে। এই পুচ্ছের কেশ মনুষ্যের কেশ অপেক্ষাও চিক্কণ এবং এই জন্য ইহা ভারতীয় রমণীগণের অত্যন্ত প্রিয়; কারণ ইহা দ্বারা ভারতীয় রমণীগণ স্বীয় স্বীয় স্বভাব-জাত কেশ বন্ধন করিয়া শোভা বৃদ্ধি করে। এই কেশ দুই হস্ত দীর্ঘ এবং প্রত্যেক কেশের মূল হইতে ঝালরের ন্যায় ত্রিশটী কেশ উৎপন্ন হয়। এই জন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভীরু, কারণ কেহ ইহাকে দেখিতেছে ঠিক পাইলেই তৎক্ষণাৎ যথাসাধ্য দৌড়িতে আরম্ভ করে, কিন্তু ইহার পলায়নের যত অধিক ব্যগ্রতা, দ্রুতগমনশক্তি তত অধিক নহে। দ্রুতগামী অশ্ব ও কুক্কুরের সাহায্যে ইহাকে শিকার করা হইয়া থাকে। যখন সে দেখিতে পায় যে, ধৃত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই, তখন কোনও নিকটবর্ত্তী ঝোপে লাঙ্গুল লুকাইয়া, শিকারিগণের অভিমুখী হইয়া প্রাণপণ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া উহাদিগকে সতর্কভাবে লক্ষ্য করিতে থাকে। তখন ইহা একটু সাহসীও হইয়া থাকে এবং মনে করে যে যখন তাহার লাঙ্গুল দৃষ্ট হইতেছে না, তখন ইহার আর ধৃত হইবার কোন আশঙ্কা নাই, কেন না ইহা জানে যে, ইহার লাঙ্গুলই সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। অবশ্যই সে জানিতে পারে যে, তাহার এই ধারণা ভ্রমাত্মক, কেন না, শিকারীরা বিষাক্ত

অস্ত্র নিক্ষেপ দ্বারা ইহাকে আহত করিয়া, ইহার মূল্যবান্ চর্ম্ম উৎপাটন করে ও মৃতদেহ ফেলিয়া দেয়। ভারতবর্ষীয়েরা ইহার মাংসের কোন অংশই ব্যবহার করে না।

আরও ভারতীয় সমুদ্রে তিমি আছে এবং ইহারা বৃহত্তম হস্তীর আয়তনের পাঁচ গুণ। এই বৃহদাকার মৎস্যের এক একটীর পাঁজর দীর্ঘে ২০ হাত ও ইহার ওষ্ঠ ১৫ হাত হইয়া থাকে। কাণকুয়ার নিকটবর্ত্তী পাথনাগুলি ৭ হাত প্রশস্ত। 'কেরুকেশ' নামক শঙ্খও এই সমুদ্রে জন্মে। "পার্পল ফিস" নামক এক প্রকার মৎস্যও তথায় জন্মে; ইহার এক চাড়ায় গ্যালন পূর্ণ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় অনেক মৎস্যই বিশাল দেহ—বিশেষতঃ সামুদ্রিক নেকড়ে। আমি আরও শুনিয়াছি যে, যে সময়ে নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া দেশ প্লাবিত হয়, তখন মৎস্যগুলি জলের সঙ্গে ক্ষেত্রে নীত হইয়া অগভীর জলে সন্তরণ ও ইতস্ততঃ বিচরণ করে; এবং যে বৃষ্টিতে নদীর জল বৃদ্ধি হয়, সেই বৃষ্টি থামিলে এবং জল কমিয়া পুনর্ব্বার যখন পূর্ব্ববৎ নিজ নিজ প্রণালীতে প্রবাহিত হয়, তখন নিম্ন ও সমতল জলা ভূমিতে (যথায় নয়জন দেবতা ক্রীড়া করেন) কখন কখন আট হস্ত দীর্ঘ মৎস্যও পাওয়া যায়। মৎস্যেরা দুর্ব্বল হইয়া সন্তরণ করে। এবং কৃষকেরা সহজেই উহাদিগকে ধরে; কেন না, তথায় জল এমন গভীর নহে যে, উহাতে মৎস্যগুলি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে; বস্তুতঃ ঐ জল এত কম গভীর যে, তাহারা কোন প্রকারে উহাতে বাঁচিতে পারে।

নিম্নলিখিত মৎস্যগুলি কেবল ভারতবর্ষেই জন্মিয়া থাকে।

এদেশে যে "রোচেশ" (Prickly roaches) জন্মে উহা আর্গলিসের বিষধর সর্প অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে। ভারতবর্ষীয় চিংড়ি মাছ কর্কট অপেক্ষাও বৃহৎ। ইহারা সমুদ্র হইতে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া স্রোতের বিপরীত দিকে গমন করে; ইহাদের বৃহৎ নখ অত্যন্ত বন্ধুর। আমি জানিতে পারিলাম যে, যে সকল চিংড়ি পারস্যোপ-সাগর হইতে সিন্ধুনদে প্রবেশ করে, তাহাদিগের কণ্টকগুলি মসৃণ এবং তাহাদের যে শুঁয়া আছে উহা দীর্ঘ ও কুঞ্চিত। কিন্তু এই জাতীয় চিংড়ির নখ নাই।

ভারতবর্ষীয় কচ্ছপ নদীতে বাস করে; ইহা অতি বৃহদাকার এবং উহার চাড়া পূর্ণায়তন ডিঙ্গি অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে। এই চাড়াতে ১২০ গ্যালন জল ধরে। ভারতবর্ষে, এতদ্ব্যতীত স্থলচর কচ্ছপও আছে; যে উর্ব্বর ক্ষেত্রের মৃত্তিকা অত্যন্ত নরম এবং কর্ষণের সময় হল গভীর মৃত্তিকায় প্রবেশ করিয়া যে ক্ষেত্রে অনায়াসে বড় বড় তাল উৎখাত করে, এই স্থলচর কচ্ছপগুলি সেইরূপ মৃত্তিকার তালের ন্যায় বৃহৎ। ইহারা চাড়া পরিবর্ত্তন করে। কীট তরুতে প্রবেশ করিলে তাহাকে যেরূপে বাহির করা হয়, কৃষক ও তাহার সহকারিগণ নিজ নিজ কোদালি দ্বারা এই চাড়াগুলিকে সেইরূপে উঠাইয়া ফেলে। কচ্ছপদের মাংস তৈলাক্ত এবং সুস্বাদু এবং ঐ মাংস সামুদ্রিক কচ্ছপের ন্যায় উগ্রস্বাদবিশিষ্ট নহে।

আমাদের দেশেও বুদ্ধিমান্ জন্তু পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের দেশীয় বুদ্ধিমান্ জন্তু ভারতবর্ষের তুলনায় কম। ভারতবর্ষে এই

প্রকার বুদ্ধিমান্ হস্তী, তোতা, বানর ও সাতীর (Satyr) নামক জন্তু আছে। ভারতবর্ষীয় পিপীলিকার কথাও বাদ দেওয়া উচিত নহে। আমাদের দেশীয় পিপীলিকাও অবশ্য নিজেদের জন্য ভূমি-গর্ভে গর্ত্ত ও বিবর খনন করিয়া নিজ-ক্ষমতা পর্য্যবসিত করে, কিন্তু ভারতীয় পিপীলিকারা নিজেদের জন্য শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাস-গৃহ নির্ম্মাণ করে; যাহাতে সেগুলি সহজে জলপ্লাবিত না হইতে পারে, তজ্জন্য ঢালু অথবা সমতল ভূমিতে নির্ম্মাণ না করিয়া উচ্চ ও দুরারোহ স্থানে এই সকল গৃহ নির্ম্মিত হয়। তাহারা অসামান্য নৈপুণ্য সহকারে এই সকল স্থান খনন করে এবং সেগুলি দেখিলে মিশরের সমাধিকক্ষ বা ক্রীট দেশীয় গোলকধাঁধার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গৃহগুলি এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হয় যে, কোন শ্রেণীই সরল থাকে না এবং সেই জন্য পথ ও গর্ত্তগুলি এরূপ পাকান যে, উহাদের মধ্যে কোন দ্রব্য প্রবেশ বা প্রবাহিত হওয়া সুকঠিন। বহির্দ্দেশে প্রবেশের জন্য এবং তাহারা যে শস্য সংগ্রহ করে উহা লইবার জন্য কেবল একটী মাত্র দ্বার থাকে। নদীর জল বৃদ্ধি ও প্লাবন হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই তাহারা এইরূপ উচ্চ ভূমিতে গৃহ নির্ম্মাণ করে এবং এই দূরদৃষ্টির জন্য এই লাভ হয় যে, যখন চতুর্দ্দিকস্থ স্থান হ্রদের ন্যায় হয়, তখন তাহারা প্রহরী গৃহ বা দ্বীপে বাস করে বলিয়া বোধ হয়। অধিকন্তু এই উচ্চ স্তূপগুলি যদিও একটী অপরের নিকট নির্ম্মিত, তত্রাপি জল-প্লাবনে তাহাদের ভগ্ন বা শিথিল হওয়া দূরে থাকুক, উহাতে স্তূপগুলি আরও দৃঢ় হয়; বিশেষতঃ উষার

শিশিরে এগুলি আরও দৃঢ়তা লাভ করে। কারণ, এই শিশিরে বরফের ন্যায় পাতলা অথচ শক্ত আচ্ছাদন হয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে নদীর বালির সহিত যে বৃক্ষ-লতাদি আনীত হয়, উহাতে ইহাদের তলদেশ আরও দৃঢ় হয়। বহুপূর্ব্বে আইওবাস ভারতীয় পিপীলিকা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমিও তাহাই বলিলাম।

ভারতীয় আরিআনাইদিগের দেশে ভূগর্ভের নিম্নে রহস্যপূর্ণ প্রকোষ্ঠ, গুপ্তপথ ও লোক-চক্ষুর অগোচর পথবিশিষ্ট গহ্বর আছে। এগুলি অত্যন্ত গভীর এবং বহুদূর বিস্তৃত। কি করিয়া এগুলির উৎপত্তি হইল, এবং কি করিয়াই বা এগুলি খনন করা হইল, ভারতবাসীরা তাহাও বলে না। আমিও তাহা জানিবার জন্য উৎসুক নই। ভারতবাসীরা এই স্থানে ত্রিশ সহস্রেরও অধিক মেষ ছাগ, বৃষ ও অশ্ব প্রভৃতির বিভিন্ন প্রকারের পশু আনয়ন করে; এবং যে কেহ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইয়াছে, কিংবা সাবধানসূচক বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু শুনিতে পাইয়াছে, কিম্বা অমঙ্গলসূচক কোন পক্ষী দেখিয়াছে, সেই সেই ব্যক্তিই স্বকীয় প্রাণের বিনিময়ে স্বীয় ক্ষমতানুযায়ী, আত্মার রক্ষার জন্য পশুটীকে নিষ্ক্রয় স্বরূপ গহ্বরে নিক্ষেপ করে। বলির পশুগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আনীত হয় না, বা তাহাদের প্রতি বল প্রয়োগ করা হয় না; কিন্তু বোধ হয় যেন তাহারা কোন আশ্চর্য্য মন্ত্রবলে বশীভূত হইয়া ইচ্ছানুসারে এই পথে আগমন করে এবং যখনই তাহারা গহ্বরের মুখে পৌছে, তখনই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গহ্বরে লাফাইয়া পড়ে। যখনই তাহারা এই রহস্যপূর্ণ পৃথিবী-মধ্যস্থ গহ্বরে পতিত

হয়, অমনি তাহারা চিরদিনের তরে লোকচক্ষু হইতে অন্তর্হিত হয়। কিন্তু গহ্বরের উপর হইতে বৃষ ও অশ্বের গর্জ্জন এবং মেষ ও ছাগের রোদনধ্বনি শ্রুত হয় এবং যদি কেহ গহ্বরের প্রান্তদেশে যাইয়া কর্ণ সংলগ্ন করে, তবে দূর হইতে উপর্য্যুক্ত রব শুনিতে পায়। এই বিমিশ্র রবের কখনও বিরাম নাই, কেন না, প্রতিদিনই লোকে নিষ্ক্রয় স্বরূপ পশু আনয়ন করে। যে সকল পশু শেষে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, কেবল তাহাদিগেরই ক্রন্দন শুনা যায়, অথবা যাহারা পূর্ব্বে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, তাহাদিগেরও রব শুনা যায়, তাহা আমি জানি না—কেবল রব শোনা যায়, ইহাই আমি জানি।

পূর্ব্বোক্ত সমুদ্রে তাপ্রোবেণ নামক এক বৃহৎ দ্বীপ আছে। আমি যতদূর জানিতে পারিলাম, তাহা হইতে বোধ হয় যে, এই দ্বীপ বৃহৎ ও পর্ব্বতময়। ইহা দৈর্ঘ্যে ৭০০০ ষ্টাডিয়া ও প্রস্থে ৫০০০ ষ্টাডিয়া। যাহা হউক, ইহাতে কোন নগর নাই, কেবল মাত্র ৭৫০ গ্রাম আছে। অধিবাসিগণ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত গৃহে বাস করে, এবং কোন কোন গৃহ নল-নির্ম্মিত।

যে সমুদ্র দ্বীপ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহাতে এমন বৃহদাকার কচ্ছপ জন্মে যে, তাহাদের চাড়া দিয়া গৃহের ছাদ নির্ম্মিত হয়। কারণ, এক একটী চাড়া ১৫ হাত দীর্ঘ হওয়াতে উহার নীচে অনেক লোক দাঁড়াইলে তাহারা অগ্নিতুল্য সূর্য্যোত্তাপে আশ্রয় প্রাপ্ত হয় এবং এই চাড়া মনোরম ছায়া প্রদান করে। এতদ্ব্যতীত, ইহা ইষ্টক অপেক্ষা দৃঢ় হওয়াতে ঝঞ্ঝাবাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়

এবং বৃষ্টির জলও গড়াইয়া পড়ে। যাহারা ইহার নীচে বাস করে, তাহারা গৃহের ছাদের উপর বৃষ্টি হইলে যেমন শব্দ হয়, ইহার নীচে থাকিয়াও সেইরূপ শব্দ শুনিতে পায়। ইষ্টক ভগ্ন হইলে যেমন গৃহ পরিবর্ত্তন করিতে হয়, এক্ষেত্রে সেরূপ করিতে হয় না, কেন না, এই চাড়া শক্ত এবং শূন্যগর্ভ পাহাড় ও স্বাভাবিক গুহার উচ্চ ছাদের ন্যায়।

মহাসাগরস্থিত তাপ্রোবণ দ্বীপে তাল বন আছে। এই দ্বীপে উপবন রক্ষকেরা যেরূপ ছায়াপ্রদ বৃক্ষগুলি মনোরম স্থান নির্ব্বাচন করিয়া রোপণ করে, তদ্রূপ এই দ্বীপস্থ তালবৃক্ষগুলিও অত্যাশ্চর্য্য শ্রেণীবদ্ধরূপে রোপিত। এই দ্বীপে হস্তিযূথও আছে; ইহারা সংখ্যায় প্রচুর এবং বিশাল দেহ-বিশিষ্ট। এই দ্বীপের হস্তীগুলি মহাদেশীয় হস্তীগুলি অপেক্ষা বলে, আকারে এবং বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ। দ্বীপবাসীরা নৌকায় করিয়া এই হস্তীগুলিকে মহাদেশে প্রেরণ করে। দ্বীপস্থ বনজাত কাষ্ঠ দ্বারা এই উদ্দেশ্যেই এই সকল নৌকা নির্ম্মিত হয় এবং হস্তীগুলিকে কলিঙ্গদেশীয় রাজার নিকট বিক্রয় করা হয়। দ্বীপটী এত বৃহৎ যে, দেশমধ্যস্থ অধিবাসিগণ কখনও সমুদ্র দর্শন করে নাই; কিন্তু, যদিও তাহারা অপরের নিকট শুনিতে পায় যে, সমুদ্র তাহাদের দেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তত্রাপি তাহারা মহাদেশবাসীদিগের ন্যায় জীবন যাপন করে। আবার, যাহারা সমুদ্রতীরে বাস করে, তাহারা হস্তি শিকারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং কেবল জনশ্রুতি হইতেই এই বিষয় অবগত হইতে থাকে। তাহাদের শক্তি কেবল মৎস্য ও সমুদ্রজ বৃহৎ

বৃহৎ জলজন্তু ধরিতেই নিয়োজিত হয়। কেন না, যে সমুদ্র এই দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সেই সমুদ্রে অগণিত মৎস্য এবং সিংহ, চিতা ও অন্যান্য বন্য পশু, মেষ প্রভৃতির ন্যায় মস্তকবিশিষ্ট বিশাল জল-জন্তু পাওয়া যায়। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন কোন জলজন্তুর আকৃতি সাতারের ন্যায়। অন্য কতকগুলি স্ত্রীলোকের ন্যায়, কেবল তাহাদের মস্তকে কেশের পরিবর্ত্তে কণ্টক দৃষ্ট হয়। অনেকে গম্ভীর ভাবে এরূপও বলিয়া থাকেন যে, এই সাগরে এমন অত্যদ্ভুত জন্তু পাওয়া যায় যে, সে দেশের চিত্রকরেরা যদি ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একত্র করিয়া এক কিম্ভূত কিমাকার জন্তু সৃষ্টি করিয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদনের চেষ্টা করে, তত্রাপি তাহারা প্রকৃত জন্তু চিত্রিত করিতে পারিবে না। ইহাদিগের লাঙ্গুলও দীর্ঘ, দেহভাগ কুঞ্চিত এবং পদের পরিবর্ত্তে নখ বা ডানা আছে। আমি আরও অবগত আছি যে, তাহারা উভচর এবং রাত্রিকালে মাঠে চরিয়া বেড়ায়, কেন না, তাহারা পশু ও পক্ষীর ন্যায় ঘাস ও বীজ ভক্ষণ করে। তাহারা পক্ক খর্জ্জূরও অত্যন্ত পছন্দ করে এবং এই জন্য তাহারা নিজ দীর্ঘ লেজ দ্বারা বৃক্ষ জড়াইয়া এরূপভাবে কম্পিত করিতে থাকে যে, খর্জ্জূরগুলি ভূমিতে পড়িয়া যায় এবং তাহারা উহা আহ্লাদের সহিত ভোজন করে। তৎপরে, যখন রাত্রি অবসান হইতে থাকে, অথচ দিবালোক যখন সুস্পষ্ট হয় না, উষার আভা ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিবার পূর্ব্বেই তাহারা সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অদৃশ্য হয়। শোনা যায় যে, এই সমুদ্রে যথেষ্ট তিমিও

আছে। কিন্তু, থুনি নামক মৎস্যের প্রত্যাশায় তাহারা যে তীরের নিকট আগমন করে, এ কথা সত্য নহে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, ডলফিন দুই জাতীয়;—এক জাতীয় ডলফিন হিংস্র, তীক্ষ্ণদন্তী, ও ধীবরদিগকে অত্যন্ত কষ্ট দেয় এবং অন্য জাতি নিরীহ, শান্ত, সন্তুষ্ট চিত্তে সন্তরণ করে এবং কুক্কুরের ন্যায়। কেহ আদর করিতে গেলে ইহা পলায়ন করে না এবং খাদ্যাদি প্রদান করিলে আহ্লাদ সহকারে গ্রহণ করে।

সামুদ্রিক শশক, লোম ভিন্ন অন্য সকল বিষয়েই স্থলচর শশকের ন্যায়; শেষোক্তটীর লোম কোমল, কিন্তু সামুদ্রিক শশকের লোম কর্কশ ও খাড়া; স্পর্শ করিলে ক্ষত হয়। ইহারা সমুদ্র-বক্ষে সন্তরণ করে এবং দ্রুত সন্তরণ করিতে পারে। জীবিতাবস্থায় ইহাদিগকে ধৃত করা সহজ ব্যাপার নহে, কারণ, ইহা কখনও জালে আবদ্ধ হয় না এবং ছিপ ও বরশীর স্পৃহণীয় খাদ্যের নিকটেও গমন করে না। কিন্তু, যখন ইহা পীড়িত হয় এবং তজ্জন্য সন্তরণে অক্ষম হয়, তখন ইহাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলে এবং তৎক্ষণাৎ শুশ্রূষা না করিলে ধৃতকারীর নিশ্চিত মৃত্যু হয়। এমন কি, যষ্টি দ্বারা স্পর্শ করিলেও, তক্ষক স্পর্শ করিলে যেরূপ হয়, তাহারও সেই প্রকার যন্ত্রণা হয়। কিন্তু শুনা যায় যে, এই দ্বীপে মহাসাগরের উপকূলে এক প্রকার শিকড় জন্মে; উহা এই মূর্চ্ছার ঔষধ। ইহা মূর্চ্ছিত ব্যক্তির নাসিকাগ্রভাগে ধরিলে সে সংজ্ঞা লাভ করে। এই শশকের এতাদৃশ ক্ষমতা যে, এই ঔষধ প্রয়োগ না করিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

ভারতীয় জাতি

ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশের বহির্ভাগে স্কিরাতী নামে একটী জাতি আছে। তাহাদের নাসিকা চ্যাপটা; কারণ, হয় বাল্যকাল হইতেই তাহাদের নাসিকা চাপিয়া রাখা হয় এবং আজীবন ঐরূপ রাখা হয়; অথবা, উহাদের নাসিকা স্বভাবতঃই এইরূপ। ইহাদের দেশে অত্যন্ত বৃহদাকারের সর্প জন্মে; কোন ২ জাতীয় সর্প, চারণ ভূমিতে থাকা কালীন পশুগুলিকে ভক্ষণ করে; অন্যগুলি গ্রীসীয় এগিথেলাই নামক সর্পের ন্যায় কেবল রক্ত শোষণ করে।

নির্ঘণ্ট